নসীম হিজাযী

তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশে

গান্ধীজীর বকরীক নিবোদিত

তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশেঃ
গান্ধীজীর বকরীকে নিবেদিত

নসীম হিজাযী

অনুবাদঃ এ, বি, এম, কামাল উদ্দিন শামীম

শতাব্দী প্রকাশনী—ঢাকা

www.pathagar.com

তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশে ঃ গান্ধীজীর বকরীকে নিবেদিত ।। নসীম হিজাযী প্রণীত ।। প্রকাশক ঃ মোঃ বাশারাত হোসেন ।। প্রকাশনায় ঃ শতাব্দী প্রকাশনী—৭১/এ, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা-২ ।। প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ ।। ছেপেছেন ঃ সুরমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১২ নং সুতার নগর, ঢাকা ।।

মূল্য ঃ শোভন—নয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র
সুলভ—সাত টাকা মাত্র

www.pathagar.com

উৎসর্গ

সেই বকরীর নামে
মহাত্মা গান্ধী যাকে বিলাত নিয়ে গিয়েছিলেন

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

প্রখ্যাত উর্দু উপন্যাসিক নসীম হিজাযীর 'সও সাল বাদ' বইটির বাংলা অনুবাদ 'তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশে ঃ গান্ধীজীর বকরীকে নিবেদিত' নামে প্রকাশিত হলো। বইয়ের বিষয়বস্তু ও লেখকের উৎসর্গকে সামনে রেখে আমরা বইটি বর্তমান নামে আজকের পাঠক সমাজের কাছে হাজির করা যুক্তিযুক্ত মনে করেছি। লেখকের সাড়া জাগানো অন্যান্য উপন্যাসের সাথে যারা পরিচিত, তাদের কাছে বইটি ভিন্ন স্বাদের মনে হবে।

পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কিছুকাল আগে লেখা এই বইতে লেখক গান্ধীবাদী হিন্দু ভারতের ভবিষ্যত রূপ-কাঠামোর একটি কল্পচিত্র আঁকার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ প্রয়াস কতটা সফল হয়েছে সে বিচার প্রায় তিন যুগ পর আজকের পাঠকগণ সঠিকভাবে করতে পারবেন।

গান্ধীর ভারতে তেত্রিশ বছর পরও গো-রক্ষার জন্য যারা আন্দোলন অনশন করছেন; আলীগড়-আহমদাবাদ-নদীয়ায় মানুষ জবাইর বিরুদ্ধে তারা নীরব। বর্ণশাসনের হুতাশনে লাখো হরিজন পুড়ে মরছে, তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশে মানুষ হিসেবে তাদের অধিকার নেই। গান্ধীবাদী আদর্শে আজো মানুষ নয়, পশুই পূজ্য। আজকের ভারতের চেহারা এই বইয়ের কল্প চিত্রের সাথে মিলিয়ে দেখার সুযোগ আছে মনে করেই আমরা বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য এই বই প্রকাশে ব্রতি হয়েছি।

—প্রকাশক

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

আধুনিক উর্দু সাহিত্যে নসীম হিজাযী একটি অতি পরিচিত নাম। খ্যাতিমান উর্দু উপন্যাসিকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। দাস্তানে মুজাহিদ, মোহাম্মদ বিন কাসিম, ইনসান আওর দেবতা, আখেরী চাট্টান, আওর তলোয়ার টুট্‌গেয়ী, সও সাল বাদ প্রভৃতি উপন্যাস লিখে তিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। বাংলাদেশী পাঠকদের কাছেও তিনি অপরিচিত নন। ষাটের দশকে সৈয়দ আব্দুল মান্নান নসীম হিজাযীর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ অনুবাদ করেন এবং তা পাঠক সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। উর্দু ভাষায় তাঁর সবগুলো গ্রন্থেরই একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি পাকিস্তানের এ'বোটাবাদের 'জমিদার' পত্রিকার সম্পাদক।

লেখকের এ গ্রন্থটিকে টক-ঝাল-মিষ্টি অথবা অম্ল-মধুর উপাখ্যান বলে অ্যাখ্যায়িত করা যায়। গ্রন্থটি হঠাৎ করে ভাল না লাগারই সম্ভাবনা। তবে অন্তত এক তৃতীয়াংশ পাঠের পর শেষ না দিয়ে পাঠক অন্যদিকে মনযোগ দিতে পারবেন না বলেই আমার বিশ্বাস। এটিকে একাধারে রম্য উপন্যাস, ঐতিহাসিক কাহিনী, রাজনৈতিক রোজ নামচা, কল্পোপন্যাস, স্মৃতিচারণ রূপক উপাখ্যান ইত্যাদি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায়। তবে লেখকের সব গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থেও মুসলিম জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা লক্ষ্যনীয়। লেখক কেন এ গ্রন্থ লিখেছেন এবং কোন ধরনের পরিস্থিতি তাঁকে এ গ্রন্থ লেখায় উদ্বুদ্ধ করেছে 'পূর্বলেখ'-এ লেখক তার কৈফিয়ত দিয়েছেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজীবুর রহমানের সহযোগিতা এবং সৌজন্যে গ্রন্থটি অনুবাদে ব্রতী হয়েছি। জনাব অব্দুল মান্নান মূল্যবান সময় ব্যয় করে পাণ্ডুলিপিটি দেখে দিয়েছেন। তাঁদের ঋণ শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশে পরিশোধ করা সম্ভব নয়।

—অনুবাদক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পূর্বলেখ

একজন পাশ্চাত্য গ্রন্থকারের লেখা একটি কাহিনীর সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

এক রাজার ইচ্ছা ছিল কোন কুৎসিত দর্শন চেহারা যেন তার সামনে না আসে। কিন্তু তার সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের বহু জিনিস দেখে তিনি ক্ষুব্ধ বোধ করতেন। সব কিছুকে সুন্দর করে তোলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না—এটা ছিল তার গোস্সার বড় কারণ। একদিন তিনি এক কাঁচনির্মাতাকে ডেকে বললেন, আমার জন্য এমন একটি কাঁচ তৈরী করে আনো, যার মাধ্যমে পৃথিবীর সব জিনিস সুন্দর দেখায়। এজন্য তোমাকে চল্লিশ দিন সময় দেয়া যাচ্ছে। আমার এ ইচ্ছা পূরণে ব্যর্থ হলে তোমাকে সপরিবারে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

কাঁচনির্মাতা কয়েকদিন উদভ্রান্তের মতো এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালো। পথে পথে ছুটে বেড়ালো। কিন্তু সংকট নিরসনের কোন ব্যবস্থা করতে না পারায় সে হতাশ হয়ে পড়লো।

একদিন এক বনে সে একজন দরবেশের সাক্ষাৎ পেলো। দরবেশ তাকে উদ্বেগের কারণ জিজ্ঞেস করায় সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সব কথা জানালো। তিনি তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, তোমাদের রাজার যে জিনিসের প্রয়োজন তা আমার কাছে আছে। এই বলে তিনি কাঁচ নির্মাতার হাতে একটি চশমা তুলে দিলেন। কাঁচ নির্মাতা দরবেশকে সালাম জানিয়ে চশমাটি নিয়ে গিয়ে রাজার হাতে দিল। রাজা সে চশমা চোখে লাগিয়ে দেখলেন সবকিছু রঙিন, সুন্দর দেখাচ্ছে। তাঁর আনন্দের সীমা রইল না। বৃদ্ধা রাণীকে তখন রাজার চোখে তরুণী ভার্যার মতো দেখাচ্ছিল। বৃদ্ধ দ্বাররক্ষককে যুবকের মতো মনে হলো। রাজা কাঁচনির্মাতাকে পুরস্কৃত করে বিদায় দিলেন।

www.pathagar.com

রাজা মুহূর্তের জন্যও সে চশমা চোখ থেকে খোলেন না। সব সময় তা চোখে এঁটে রাখেন। মারাত্মক অভিযোগে অভিযুক্ত কয়েকজন কয়েদীকে একদিন রাজার সামনে হাজির করা হলো। তিনি তেলেসমাতি চশমার কারণে কয়েদীদের চেহারায় অপরূপ আকর্ষণের ছাপ দেখে তাদের মুক্তির আদেশ দিলেন।

রাজভক্ত উজির রাজার কাছে অভিযোগ করলেন যে, কিছু সংখ্যক সভাসদ ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত করছে। তারা অভ্যুত্থান ঘটানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাণীও সে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। কিন্তু চশমার সাহায্যে সভাসদ এবং রাণীর দিকে তাকিয়ে রাজা উজিরের অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিলেন।

সাম্রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছিল। চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি বেড়ে চলছিল। হত্যা, লুটতরাজ সমানে চলছিল। কিন্তু রাজা কোন দিকেই ভ্রুক্ষেপ করছিলেন না। তেলেসমাতি চশমার কারণে কুৎসিত জঘন্য লোকদেরও তাঁর চোখে অপরূপ মায়াবী মনে হচ্ছিল। রাজভক্ত উজিরের জন্য এ অবস্থা ছিল অসহ্য। তিনি রাজাকে বহুবার বোঝালেন, তেলেসমাতি চশমা আপনাকে প্রতারিত করছে। আপনি এ চশমা খুলে ফেলুন এবং সবকিছু আসল চেহারায় সত্যিকার রূপে দেখুন। অন্যথায় সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু রাজা উজিরের কথায় কান দিলেন না।

ত্যক্ত-বিরক্ত উজির কাঁচ নির্মাতার কাছে গিয়ে বললেন, এ সাম্রাজ্য ধ্বংস হলে সে জন্য তুমিই হবে দায়ী। যাও তাড়াতাড়ি অন্য একটা চশমা নিয়ে এসো যাতে সবজিনিস সত্যিকার রূপে দেখা যায়। যদি তা না করো তবে তোমার এবং তোমার পরিবারের জন্য বিপদ অত্যাসন্ন।

কাঁচ নির্মাতা সেই দরবেশের কাছে ছুটে গেল এবং সাহায্যের আবেদন জানালো। দরবেশ কাঁচ নির্মাতাকে অন্য একটা চশমা দিলেন। কাঁচনির্মাতা খুশীমনে উজিরের কাছে পৌঁছুলো, ভাবলো এবারও সে পুরস্কার পাবে। উজির তাকে রাজার কাছে নিয়ে গেলেন। কাঁচনির্মাতা নতুন আর একজোড়া চশমা নিয়ে এসেছে শুনে তাঁর আনন্দের সীমা রইলনা। কিন্তু সে চশমা চোখে লাগানোর পর রাজসভায় উজির ছাড়া অন্য সবা-

www.pathagar.com

ইকে রাজার কাছে রক্ত চোষা বাঘ নেকড়ে মনে হলো। তারা রাজাকে হত্যা করার পরামর্শ করছিল। রানীর দিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন তাকে ডাইনীর চেয়ে ভয়াবহ দেখাচ্ছে। রানী এক কুৎসিত ক্রীতদাসের বাহুলগ্না হয়ে বসে আছে। রাজার ক্রোধের সীমা রইল না। তিনি উজিরকে আদেশ দিলেন, ওদের সবাইকে গ্রেফতার কর। রানীকে তিনি তিরস্কার করলেন। রানী বললেন, জাঁহাপনা! আজ আপনার কি হয়েছে? কেন এ মতিভ্রম? দিন দেখি, চশমাটা আমাকে দিন, আমিও চেয়ে দেখি।

রাজা বললেন, এই চশমায় সবকিছুর সত্যিকার চেহারা দেখা যায়। এই নাও।

রাণী সে চশমা চোখে লাগিয়ে দেখেন, রাজা একজন ক্রীতদাসীর সাথে মাখামাখি করছে। রাণী ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, এই বুড়ো বয়সে একজন ক্রীতদাসীর সাথে প্রেম করতে তোমরা লজ্জা করে না? উল্টো তুমিই আমাকে ক্রীতদাসের সাথে প্রেম করার অপবাদ দিচ্ছ?

রাজা আসলেই একজন ক্রীতদাসীর সাথে গোপনে প্রেম করতেন। রাণীর তিরস্কারের জবাবে তিনি বললেন, এ অভিযোগ সত্য নয়।

রানী বললেন, যদি এটা সত্য না হয় তাহলে আমার সম্পর্কিত অভিযোগও সম্পূর্ণ মিথ্যে।

সভাসদরা সমস্বরে বলল, জাঁহাপনা, রানীর কিংবা আমাদের কোন দোষ নেই, সব দোষ ঐ চশমার।

রাজা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমরা যথার্থ বলেছো। আসলে এই চশমাই যতো অনর্থের মূল। এই চশমায় সব সুন্দর জিনিসই বীভৎস দেখায়। আসলে কাঁচনির্মাতা আমাকে প্রতারিত করেছে। আমি তাকে মৃত্যুদণ্ড দেব। আজই তাকে সপরিবারে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার দৃশ্য আমি সচক্ষে দেখতে চাই। উজিরও এ ষড়যন্ত্রে শরীক রয়েছে। আমি তাকেও মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছি।

রাজার আদেশে প্রহরীরা উজির এবং কাঁচনির্মাতাকে সপরিবারে হাতকড়া লাগিয়ে খোলা মাঠে নিয়ে গেল।

সভাসদবর্গ, রাজা ও রানী সহ হাজার হাজার লোক এ দৃশ্য দেখার জন্য সমবেত হলো। কাঁচনির্মাতা, তার সন্তান-সন্ততি এবং উজিরের গলায় ফাঁসির শিকল পরিয়ে দেয়ার পূর্বমুহূর্তে একজন কৃষ্ণকায় লোক ছুটে এসে

www.pathagar.com

দু'হাত উর্ধে তুলে চীৎকার করে বলল, রাখো, রাখো, ওরা সবাই নির্দোষ।

এই লোকটি ছিলেন সেই দরবেশ। তার চেহারায় অত্যুজ্জল আভা বিরাজ করছে। তিনি রাজার সামনে হাজির হয়ে বললেন, নির্বোধ! ওদের প্রতি ভাল করে তাকিয়ে দেখুন তো ওদেরকে অপরাধী মনে হয় কিনা ?

রাজা ভীত কন্ঠে জবাব দিলেন, নাতো।

দরবেশ বললেন, কাঁচনির্মাতা সেই দুটি চশমা আমার কাছ থেকে নিয়েছিল। প্রথম চশমা চোখে দিলে সবকিছু রঙিন দেখায়, দ্বিতীয় চশমায় সবকিছুর সত্যিকার চেহারা ধরা পড়ে। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি, কেউ সত্যিকার চেহারা দেখতে চায় না। সত্যিকার চেহারা তাদের কাছে অসহ্য। নিন, রঙিন চশমা আমার নিকট থেকে রেখে দিন, ঐ চশমা আমাকে ফিরিয়ে দিন। এই নিরপরাধ লোকদের ক্ষমা করে দিন।

রাজা সত্যিকার চেহারা দৃষ্ট হওয়া চশমা ফেরত দিয়ে রঙিন চশমা দরবেশের কাছ থেকে নিয়ে নিলেন।

ভারতের ভবিষ্যত সম্পর্কে এ গ্রন্থে আমি যে ভবিষ্যদ্বানী করেছি, যে চিত্র এঁকেছি তার সব যে সত্য হবে এটা আমি দাবী করি না। চল্লিশ কোটি মানুষের শান্তিপূর্ণ সমুদ্রে হালকা কোন ঢেউ বড় রকমের ঝড়ের পূর্বাভাসরূপে প্রমাণিত হবে---এমনও হতে পারে। হয়তো দেখব সেই ঝড়ের পর বড় বড় বৃক্ষরাজি সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। সে সব গাছের ছায়ায় ছোট ছোট চারা গাছের অবস্থান ছিল অসম্ভব। তারপর এই মাটিতে নতুন চারাগাছ নিরাপদে বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা নিশ্চিত হবে। পুরনো কালের অট্টালিকা নবতর নির্মাতাদের আহ্বান জানাচ্ছে। এটমের এই যুগে যারা চল্লিশ কোটি মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির সব পথ রোধ করে দাঁড়াতে চায়, যাদের গতি প্রস্তর যুগের দিকে, সেসব চিন্তাবিদের নেতৃত্বের সময় শেষ হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উপর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর মাহাত্ম-যাদুর প্রভাব রয়েছে। বর্ণহিন্দুরা বিংশ শতাব্দীর এই সময়ে মনুজীর এই নতুন সংস্করণকে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য সিদ্ধির উত্তম মাধ্যম মনে করে অন্ধ ভাবে তাঁকে অনুসরণ করছে। আজ আমরা সুচক্ষে দেখছি যে, খোদাকে অস্বীকারকারীরা

www.pathagar.com

অস্তিত্ব কংগ্রেসের প্রথম সারিতে রয়েছে ; কিন্তু গান্ধীর মাহাত্ম্য অস্বীকারকারীর ঠাঁই কংগ্রেসের শেষ সারিতেও নেই। এটা না-ইবা হবে কেন। বর্ণহিন্দুদের সাথে গান্ধীজীর সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।

বিশ শতকে অচ্ছুতদের জাগরণ হিন্দু সমাজের আর্য নন্দনদের জন্য মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু গান্ধীজী তাদের জন্য কয়েকটি মন্দিরের দরজা খুলে দিয়েছেন, তাদের কয়েকটি কূপ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। উঁচু এবং নীচু জাতের মধ্যে কয়েকটি বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন।

অচ্ছুতদের কয়েকজন দূরদর্শী নেতা এতে সন্তুষ্ট হননি। মহাত্মা গান্ধীর মরণব্রতের হুমকি তখন তাদের জন্য এটমবোম প্রমাণিত হয়েছে। আজ গান্ধীজী তার ভক্তদেরকে নিঃশঙ্কচিত্তে বলতে পারেন যে, অচ্ছুতদের কাছে থেকে মনুজী যা কিছু কেড়ে নিয়েছিলেন তাঁকে রুষ্ট না করেই আমি অচ্ছুতদের তা ফিরিয়ে দিয়েছি। মনুজী তাদের জোরপূর্বক অচ্ছুতে পরিণত করেছিলেন, কিন্তু আমি তাদের সাথে গলাগলি করে সান্তনা দিয়েছি।

গান্ধী ভক্তদের সবচে বড় উদ্বেগের কারণ মুসলমানরা।

ওয়ার্ধার রাজনীতি মুসলমানদেরকে মৃত্যুর আগে অচ্ছুতে পরিণত করা প্রয়োজন মনে করতো। কিন্তু মুসলমানরা মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্যের জন্য নিজেদের জাতীয় চেতনাকে কোরবাণী দিতে এবং হিন্দু সমাজের ঘৃনিত অংশে পরিণত হতে প্রস্তুত ছিল না। তারা চেয়েছে পাকিস্তান। কংগ্রেস যদি তার সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য প্রকাশের জন্য এতোটা অস্থির হয়ে না উঠতো তাহলে পাকিস্তানের মনজিল এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে লুকিয়ে থাকতো। কিন্তু এখন মুসলমানদের রাজনীতি একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অধ্যায় অতিক্রম করে এসেছে। ওয়ার্ধার রাজনীতি পাকিস্তানের মনজিলের পথে কয়েকটি কাঁটা বিছিয়ে দিতে পারে, ডিঙ্গানো যাবেনা এমন কোন দেয়াল তুলে দিতে পারবে না।

মোদ্দা কথা, মহাত্মা গান্ধী সমগ্র ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে স্বপ্ন দেখেছেন সেটা পাকিস্তান ছাড়া বাকি ভারতে বাস্তবায়িত হবে। ভারতের বাকি অংশ বলতে আমি সেই 'পবিত্র পৃথিবী' বোঝাতে চাচ্ছি, ওয়ার্ধা হবে যার রাজনীতির আত্মিক কেন্দ্র।

www.pathagar.com

মুসলমানদের হিন্দু সাম্রাজ্যের দাসে পরিণত করার ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর ব্যর্থতা তাঁর মাহাত্ম্যকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি---গান্ধীজী বর্তমানে এমন স্থানে পৌঁছে গেছেন। ভারত বিভক্তির পরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত হিন্দু ভারতে কোন দেশভক্ত গান্ধীজীর আত্মিক শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলতে সাহস করবে না। কংগ্রেসী দেশভক্তরা সাফল্যের উচ্চ শিখর থেকে অবতরণের সময়ে প্রস্তর যুগের মানুষদের অন্ধকার গহ্বর থেকে সভ্যতার আলোতে উত্তরণের বিলম্বিত প্রহর অতিক্রম না করা পর্যন্ত মহাত্মার মাহাত্ম্য প্রভাব থেকে মুক্তি পাবে না। তবে অতো সময় নাও লাগতে পারে। কারণ প্রস্তর যুগের মানুষরা তাদের যাত্রার বেশীর ভাগ সময় কন্টকাকীর্ণ দুর্গম পথে অতিক্রম করেছে। পক্ষান্তরে গান্ধীভক্তরা উড়োজাহাজে চড়ে এক শতাব্দীর মধ্যেই সে স্থান থেকে ফিরে আসতে সক্ষম হবে।

ভারতের ভবিষ্যত সম্পর্কে গান্ধীজী একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমি সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছি। ওয়ার্ধার স্মৃতিকের হৃদয়ে আধুনিক ভারতের একটা নকশা রয়েছে ,আমি তাতে কিছু রঙের প্রলেপ দিয়েছি। যাঁরা গান্ধীজীর স্বপ্নকে পছন্দ করেন না, আমার এ ব্যাখ্যাও তাদের পছন্দ হবেনা। কিন্তু গান্ধীজীর স্বপ্নের প্রতি যাদের বিরূপ কোন মন্তব্য নেই, আমার ব্যাখ্যায় তাদের পিছ পা হওয়া ঠিক হবে না। গান্ধীজীর পৃথিবীতে সব কিছুকে রঙিন দেখার চশমা আঁটা রয়েছে যাদের চোখে, আমার কাছে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। যাঁরা সত্যিকার অবস্থা, সত্যিকার রূপ দেখতে রাজী, এ গ্রন্থ তাদেরই জন্য।

যাঁরা আমার 'দাস্তানে মুজাহিদ, 'ইনসান আওর দেবতা, এবং 'মোহাম্মদ বিন কাসিম' পড়েছেন তারা সম্ভবত এ বই পড়ে হতাশ হবেন। তারা ভাববেন, সপূর্ণ উদ্দেশ্যহীন ভাবে এ বই লেখা হয়েছে।

গত শীতে আমি মোহাম্মদ মুরাদ খান জামালী এবং ফজল মোহাম্মদ খান জামালীর কাছে কয়েকদিন অবস্থান করেছি। একদিন বিকেলে তাদের বাড়ীতে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব সমবেত হলেন। কথায় কথায় গান্ধীজীর জীবন দর্শন এবং রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে আলোচনা হলো। সে আলোচনায় আমি যা বলেছিলাম এ বইয়ে সেটাই ব্যক্ত করা হয়েছে। আমি চতুর্থ উপন্যাস লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম কিন্তু মুরাদ এবং ফজলের কথায় এ বই লিখতে বসে গেলাম। প্রায় দেড় সপ্তাহে পাণ্ডুলিপি তৈরী

www.pathagar.com

হলো। তার পর দেখা গেল পাণ্ডুলিপিটি আমার টেবিল থেকে উধাও হয়ে গেছে। প্রায় ছয়মাস পাণ্ডুলিপিটি আমার বন্ধু-বান্ধব এবং তাদের বন্ধুদের হাতবদল হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি আমার কাছে ফিরে এলে তার অবস্থা দেখে মনে হলো গান্ধীজী এই অবস্থায় কলপ ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ করতেন।

নাসিম হিজাজী

কোয়েটা, আগস্ট, ১৯৪৬।

www.pathagar.com

একশ বছর পরের কথা

এটম বোমা অবিষ্কারের পর প্রায় একশ বছর কেটে গেছে। মানব সমাজের এক বিরাট অংশ পৃথিবী ছেড়ে মারিখে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে। এই নতুন পৃথিবীতে পাশ্চাত্যের লোকেরা প্রথমে পদার্পণ করেছে। সেখানে প্রাচ্যদেশীয়, বিশেষত ভারতীয় অধিবাসীদের বসতি স্থাপনের ব্যাপারে তারা নানা প্রতিকূলতার সৃষ্টি করেছে। ফলে খুব কমসংখ্যক ভারতীয়ই মারিখে গেঁছুতে সক্ষম হয়েছে।

এই পৃথিবী থেকে মারিখে যাওয়ার পাসপোর্ট প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত কমিটির যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন তার পূর্বপুরুষরা এক সময় পশ্চিম অফ্রিকায় গুরুত্পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি তাই তার ঘৃণাবোধ ছিল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। একজন ডাক্তার হওয়ার সুবাদে তিনি ঘোষণা করেন, মারিখের আবহাওয়া প্রাচ্যদেশীয় লোকদের সহ্য হবেনা। এই ঘোষণা সত্ত্বেও ভারত এবং অন্যান্য এশীয় দেশের বেশকিছু লোক মারিখ যেতে মরিয়া হয়ে ওঠে। তাই চেয়ারম্যান শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। ফলে প্রাচ্যদেশীয় খুব কম লোকই পাসপোর্ট পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়।

এসব কারণে ভারতের স্বল্প সংখ্যক লোক মারিখে বসতি স্থাপনে সক্ষম হয়। মারিখে জনবসতি স্থাপনের কয়েক বছর পর সেখানকার কেন্দ্রীয় বেতার কেন্দ্র থেকে কয়েকটি কথিকা প্রচার করা হয়। কয়েকমাস যাবত প্রচারিত এসব কথিকার মূল বিষয়বস্তু ছিল "বিগত শতাব্দীতে মাটির পৃথিবীতে আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনের চমকপ্রদ অধ্যায়।"

ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেন যে, মারিখে বসতি স্থাপনকারীরা প্রত্যেকেই তাদের প্রতি উপহাস করছে। মারিখে বসতি স্থাপনকারী রুশীয়রা পৃথিবীর রুশীয়দের প্রতি, মার্কিনীরা মার্কি-

www.pathagar.com

নীদের প্রতি, চীনারা চীনাদের প্রতি বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করছে। সব কথিকার লেখকের লেখাতেই বিদ্রুপের সুর ফুটে উঠছে। ভূপৃষ্ঠের সকল সংবাদপত্র সম্মিলিত মত প্রকাশ করে যে, মারিখের আবহাওয়াই সেখানে বসতিস্থাপনকারীদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য দায়ী। মারিখ বেতার কেন্দ্র থেকে যেসব কথিকা প্রচার করা হয় তার মধ্যে ভারতীয় লেখকের কথিকাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় কথক বেতার কেন্দ্র থেকে কয়েকটি কথিকা প্রচার করেন। তাঁর কথিকা পাঠ শেষ হলে বেতার কেন্দ্রের পরিচালক ঘোষণা করেন ঃ "বিগত শতাব্দীতে মাটির পৃথিবীতে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের জীবনের চমকপ্রদ অধ্যায়"—শিরোনামে যেসব কথিকা আমরা প্রচার করেছি তার মধ্যে ভারতীয় কথকের কথিকাই বিদগ্ধ বিচারকদের কাছে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে। এ জন্য তাঁকে প্রথম পুরস্কার দান করা যাচ্ছে।

এ ঘোষণা শোনার পর পৃথিবীর অধিবাসী ভারতীয়দের বিস্ময়ের সীমা রইলনা।

সেই দীর্ঘ এবং হৃদয়গ্রাহী কথিকাগুলো নিম্নরূপ ঃ

যখন থেকে শুরু

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটির গোপন অধিবেশন শেষে সভাপতি কুলজুগ খান ঘোষণা করেন ঃ গত দশ বছরে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবী থেকে বিচ্যুত হয়নি। আমরা তবুও এটা মানতে প্রস্তুত নই যে, মুসলিম লীগ মুসলমানদের একক রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বমূলক দল। সাম্প্রতিক নির্বাচনদৃষ্টে আমরা দাবী করতে পারি যে, সব মুসলমানের না হোক বুদ্ধিবিবেক সম্পন্ন মুসলমানদের শতকরা দুই ভাগের সমর্থন নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি রয়েছে। আর একথা সবাই জানে যে, দশ কোটি মুসলমানের মধ্যে বুদ্ধিবিবেক সম্পন্ন মুসলমানের সংখ্যা মাত্র এক

www.pathagar.com

লাখ। শতকরা সেই দুই ভাগ মুসলমানের মতামতকে তাদের জ্ঞান-গরিমা এবং প্রজ্ঞার আলোকে বিচার করে আমরা দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি যে, তাদের মতামতের মোকাবিলায় বাকি ৯৮ ভাগ মুসলমানের মতামতের কোন মূল্য নেই।

কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটি কয়েক দিনের চিন্তা-ভাবনা এবং পর্যালোচনার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, হিন্দু ভাইদের প্রতি মুসলমানদের ভ্রান্ত ধারণার কারণেই পাকিস্তানের দাবী উত্থাপিত হয়েছে। মুসলমান নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের দাবীর হুমকি দিয়ে মুসলিম সংখ্যালঘুদের জন্য নিরাপত্তাবিধি প্রণয়ন ও ঘোষণায় কংগ্রেসকে বাধ্য করতে চাইছেন। কিন্তু তারা ভেবে দেখছেন না যে, গণতান্ত্রিক সরকারের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা এবং বিশ্বাস নিরাপত্তাবিধির চেয়ে অধিক কল্যাণকর। তাছাড়া কংগ্রেসে প্রজ্ঞাবান মুসলিম নেতাদের একটা অংশ থাকা অবস্থায় নিরাপত্তা বিধি ঘোষণার প্রয়োজনই বা কি? তবুও আমি আমার মুসলমান ভাইদের সন্দেহ দূর করতে কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটির সামনে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করেছিলাম। অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, প্রস্তাবগুলো কোন প্রকার রদবদল ছাড়াই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। কংগ্রেস হাইকমাণ্ড লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে প্রেরিত চিঠিতে এ সব নিরাপত্তাবিধি বিবেচনা করে দেখার আবেদন জানিয়েছে। লীগ হাইকমাণ্ড রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দানে সক্ষম হলে পাকিস্তান দাবীর কলহ আর থাকে না এবং আমাদের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মওলানা ইবনুল ওয়াকত প্রণীত খসড়া শাসনতন্ত্রও কার্যকরী করা যায়। নিম্নলিখিত নিরাপত্তাবিধি ঘোষণার পর নিখিল ভারত কংগ্রেস মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে এ আশা করে যে তাঁরা কংগ্রেসের মত ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে আমাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। নিরাপত্তাবিধির সাথে সাথে মুসলমানদের শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা লক্ষ্য করে কংগ্রেস তাদের কয়েকটি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথাও ঘোষণা করছে ঃ

www.pathagar.com

নিরাপত্তাবিধি

(১) কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না।

(২) মুসলমানদেরকে কোন বিশেষ ধরনের পোষাক পরিধানে বাধ্য করা হবে না। মুসলমান সরকারী কর্মচারীরা ধুতি পরতে চাইলে সরকার তাদেরকে শতকরা ২৫ ভাগ কমমূল্যে ধুতি সরবরাহ করবে এবং ধোলাইয়ের মূল্যও পরিশোধ করবে। প্রত্যেক সরকারী কর্মচারীকে বিনামূল্যে গান্ধীটুপি সরবরাহ করা হবে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত প্রদেশ সমূহে সরকারী কর্মচারীরা ইচ্ছা করলে টুপির রং সবুজ করে নিতে পারবেন।

(৩) সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে জাতীয় সঙ্গীত হবে 'বন্দে মাতরম'। কিন্তু যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্ররা সংখ্যাগরিষ্ঠ সে সব প্রতিষ্ঠানে বন্দে মাতরমের আরবী অনুবাদ প্রবর্তন করা হবে।

(৪) মুসলমানদের দাড়ি রাখার ব্যাপারে কোন বিধি নিষেধ আরোপ করা হবেনা, কিন্তু কেউ দেখলে প্রভাবিত হয় এরকম গোঁফ রাখা চলবে না।

(৫) মুসলমানদেরকে গোশত খাওয়ার ব্যাপারে অনুমতি দেয়া হবে।

(৬) মুসলমানরা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, রসম, রেওয়াজ পালনে স্বাধীনতা ভোগ করবে। (কিন্তু ৫ ও ৬ নং বিধির বিরুদ্ধে যদি কমপক্ষে ১৮ জন স্বাধীন চিন্তার অধিকারী মুসলমান ফতোয়া দেয় তবে তা বাতিল করা যাবে)।

(৭) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সমূহে ভারতের যে ভাষাকে উর্দু বলা হয় সেই ভাষা বলা ও লেখার ব্যাপারে মুসলমানদের স্বাধীনতা থাকবে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যেহেতু সেই ভাষাকে দেবনাগরী বর্ণমালায় লিখে থাকে সে জন্য মুসলিম জনগণের অধিকার সংরক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রতি চার লাইনের মধ্যে এক লাইনে তাদের ফার্সী বর্ণমালায় লেখার অনুমতি থাকবে। বাকি তিন লাইন দেবনাগরী লিখতে হবে। তবে একটি গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে একত্রে শতকরা ২৫ ভাগ ফার্সী ভাষার বর্ণমালায় লেখা যাবে।

www.pathagar.com

বিশেষ সুযোগ-সুবিধা

(১) হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের অধিকার সমূহের শতকরা ২ভাগ সেসব মুসলমানের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে যারা জীব-রক্ষার এবং গোশত না খাওয়ার অঙ্গীকার করবে।

(২) অহিংসা পরম ধর্ম এই মতবাদ প্রচারের জন্য সরকারী ব্যয়ে যে সব সংস্থা খোলা হবে, সে সব সংস্থার শতকরা ৯৯ ভাগ চাকুরী মুসলমানদের দেয়া হবে।

(৩) স্কুলে সুরেলা কণ্ঠে যেসব মুসলমান ছেলে বন্দে মাতরম আবৃত্তি করবে তাদেরকে সরকারী বৃত্তি দেয়া হবে।

(৪) হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের অধিকারসমূহের শতকরা ৩ ভাগ সে সব মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে বরাদ্দ থাকবে যাদের নাম নির্ভেজাল বিদেশী না হয়ে অর্ধেক দেশী এবং অর্ধেক বিদেশী হবে। যেমন ইউসুফ গোপাল, হারুন চন্দ্র প্রভৃতি। তবে এই অধিকারের ক্ষেত্রেও যে সব মুসলমানের নামের প্রধান অংশ সুদেশী তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যেমন দাউদ পৃথ্বিরাজ, মুসা রামপূর্ণচন্দ্র প্রভৃতি।

(৫) ন্যাশনাল ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রীতে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ চাকুরী মুসলমানদের প্রদান করা হবে।

(৬) গৃহ পালানো বা স্কুল পালানো মুসলমান ছেলেদের বিনাটিকেটে ট্রেন ভ্রমণের সুবিধা দেয়া হবে।

এ সব বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং নিরাপত্তাবিধি ঘোষণার একমাস পর মুসলিম লীগ হাই কমাণ্ড থেকে ঘোষণা করা হয় যে, কংগ্রেস হাই কমাণ্ড তাদের ঘোষিত নিরাপত্তাবিধি এবং বিশেষ সুযোগ-সুবিধায় আত্মসম্মান জ্ঞান সম্পন্ন মুসলমানদের প্রতি নিদারুণ রসিকতা করেছে। মুসলমানরা পাকিস্তান ছাড়া আর কিছু চায় না।

মুসলিম লীগের এ ঘোষণার পর ওয়ার্ধায় মুসলিম লীগ কার্যনির্বাহী কমিটির এক অধিবেশন আহ্বান করা হয়। অধিবেশনের তৃতীয় দিনে ভারতের সব সংবাদপত্র কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য শেঠ দৌলত রামের বক্তৃতা প্রকাশিত হয়। বক্তৃতাটি নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

"দশ বছর আগে কুলজুগ খান আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে তিনি মুসলমানদের সৎপথে আনতে সক্ষম হবেন। এ উদ্দেশ্য অর্জনে আমরা তাঁকে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য সহযোগিতা করেছি। কংগ্রেসকে আমরা যে কোটি কোটি টাকা দিয়েছি, সভাপতির ইচ্ছানুযায়ী সেই টাকা মুসলমানদের কংগ্রেসে আনয়নের কাজে ব্যয় করা হয়েছে। মুসলিম লীগ ছাড়া মুসলমানদের অন্য যে সব রাজনৈতিক দল রয়েছে সেসব দলকে শক্তিশালী করার কাজেও এ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অথচ সে সব দলের কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব বর্তমানে নেই। সাধারণ মুসলমানরা মুসলিম লীগ ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দলের নামও শুনতে রাজী নয়। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, বিগত মহাযুদ্ধে আমরা যে সব অর্থ উপার্জন করেছি তার প্রায় সবই মুসলমানদের কংগ্রেসভুক্ত করার চেষ্টায় ব্যয় হয়েছে। সাফল্যের কোন আশা থাকলে আমরা আরো ব্যয় করতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু বালিতে পানি ঢালা সম্পূর্ণ নিরর্থক। সভাপতি কুলজুগ খান আমাদেরকে ভ্রান্ত ধারণার মুখে ঠেলে দিয়েছেন। মুসলিম লীগ ছাড়া অন্যসব মুসলিম রাজনৈতিক দলের নেতাদের সম্পর্কে তিনি আমাদের বুঝিয়েছেন যে, তাদের আর্থিক অনটন না থাকলে তারা মুসলিম লীগকে কুপোকাৎ করতে পারবে। সভাপতির পরামর্শে আমরা সেসব ভুঁইফোড় নেতার আর্থিক অনটন মিটিয়েছি। শুধু কি তাই? আমরা তাদের সবরকম চাহিদাই পূরণ করেছি। তারা ছিল অপরিচিত। আমরা সমগ্র প্রচার মাধ্যম তাদের পরিচিতির কাজে ব্যবহার করেছি। তাদের মধ্যে এমনও অনেক ছিলেন যাদের ঘরে একটা আয়না পর্যন্ত ছিল না। আমরা তাদের রঙ বেরঙের ছবি প্রকাশ করেছি। এমনও অনেকে ছিলেন যারা জীবনে রেলগাড়ীতে চড়েছেন কিনা সন্দেহ। আমরা তাদের উড়োজাহাজে সফর করিয়েছি। অনেক দলের সদস্য সংখ্যা ছিল আঙ্গুলে গণার মতো, কিন্তু আমরা দিনরাত প্রচার করেছি যে, তাদের লক্ষ লক্ষ সদস্য রয়েছে। এতো সব মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডার কি ফল হয়েছে? অত্যন্ত দুঃখের সাথে আজ বলতে হচ্ছে যে, অখণ্ড ভারতের সপক্ষে আমরা শতকরা একভাগ মুসলমানের সমর্থনও পাব না। মুসলমানরা অত্যন্ত

www.pathagar.com

সুসংগঠিত হয়ে উঠেছে। আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতের সমস্যা দ্বিজাতিতত্ত্বের সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান আজ হোক বা দশ বছর পরে হোক হতেই হবে। হিন্দু মুসলমান এক ও অভিন্ন। উভয় জাতিকে একই আদর্শের প্রবক্তা হতে হবে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, বিগত বছরগুলোতে আমাদের মুসলমান সভাপতি এবং তাঁর মুসলমান সহযোগীরা হিন্দু-মুসলিম সমঝোতার পথে দুঃখজনক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন। মুসলিম জাগরণ সম্পর্কে তাঁর ধারনা ছিল ভুল। এই ভুল ধারনার কারনেই হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্য প্রচেষ্টা বিঘ্নিত হয়েছে। তবে আমি স্বীকার করছি যে, সভাপতি একজন প্রজ্ঞাবান পুরুষ, মুসলমানদের জন্য নিরাপত্তাবিধি এবং সুযোগ-সুবিধার যে ঘোষণা তিনি দিয়েছেন তাতে কংগ্রেসের আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা কংগ্রেসী মুসলমানদের সব কথাকে সন্দেহের চোখে দেখছে। এর প্রতিকার কি? একজন হিন্দু সভাপতি এ ঘোষণা দিলে মুসলমানরা হয়তো তার প্রতি মনযোগী হতো।

এ অবস্থায় আমি এখন কংগ্রেসের কাছে নীতি পরিবর্তন করে মুসলমানদের সম্মতি আদায়ের চেষ্টা করার আবেদন জানাচ্ছি। অন্যথায় উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রতিটি মুসলমান আমাদের বিরুদ্ধে এক একজন মাহমুদ গজনভীরূপে দণ্ডায়মান হবে। মুসলমানরা পাকিস্তান ছাড়া অন্য কিছুতে আপোষ করতে প্রস্তুত না হলেও তাদের সাথে আমাদের সন্ধি করা দরকার। কারণ মুসলমানরা আমাদের সাথে যে সন্ধিস্থাপন করবে সে সন্ধি মেনে নিতে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তারা বাধ্য থাকবে। অন্যথা আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, যেসব মুসলমান এখন ভয়ে গুটিসুটি হয়ে আছে, তারাই একদিন বাতাসে উড়তে শুরু করবে। তখন আমরা পাকিস্তান দিয়েও তাদের নিবৃত্ত করতে পারব না। এ জন্য মুসলমানদের সাথে নতুন করে সন্ধি স্থাপনের জন্য আমি কংগ্রেসের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি। এ কারণে শতকরা ৯৯ জন লোকের প্রতিনিধি হিসেবে কংগ্রেসের একজন হিন্দু সভাপতি নির্বাচন প্রয়োজন।

সভাপতি কুলজুগ খানকে এক বছরের স্থলে আমরা কয়েক বছর কংগ্রেস সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকার সুযোগ দিয়েছি। আমি

www.pathagar.com

অত্যন্ত সম্ভ্রম এবং বিনয়ের সাথে তাঁর কাছে পদত্যাগের আবেদন জানাচ্ছি। তিনি মঞ্চে আসীন থেকে মুসলমানদের সন্দিগ্ধ করার চেয়ে আমাদেরকে নেপথ্য থেকে পরামর্শ দিয়ে বাধিত করুন।"

এই বক্তৃতার তিনদিন পর সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হলো, সভাপতি কুলজুগ খান পদত্যাগ করেছেন। তার মাত্র বিশদিন পর শ্রী হীরালাল মহাশয় কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হন। এক মাস পর জানা যায় যে, সাবেক কংগ্রেস সভাপতি কুলজুগ খান নির্জনে বসে "ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে আমাদের ভূমিকা" শীর্ষক একখানি গ্রন্থ রচনা করছেন।

ঝাণ্ডা উঁচা রহেগা

ভারতবর্ষে দুটি আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে যে সব ঘটনা ঘটেছে তার উল্লেখ করা অপ্রয়োজনয়ী বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। সেসব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা পরিষদকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। পরিষদ তিনজন বিশিষ্ট জজ সমন্বয়ে একটি ট্রাইব্যুনাল গঠণ করে ভারতে পাঠান। তাদের আগমনের আগেই মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস প্রতিনিধিরা পানিপথে ভারতের ভাগ্যনির্ধারণ করেন। তাঁরা "পানিপথের সন্ধি" নামে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

সন্ধির সময় একজন চীনা পর্যটক পানিপথে উপস্থিত ছিলেন। সন্ধি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরের পর কংগ্রেস সভাপতি মুসলিম লীগ সভাপতিকে নিজের কলম উপহার দিয়ে বলেন, আপনি আপনার কলমটা আমাকে দিন। ছোট ভাইর এ নিদর্শন আমরণ আমি সাথে রাখব। লীগ সভাপতি মৃদু হেসে নিজের কলম এগিয়ে দেন। কংগ্রেস সভাপতি লীগ সভাপতিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, আপনার পাকিস্তান মোবারক হোক। ছোট ভাইয়ের বিচ্ছেদ আমার জন্য অবর্ণনীয় দুঃখের কারণ হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

বাইরে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান আনন্দ ধ্বনি দিচ্ছিল। তারাও গলা-গলি কোলাকুলি করছিল। এমনি আনন্দঘন মুহূর্তে একটি অপ্রীতিকর অথচ চমকপ্রদ ঘটনা ঘটলো। কংগ্রেস সভাপতি ও মুসলিম লীগ সভাপতি পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় জনগণ দাবী করলো, তাঁদের উভয়কে নিজ নিজ দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে। কংগ্রেস সভাপতি লীগ সভাপতিকে বললেন, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমি পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করছি আপনি ভারতের পতাকা উত্তোলন করুন। এ পতাকা উত্তোলন ইতিহাসে স্মরনীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। লীগ সভাপতি সানন্দে প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন।

প্রতীক্ষিত জনতাকে মাইকে এ খবর জানানো হলে তারা উল্লাসে ফেটে পড়লো। কিন্তু পতাকা উত্তোলনের পর কিছু সংখ্যক কংগ্রেস কর্মী অনুযোগ করলেন যে, ভারতীয় পতাকার উচ্চতা পাকিস্তানী পতাকার উচ্চতার চেয়ে কয়েক ইঞ্চি কম। খদ্দর পরিহিত একজন যুবক ছুটে এসে ভারতীয় পতাকা উর্ধে তুলে ধরল। ভারতীয় পতাকা তখন পাকিস্তানী পতাকার চেয়ে দু'তিন ফুট উঁচুতে শোভা পাচ্ছিল। মুসলমানরা এতে ক্ষেপে উঠলো একজন ক্রুদ্ধ মুসলমান সামনে এগিয়ে দুহাতে পাকিস্তানী পতাকা উর্ধে তুলে ধরলো। কংগ্রেস সমর্থকরা হৈ চৈ শুরু করলো। একজন কংগ্রেস কর্মী একটা বেঞ্চ এনে পতাকা নিয়ে তার উপরে দাঁড়াল। আমি এটাকে একটা রসিকতা মনে করছিলাম। কিন্তু পরমুহূর্তে বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করলাম, একজন লীগ কর্মী ছুটি এসে পাকিস্তানী পতাকা বাহীর পায়ের নীচে মাথা দিয়ে তাকে কাঁধের উপর তুলে নিল। লীগের পতাকা আবার উর্ধে শোভা পেতে লাগল। কিন্তু একজন কংগ্রেস কর্মী এগিয়ে যেয়ে বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে কংগ্রেস পতাকাবাহীকে কাঁধে তুলে নিল। প্রতিযোগিতায় কংগ্রেসের অবধারিত জয় আমি ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু একজন বিশাল বপু পাঠান এগিয়ে এসে লীগের দুজন স্বেচ্ছা সেবককেই নিজের কাঁধে তুলে নিলো। মুসলমানরা বিপুল উৎসাহে শ্লোগান দিচ্ছিল, 'পাকিস্তানকা ঝাণ্ডা উঁচা রহেগা।' এবার কংগ্রেস কর্মীদের পালা। তারা তৃতীয় একজন স্বেচ্ছা সেবককে পাঠাল। সে ব্যক্তি এগিয়ে এসে পতাকা বাহী দুজনকে কাঁধে তুলে নিয়ে বেঞ্চের উপরে উঠতে চেষ্টা করছিল এমন সময় বেঞ্চ ভেঙ্গে গেল।

www.pathagar.com

মুসলমানদের তখন উল্লাসের শেষ নেই। চারিদিকে হাসির রোল উঠলো। কিন্তু অবাঞ্ছিত কোন ঘটনা ঘটলো না।

পরদিন আমি দিল্লী পৌঁছলাম। শহর ছিল উৎসব মুখর। হিন্দুরা মুসলমানদের, মুসলমানরা হিন্দুদের নিমন্ত্রণ করছিল। মুসলমানরা শহরের সবচে উঁচু স্তম্ভ কুতুব মিনারে পতাকা উত্তোলন করেছে, এতে হিন্দুরা অসন্তোষ প্রকাশ করছিল। হিন্দু যুবকরা বলাবলি করছিল যে, তারাও সে মিনারে পতাকা উত্তোলন করবে। অনেক আলাপ-আলোচনার পর কয়েকজন দায়িত্বশীল হিন্দু এবং মুসলমান নেতা আমাকে শালিস মানলেন। আমি বিবাদ এড়ানোর জন্য উভয় দলের পতাকা সমান উঁচুতে উত্তোলন করলাম। সৌভাগ্যবশত পরদিন হিন্দু ও মুসলমানদের সংবাদ পত্রগুলোতে আমার দূরদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করা হলো।

এ ঘটনার তিন দিন পর সংবাদপত্রে মহাবীর দলের অধিনায়কের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হলো। তাতে তিনি দাবি করেন যে, সেদিন ঘটনা-ক্রমে বেঞ্চি না ভাঙ্গলে হিন্দুদের পতাকা কমপক্ষে দু'ফুট উঁচুতে শোভা পেতো। এ খবর প্রকাশের পরদিনই লাহোরের সাংবাদপত্রে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড স-এর অধিনায়কের বিবৃতিতে বলা হয়, সেদিন বেঞ্চি না ভাঙ্গলে আমরা আরো একজন লোক এমন পাঠাতে পারতাম যে তিনজন স্বেচ্ছাসেবককেই কাঁধে তুলে নিতে সক্ষম হতো। এর জবাবে মহাবীর দলের অধিনায়ক বললেন, আমরা আমাদের পতাকা ভারতের সর্বোচ্চ স্থানে উত্তোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না, যে এই সর্বোচ্চ স্থান কি হতে পারে। তিন চার দিন পর জানা গেল লাহোর থেকে পঞ্চাশ জন মুসলমানের একটা দল হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়া মাউন্ট এভারেস্টে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলনের জন্য রওয়ানা হয়ে গেছে। পরদিন শুনলাম পাকিস্তনী দলের যাত্রার খবর শোনার পরই ষাট সদস্য বিশিষ্ট একটি হিন্দু যুব প্রতিনিধি দল উড়ো জাহাজে চড়ে হিমালয়ের পাদদেশে গিয়ে পৌঁছেছে। তারা পর্বতা-রোহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এবার প্রশ্ন উঠলো, উভয় দলই মাউন্ট এভারেস্টে পৌঁছুতে পারলে কে জিতেছে এটা সিদ্ধান্ত হবে কি করে? কয়েক দিন বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত হলো, যে আগে পৌঁছুবে তাকেই জয়ী বলে ঘোষণা করা হবে। পরে উভয় দল যৌথভাবে মত প্রকাশ করলো যে, একজন ইংরেজ, একজন

www.pathagar.com

আমেরিকান এবং একজন রুশীয় বৈমানিককে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হবে, তাদের রায়ই হবে চূড়ান্ত।

এই তিনজন বৈমানিক প্রতিদিন উড়োজাহাজে করে হিমালয়ে যেতেন এবং উভয় দলের তৎপরতা সম্পর্কে খবর দিতেন।

কয়েকদিন পর বৈমানিকত্রয় জানালেন যে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে হিন্দু এবং মুসলিম প্রতিনিধি দলের কেউই মাউন্ট এভারেস্টে পৌঁছুতে সক্ষম হয় নি। তবে মুসলিম প্রতিনিধি দল মাউন্ট এভারেস্টের নীচের চূড়ায় তাদের পতাকা স্থাপন করে এসেছে।

এই অভিযানের প্রাক্কালে হিন্দু মুসলমান উভয় দলের জাতীয় সাংবাদ-পত্রে শতকরা ৮০ ভাগ জায়গা জুড়ে এভারেস্ট অভিযান সম্পর্কে খবর প্রকাশ পাচ্ছিল। অতিরঞ্জিত তথ্য দিয়ে উভয় দলই নিজ নিজ দলের সাফল্য প্রমাণের চেষ্টা করছিল।

একদিন একটি হিন্দু সংবাদপত্রের প্রধান শিরোনামে লেখা হলো, 'হিমালয়ের চূড়ায় ভারতীয় ব্যাঘ্র দল।' তার জবাবে পরদিন মুসলমানদের পত্রিকায় শিরোনাম দেয়া হলো, 'হিমালয়ের আকাশে পাকিস্তানের শাহীন।' তার পরদিন একটি হিন্দু সংবাদপত্রে শিরোনাম দেয়া হলো, আমাদের দেশ-ভক্তদের সামনে হিমালয় মাথা হেঁট করেছে।' তার জবাবে একটি মুসলিম সংবাদপত্রে লেখা হলো, 'হিমালয়ের প্রান্তর আল্লহু আকবর শ্লোগানে কেঁপে উঠেছে।'

মজার ব্যাপার হলো যে, পাকিস্তানী প্রতিনিধি দল নিজেদের অভিযানে অত্যধিক উৎফুল্ল হয় নি আবার ভারতীয় প্রতিনিধি দল হতাশ হয় নি। উভয় দলের অটল সিদ্ধান্ত হলো, তারা মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছুবেই।

পরবর্তী বছরের জন্য তারা এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিল। সিদ্ধান্ত হলো যে, উভয় দল একই স্থান থেকে একই সময়ে যাত্রা করবে।

অচ্ছুতদের ড্রাউন্তান দাবী

পানিপথে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে যে সময় সন্ধি স্থাপিত হচ্ছিল সে সময় মাদ্রাজের অচ্ছুত নেতারা ড্রাউন্তান গঠণের দাবীতে

www.pathagar.com

সোচ্চার হয়ে ওঠে। কংগ্রেস প্রথমে এই দাবীকে কিছু সংখ্যক দায়িত্বহীন অচ্ছুত নেতার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পানিপথ সন্ধির পাঁচ বছর পর ড্রাউন্তান আন্দোলন আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করে। এ সময় স্থানে স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধে যায়। নিরাপত্তা পরিষদ অচ্ছুত নেতাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনজন জজ সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনাল ভারতে পাঠাতে সম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু কংগ্রেসের সভাপতি ঘোষণা করেন ঃ "আমরা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করব। মুসলমানদের সাথেই যেখানে আমরা সন্ধি স্থাপনে সক্ষম, সেক্ষেত্রে আমাদের দেহের অচ্ছেদ্য অংশরূপ অচ্ছুত ভাইদেরকে সন্তুষ্ট করতে না পারার কোন কারণ নেই।"

কংগ্রেস সভাপতি আরো ঘোষণা করেন, "আমাদের অচ্ছুত ভাইয়েরা যদি ড্রাউন্তান দাবী প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে আমরা তাদের সব দাবী মেনে নিতে প্রস্তুত হব। ভারতের এক তৃতীয়াংশ পৃথক রাষ্ট্র গঠণের জন্য তাদের দিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। ভূমির মালিকানা ভগবানের, তা থেকে উপকার লাভের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির রয়েছে। ভারতের ভূমি অনুর্বর অবস্থায় পড়েছিল। আর্য জাতি নিজেদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সে ভূমিকে চাষ আবাদ যোগ্য করেছে। তারপর চার হাজার বছর ধরে তারা সে ভূমি ভোগ করে আসছে। এই সময়ের মধ্যে অচ্ছুতরা চাষাবাদের প্রতি কখনো মনযোগী হয় নি। কিন্তু সরকার তাদের হতাশ করতে চায় না। যদি তারা চাষাবাদ করতে চায় তাহলে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার জমি দানের চেষ্টা করবে। ভূগোল বিশারদদের ধারণা, দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র ক্রমে ক্রমে পিছিয়ে যাচ্ছে, সমুদ্রে নতুন চর জেগে উঠছে। এ জন্য সরকার ঘোষণা করছে, আগামী চার লক্ষ বছরে সমুদ্র যে সব জমি ছেড়ে দেবে সে সব জমির মালিকানা অচ্ছুতরা লাভ করবে।

তাছাড়া সরকার নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পেয়েছে যে, আগামী দশ বছরের মধ্যে মানুষ মারিখ পৌঁছুতে সক্ষম হবে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন, মারিখের চাষাবাদযোগ্য জমি জনসংখ্যানুপাতে সব দেশের মধ্যে বন্টন করা হবে। আমেরিকা যদি এ অঙ্গীকার রক্ষা করে তাহলে আমি ঘোষণা করছি যে, অচ্ছুতদের মারিখে মাথাপিছু পঞ্চাশ একর জমি প্রদান করা হবে এবং প্রথম তিন বছর তাদের কাছ

www.pathagar.com

থেকে খাজনা নেয়া হবে না।"

অচ্ছুতদের কয়েক জন নেতা মারিখে জমি পাওয়ার আশায় ড্রাউস্তান দাবী প্রত্যাহারে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ অচ্ছুত নেতারা মত প্রকাশ করলেন যে, মারিখে অচ্ছুতদের জমি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। যদি পাওয়ার আশা থাকেও তবু কংগ্রেস তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে না। রক্ষা করলেও তাদেরকে চাষাবাদের অযোগ্য অনুর্বর জমিই দেয়া হবে।

অচ্ছুতদের আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হচ্ছিল। কিন্তু ড্রাউস্তান দাবী মেনে নেয়ার ব্যাপারে কংগ্রেসের নমনীয়তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক মহাত্মা নির্জন বাস থেকে বেরিয়ে আসলেন। তিনি অচ্ছুত নেতাদেরকে তার সাথে সাক্ষাৎ করার আমন্ত্রণ জানালেন। মহাত্মা ছয় বছর আগে রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তিনি অচ্ছুত নেতাদের অনেক করে বোঝালেন ; কিন্তু তারা ড্রাউস্তান দাবী প্রত্যাহারে সম্মত হলো না। কংগ্রেস-মহাত্মা তখন অনশনব্রত শুরু করলেন।

বিশ দিন পর্যন্ত মহাত্মা নারঙ্গির রস ও বকরীর দুধ খেয়ে কাটান। পরের দিন ডাক্তাররা জানান যে, মহাত্মার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। অচ্ছুত নেতারা তখন শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করেন।

বকরী মাঁই কি জয়

(ভারতের রাজধানীর একটি বিরাট অট্টালিকার এক প্রশস্ত কামরা।)

কয়েকজন সাধু ব্যাঘ্রের চামড়ার উপর বসে আছেন। সামনে একটা টেবিল। কামরার সব দেয়ালে মহাত্মা গান্ধীর অসংখ্য ছবি। টেবিলের পেছনের দেয়ালে গান্ধীজীর বিরাটকায় একটা প্রতিকৃতি, সাথে একটা সুদর্শন বকরী দাঁড়িয়ে আছে। গান্ধীজীর এক হাতে বকরীটির রশি অন্য হাত বকরীর মাথার উপর।

হালকা শীর্ণকায় একটা লোক কামরায় প্রবেশ করলেন। তাঁর এক-হাতে পানি ভরা ঘটি, অন্যহাতে জপমালা। তাঁকে দেখে সবাই কর-

www.pathagar.com

জোড়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারা সমস্বরে বলে উঠলো, 'মহাগুরুর জয়।' মহাগুরু ঈষৎ উঁচু টেবিলে বসলেন। তাঁর ইঙ্গিতে একে একে সবাই বসে পড়লো।

মহাগুরু ঃ মিত্ররা, আমরা ম্লেচ্ছদের কবল থেকে মুক্ত হয়েছি এ জন্য ভগবানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এখন আমরা নিজেদের মর্জিমত দেশের কানুন তৈরী করতে পারব।

একজন সাধু ঃ (দাঁড়িয়ে) মহাগুরু, মর্জি এবং কানুন দুটোই বিদেশী লফজ।

মহাগুরু ঃ (ঘটি থেকে এক ঢোক পানি খেয়ে) আমরা সে সব বিদেশী যোবান গঙ্গাজল পান করিয়ে শুদ্ধ করে নিয়েছি। এটা লিখে নাও।

একজন সাধু ঃ তাড়াতাড়ি রেজিস্টার খুলে লিখে নেয়।

দ্বিতীয় সাধু ঃ আমার বন্ধু আপনার কথায় এ'তেরাজ করেছেন। কিন্তু যোবান (ভাষা) এবং লফজ (শব্দ) এ দুটোও বিদেশী শব্দ।

প্রথম সাধু ঃ এ'তেরাজও (আপত্তি) নির্ভেজাল বিদেশী শব্দ।

মহাগুরু ঃ (তিন ঢোক পানি খেয়ে) আমরা এ সব শব্দও বিশুদ্ধ করেছি। নিয়ে নাও। আর এখন আমার কথা শেষ হওয়ার আগে কেউ কথা বলতে পারবে না। বিদেশী ভাষার যে সব শব্দ আমি ব্যবহার করব সে সব শব্দ ও লিখে নেবে। তারপর সব একত্রে শুদ্ধ করা হবে। মুসলমানদের সাথে থেকে আমরা নিজে-দের ভাষা খারাপ করে ফেলেছি, এবার সব ভাষারই একটা ব্যবস্থা হবে।

তৃতীয় সাধু ঃ গুরুদেব, আপনি বহুত দয়া করেছেন। বিদেশী শব্দকে বিশুদ্ধ করার সোজা পথ বাতলে দিয়েছেন। তা না হলে মহা-ভিক্ষুর মহামন্ত্রীর মত দেশের সব বিদ্যাপতিকে পাগলা গারদে চলে যেতে হতো।

মহাগুরু ঃ সেটা ভগবানের দয়া। যাক, ওসব কথা রাখো। ধর্মকে নতুনরূপে পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব সরকার আমাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। এটা সহজ কাজ নয়। (গান্ধাজীর প্রতিকৃতির দিকে ইঙ্গিত করে) আমার মহাত্মাজী প্রাণ দেয়ার সময় বলে গেছেন, এ দেশের ধর্মসেবকদের প্রধান কর্তব্য হলো জীব হত্যা বন্দ করা। তোমরা সবাই জানো, যেখানে জীব হত্যা হয় সেখানে ভগবান

www.pathagar.com

থাকতে পারে না। এ জন্য আমি মহাগুরুর দায়িত্ব পাবার পর পরই পধানমন্ত্রীকে বলেছি, আমি এ ধরিত্রীতে জীবহত্যা বন্দ করতে চাই। কিন্তু রাক্ষস লোকদের ।বরোধিতার কারণে এতোদিন সেটা সম্ভব হয় নি। ভগবানের প্রতি পেন্নাম জানাচ্ছি, রাক্ষসরা এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমাদের পথ এখন পরিষ্কার। আমি জীব হত্যা বন্দ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আইন তৈরী করতে চাই। তোমরা দেখবে সে আইন পালনের পর ভগবান আমাদের প্রতি করুণা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ভারত মাতার সমৃদ্ধির সেই যুগ আবার ফিরে আসবে। আমরা সেই সুদিনের জন্য হাজার বছর ধরে ছটফট করছি।

তোমরা জানো যে, পশুরা সব মানুষের বিবর্তিত চেহারা। তাই গুটি-কতক পশুর জন্য নয়, সব পশুকে রক্ষা করার জন্যই আইন তৈরী করতে হবে। আমাদের দেশে গো মাতা হত্যার তো আর প্রশ্নই ওঠে না। সরকার ঘোষণা করেছেন, যারা গাভী হত্যা করবে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। তবুও আশঙ্কা রয়েছে। আমাদের দেশে এখনো যে সব ম্লেচ্ছ বাস করে, গোমাতা সম্পর্কে তাদের মনোভাব পরিষ্কার নয়। আইনের ভয়ে তারা গোমাতাকে হত্যা না করলেও নানাভাবে উত্যক্ত করবে। এ জন্য আমি সরকারকে পরামর্শ দিয়েছি, যবনদের গাভী পালনের ব্যাপারে যেন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ভগবানের কৃপায় সরকার আমার সুপরামর্শ গ্রহণ করেছেন।

সব সাধু ঃ (একযোগে) গো-মাতার জয়, ভগবানের জয়, মাতৃভূমির জয়, মহাগুরুর জয়।

মহাগুরু ঃ গো-মাতার মতো বকরী-মাতার প্রতিও ভগবান গান্ধীজীর প্রেম ছিল অত্যন্ত গভীর। বকরী মাতাকে নিজের আত্মার মতো তিনি সব সময় সাথে সাথে রাখতেন। ইংরেজদের দেশে পবিত্র হিন্দু ঘরের ভোজন পাওয়ার আশা গান্ধীজীর ছিল না। এ জন্য তিনি বকরী মাতাকেও লণ্ডনে নিয়ে গিয়েছিলেন। গান্ধীজী সে বকরীর দুধ ছাড়া আর কিছু আহার করতেন না। অনেকে অবাক হয়ে ভাবতো, এই ছোট পশুর দুধে মাহাত্মা গান্ধীর চলে কি করে? প্রথমে তারা ধারনা করেছিল যে ঐ বকরীর দুধে মহাত্মার আহার

www.pathagar.com

যথেষ্ট হবে না। কিন্তু আমি শুনেছি, বিলাত পৌঁছার পর সেই পবিত্র বকরীর স্তনে দুধের অফুরান ধারা নেমে এসেছিল। আমাদের দেশের যতো মহাপুরুষ সেখানে গিয়েছিলেন তারা সবাই সে দুধ খেয়ে জীবন ধারন করতেন। বকরীমাতা ম্লেচ্ছ ইংরেজদের অপবিত্র ধরিত্রীর ঘাস-পাতা খেতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু রাতে ভগবানের দেবতা আসতেন এবং স্বর্গের গাছের পাতা, স্বর্গীয় ঝর্ণার মিষ্টি শীতল পানি একটা পাত্রে করে বকরী মাতার সামনে রেখে যেতেন। বকরী মাতার পানাহারের পর পাত্রটি মাটিতে লুকিয়ে যেতো। আমি আরো শুনেছি যে, বকরী মাতার দুধ দোহনের প্রয়োজন হতো না, তার স্তন হতে আপনা থেকেই দুধের ধারা নামতো। সেই দুধ কয়েক চুমুক পান করতেই মহাপুরুষদের চোখ উজ্জল হয়ে উঠতো। তাদের আত্মা আকাশের খবর পর্যন্ত নিয়ে আসতো। তারা আনন্দ উত্তেজনা বসে বলতেন, 'মহাত্মাজী! বকরী মাতার দুধে ফুলের সুবাস আর মধুর স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে।' মহাত্মাজী জবাব দিতেন, 'বকরী মাতা তো গো মাতারই আরেক রূপ।' এদেশ থেকে কয়েক জন মাংসভোজী মুসলমানও মহাত্মাজীর সাথে বিলেতে গিয়েছিলেন। মহাপুরুষদের মুখে বকরীর দুধের প্রশংসা শুনে এবং স্বচক্ষে দেখে তাদের মনেও বকরীর দুধ পানের ইচ্ছা জাগে। একজন মুসলমান মহাত্মাজীর কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করে, 'আমাকেও কয়েক চুমুক দুধ খেতে দিন।' মহাত্মাজী ছিলেন মহাদয়ালু, তিনি সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তিনি বললেন 'যাও বকরীর স্তনের নীচে একটা পাত্র রেখে দাও, যদি সে দুধ দেয়া পছন্দ করে তবে আমি অস্বীকার করব না।' মাংসখোর মুসলমান পাত্র হাতে সামনে অগ্রসর হলো। কিন্তু তারপর কি হয়েছিল তোমরা জানো?

সব সাধু ঃ না গুরুদেব!

মহাগুরু ঃ ম্লেচ্ছ মুসলমান পাত্র হাতে সামনে অগ্রসর হলো বকরীর চোখ লাল হয়ে উঠলো, তার দেহের সব লোম খাড়া হয়ে গেল, শিং বর্শার ফলার মতো চমকাতে লাগলো। কিন্তু ম্লেচ্ছ মুসলমান ছিল নির্বোধ। সে বকরীর ক্রোধের কারন বুঝতে পারবে কি করে! সে বকরীর স্তনের নীচে পাত্র রেখেদিল। তারপর কি হয়েছে জানো?

www.pathagar.com

সব সাধু ঃ না গুরুদেব !

মহাগুরু ঃ ম্লেচ্ছ মুসলমান বকরী মাতার স্তনের নীচে পাত্র রেখে দিল। বকরী একবার গা ঝাড়া দিল। তার পরই তার স্তন থেকে বেরোনো ধারায় পাত্র পূর্ণ হয়ে গেল। সে ধারা কিসের ছিল তা কি তোমরা জান ?

সব সাধু ঃ না গুরুদেব !

মহাগুরু ঃ আরে নির্বোধের দল ! সে ধারা ছিল বকরী মাতার রক্তের ! (চোখ মুছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে) একেবারে টাটকা লাল রক্ত। সবাই বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেল। নির্বোধ অজ্ঞ মুসলমান মহাত্মাজীকে বলল, 'একি মহাত্মাজী ! বকরীর দুধের রঙ আজ লাল কেন ?' জানো মহাত্মাজী কি জবাব দিলেন ?

সব সাধু ঃ না গুরুদেব !

মহাগুরু ঃ মহাত্মাজী জবাব দিলেন, 'আরে বেকুব, দুধের রঙ লাল নয়, ওগুলো রক্ত।' মুসলমান অবাক হয়ে বলল, 'মহাত্মাজী বকরী আমাকে রক্ত দিল কেন ?' মহাত্মাজী বললেন, 'বকরী মাতাকেই সে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো।' মুসলমান বলল, 'বকরী একটা ভাষাহীন পশু। সে আমার প্রশ্নের জবাব দেবে কিভাবে ?' মহাত্মাজী বললেন, 'তার বাকশক্তি আছে বুলেছ ? কিন্তু তোমাদের কান নেই। লক্ষ করে দেখলে বুঝতে পারতে যে, তার প্রতিটি শিং প্রতিটি লোম তোমাকে কিছু না কিছু বলছে।' মুসলমান বকরীর প্রতি বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'আমিতো কিছু শুনতে পাইনি।' মহাত্মাজী বললেন, 'বকরীর হৃদয়ের অওয়াজ তুমি বাহ্যিক কানে শুনতে পাবে না। নাও, আমি ইশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, তাকে যেন কিছুক্ষনের জন্য বাকশক্তি প্রদান করা হয়।' তারপর কি হয়েছে জান ?

সব সাধু ঃ না গুরুদেব !

মহাগুরু ঃ নাও, আমি বলে দিচ্ছি। মহাত্মাজী মাথা নীচু করে বসলেন। তাঁর আত্মা আকাশে পৌঁছে গেলো। তিনি ভগবানের, কাছে প্রার্থনা করলেন, 'হে ভগবান, বাকশক্তিহীন বকরী মাতাকে কিছুক্ষনের জন্য বাকশক্তি দিয়ে দাও।' জানো কি জবাব এসেছে ?

সব সাধু ঃ না গুরুদেব !

www.pathagar.com

মহাগুরু ঃ নাও, আমি বলে দিচ্ছি। ভগবান জবাব দিলেন, 'আমি আজ-থেকে লক্ষ লক্ষ বছর আগে সব পশুকে বাকশক্তি দিয়েছিলাম। বাকশক্তি দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মত তারাও যেন আমার প্রার্থনা করতে পারে। কিন্তু মানুষ যখন তাদের গলায় ছুরি চালাতে লাগল, নানাভাবে অত্যাচার করতে লাগল তখন তারা আমার দেবতাদের কাছে এসে মানব জাতির বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানাল। দেবতারা ক্রুদ্ধ হয়ে মানব বসতিতে ব্যাধি ছড়িয়ে দিল। ঝড়-তুফান, মহামারীতে মানুষ মরতে লাগল। মানুষের দুর্দশা দেখে পশুদের দয়া হলো। তাঁরা পুনরায় দেবতাদের কাছে গিয়ে বলল, 'মানুষের এতো কষ্ট আমরা সহ্য করতে পারছিনা। ওদের ক্ষমা করে দিন। তাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে আর কখনো আমরা অভিযোগ করতে আসবনা।' দেবতারা পশুদের এ প্রার্থনা শুনলো এবং মানুষকে ক্ষমা করে দিল। সেদিন থেকে পশুরা মানুষের সব অত্যাচার নির্যাতন নীরবে সহ্য করছে, বাকশক্তি থাকা সত্তেও প্রতিবাদ করেছে না।' মহাত্মাজী বললেন' 'ভগবান. আমি আমার সঙ্গীদের বকরীর আত্মার আর্তি শোনাতে চাই। আপনি কিছুক্ষণের জন্য তাকে বাকশক্তির আজ্ঞা দিন।' ভগবান বললেন, 'যাও আমি আজ্ঞা দিলাম।'

এ আজ্ঞা পাওয়ার পর গন্ধীজীর আত্মা ফিরে এল। তিনি হেসে মুসলমানের প্রতি তাকিয়ে বললেন, এক্ষুনি বকরী-মাতা তোমার প্রশ্নের জবাব দেবে। মহাত্মাজী তিনবার প্রশ্ন করলেন, 'বকরী মাতা তুমি কি বলতে চাও ?'

তৃতীয় বারের প্রশ্নে বকরী মাতা মুসলমানের প্রতি তাকিয়ে গর্জন করে বলল, 'ওরে পাপিষ্ঠ ! তুই এখনো বুঝলিনা, আমি তোর পাত্র দুধের বদলে রক্তে কেন ভরে দিলাম ? কান খুলে শুনে নে ! তোর রাক্ষস আত্তাকে আমি রক্ত ছাড়া আর কি দিয়ে তৃপ্ত করতে পারি ? তুই ও তোর বাপ, তোর বাপের বাপ, তার বাপের বাপ, তার পর তার বাপের বাপ, তারও বাপের বাপ আমার বাপের, তার বাপের, দাদার আমার মায়ের বোনের দাদীর তার দাদীর, তারও দাদীর গলায় ছুরি চালায়নি ? তোরা হাজার হাজার বছর আমাদের রক্তে পেট ভরেছিস। আর আজ আমার কাছে দুধ চাচ্ছিস !

www.pathagar.com

না, না! আমি তোকে দুধ দিতে পারিনা। আমার শীতল, সুমিষ্ট, সুবাসিত দুধ শুধু তাদের জন্য, যারা আমাদের রক্ষা করে। আমি যে রক্তে তোর পাত্র ভরে দিয়েছি এ রক্ত সে সব অগনিত বকরীর দুঃখভরা প্রাণের আর্তনাদ, যাদের তোরা জবাই করে খেয়েছিস।'

এবার নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ, মহাত্মাজী সারা জীবন গো-মাতার সাথে সাথে বকরী মাতার রক্ষার জন্যও কেন চিন্তিত ছিলেন?

এক সাধু ঃ গুরুদেব, এতে তো মনে হয় বকরী-মাতার শক্তি গো-মাতার চাইতে কম নয়। দুঃখের বিষয় মুসলমানদের সাথে থেকে থেকে কিছু সংখ্যক হিন্দুও বকরী খাওয়া অভ্যাস করে ফেলেছে। বকরী মাতার জন্য খুব তাড়াতাড়ি আমাদের কিছু একটা করতে হবে প্রভু!

মহাগুরু ঃ গান্ধী ভক্তদের জন্য তো এখন আর জীব হত্যার প্রশ্নই ওঠে না। সরকার আজ আদেশ জারি করেছেন, কোন হিন্দু যদি মাংস খায়, তাকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। আর প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি আমাদের পুলিশ কড়া নজর রাখবে। কোন মুসলমান জীব হত্যা করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। বকরী-মাতার হত্যাকারীদের শাস্তিও মৃত্যুদণ্ডের কম হওয়া উচিত নয় বলেই আমি মনে করি। বকরী-মাতারা মুসলমানের পাপী চেহারা দেখে দুঃখ পায়, এজন্য বিশুদ্ধ হয়ে সমাজে বাস করার আগে কোন মুসলমান বকরী পালন করতে পারবে না—এ বিধান চালু করতে হবে।

একজন সাধু ঃ আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। মুসলমানদের নিকট থেকে যে সব গাভী এবং বকরী কেড়ে নেয়া হবে তাদের রাখা হবে কোথায়?

মহাগুরু ঃ সেগুলো ওসব গান্ধী-ভক্তদের প্রদান করা হবে যাদের কাছে প্রয়োজনের তুলনায় কম বকরী রয়েছে। পরে যদি তাদের সংখ্যা বেড়ে যায়, তাহলে সরকারী খরচে প্রত্যেক শহরে একটা করে গো-শালা এবং বকরী-শালা নির্মান করা হবে। বিভিন্ন পশুর হত্যাকারীদের শাস্তির সুপারিস করার জন্য সরকার আমাকে

www.pathagar.com

দায়িত্ব দিয়েছেন। অনেক ভেবে চিন্তে এ কাজ করতে হবে। গত কাল সারারাত ভেবে আমি কয়েকটি পশুর নাম তালিকাভুক্ত করেছি। তাদের যারা উত্যক্ত কররে, হত্যা করবে, তাদের শাস্তিরও সুপারিশ করেছি। তবে বেশ কিছু প্রাণীর নাম আমার মনে আসেনি। কোন কোন প্রাণীর শাস্তি এখনো প্রস্তাব করা হয়নি। একাজ আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি। তোমরা আগামীকাল আমার কাছে তালিকা পেশ করবে। পরশু নাগাদ আমি যেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট করতে পারি। একটা কথা মনে রাখবে যে, আমাদের রিপোর্টে হাতী থেকে শুরু করে মাছি পর্যন্ত সব প্রাণীর নাম অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। যে সব প্রাণীর নাম এবং শাস্তি সম্পর্কে আমি সিদ্ধান্ত করেছি এবার তাদের নাম বলছি। তোমরা যদি কারো ব্যাপারে শাস্তির মেয়াদ কম বেশী করতে চাও তবে আমাকে সেটা ও জানাবে।

(১) যে সব প্রাণীকে হত্যা করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এবং উত্যক্ত করার শাস্তি সাত বছর কারাদণ্ড সে গুলো হলো গাভী এবং বকরী।

(২) যে সব প্রাণীকে হত্যার শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং উত্যক্ত করার শাস্তি তিন বছর কারাদণ্ড সে গুলো হলো সাপ, ময়ূর, হাতী, বানর, রাজহাঁস, হরিণ জাতীয় সব প্রাণী এবং কুকুর।

(৩) যে সব প্রাণীকে হত্যার শাস্তি সাত বছর কারাদণ্ড এবং উত্যক্ত করার শাস্তি এক বছরের কারাদণ্ড সেগুলো হলো সব ধরণের পাখী (নামের তালিকা তোমরা পেশ করবে)।

(৪) যে সব প্রাণীকে হত্যা করার শাস্তি এক বছর কারাদণ্ড এবং উত্যক্ত করার শাস্তি এক মাসের কারাদণ্ড সে গুলো হলো ; সব বন্য জন্তু (নামের তালিকা তোমরা পেশ করবে)।

(৫) যে সব প্রাণীকে হত্যা করার শাস্তি ছয় মাস কারাদণ্ড এবং উত্যক্ত করার শাস্তি মুখ বিকৃত করে শহর প্রদক্ষিণ করানো সেগুলো হলো, গতিশীল জলের মাছ, কেঁচো, ব্যাঙ প্রভৃতি।

এক সাধু ঃ গুরুদেব, জলের সব প্রাণী সম্পর্কে আপনি ঠিকই বলেছেন তবে কেঁচো সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে, প্রাচীন কালে তার মর্যাদা ছিল সাপ, ময়ূর ও বানরের সমতুল্য।

অন্য এক সাধু ঃ হাঁ গুরুদেব, আমারও তাই ধারনা।

www.pathagar.com

মহাগুরু ঃ আমার কেন যে এটা মনে আসেনি ভেবে অবাক হচ্ছি। এদের নাম আমি দ্বিতীয় শ্রেনীর তালিকাভুক্ত করছি।

(৬) যে সব প্রাণীকে হত্যা করার শাস্তি তিন মাসের কারাদণ্ড এবং উত্যক্ত করার শাস্তি এক ডজন বেত্রদণ্ড সে গুলো হলো, বদ্ধ পানির জীব ও সামুদ্রিক প্রাণী।

(৭) যে সব প্রাণীকে হত্যার শাস্তি এক মাসের কারাদণ্ড, উত্যক্ত করার কোন শাস্তি নেই, সে গুলো হলো, মাছি, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি। (একটি মাছি মহাগুরুর মুখের উপর বসলে, তিনি আলতোভাবে মুখে থাপ্পর দেন, মাছি উড়ে যায়।) সব শেষে আমি এক অদ্ভুত প্রাণীর নাম উল্লেখ করতে চাই। এ প্রাণী ম্লেচ্ছ মুসলমানদের খুব প্রিয়। এর নাম উট। আমরা একে রক্ষা করলে মুসলমানরা ভাবতে সুরু করবে যে, আমরা ওদের ভয় করি। এই বিদেশী প্রাণী মুসলমানরা সঙ্গে করে এদেশে এনেছে। আমার গুরুজীর ধারনা ছিল যে, একজন মুসলমান মারা যাওয়ার পর উটে পরিণত হয়ে যায়। একারণে উক্ত প্রাণীর জন্য আমার মনে কোন মায়া মমতা নেই। কিন্তু যেহেতু আমরা এ দেশের সব প্রাণী হত্যা বন্দ করেছি এ কারণে উট হত্যাকারীর জন্য আমি এক মাসের শাস্তির প্রস্তাব করছি। উত্যক্তকারীর জন্য কোন প্রকার শাস্তির প্রস্তাব করা হয়নি। দেশভক্তদের অনুমতি দেয়া গেল, তারা যেন এ প্রাণীকে জীবিত রেখে উত্যক্ত করে। তার পিঠে এতো বোঝা চাপিয়ে দেয় যেন সে উঠতে সমর্থ না হয়। যে জমির মাটি অত্যন্ত শক্ত তাকে যেন সে জমিতে হালচাষের কাজে ব্যাবহার করা হয়। মুসলমানদের দেখিয়ে দেখিয়ে যেন উটের পরে জোরে জোরে আঘাত করা হয়। যখন উট বুড়ো হয়ে অকর্মণ্য হয়ে পড়বে তখন যেন তাকে মুসলিম দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এতে করে মুসলমানরা বুঝতে পারবে যে, আমরা গাভী এবং বকরীর উপর তাদের জুলুমের প্রতিশোধ নিতে জানি।

এক সাধু ঃ এটা আপনি খুবই ভাল চিন্তা করেছেন। আমি শুনেছি, মুসলমানরা সর্বপ্রথম যখন আমাদের দেশের উপর হামলা করে তখন এই ক্ষতিকর প্রাণীর পিঠে করেই এসেছিল।

মহাগুরু ঃ আমাদের কাজ আজকের মত শেষ হয়ে গেছে। তোমরা এবার

www.pathagar.com

যেতে পারো। আচ্ছা, লেখক, বলতো আজকের বক্তৃতায় আমি কতগুলো বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেছি, যে গুলো এখনো শুদ্ধ করা হয়নি ?

লেখক ঃ (উদ্বিগ্ন হয়ে) গুরুদেব, আমি আশীটি শব্দ নোট করেছিলাম, তারপর আপনি মহাত্মা গান্ধীর বকরীর কাহিনী শুরু করেছেন। আমি সেই কাহিনীর ভেতর এমন ভাবে ডুবে গেলাম যে নিজের দায়িত্বের কথা মনেই ছিল না।

মহাগুরু ঃ তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ যদি সে সব বিদেশী শব্দ লিখে রেখে থাক তাহলে আমাকে জানাও। (সব সাধু উদ্বিগ্ন ভাবে একে অন্যের প্রতি তাকাতে থাকে।)

এক সাধু ঃ গুরুদেব বকরী মাতার কথাগুলো এমন হৃদয়গ্রাহী ছিল যে, আমাদের কারোই নিজ দায়িত্বের কথা মনে ছিল না।

মহাগুরু ঃ বহুত আচ্ছা। এ সব শব্দ আজ না হোক কাল শুদ্ধ হয়ে যাবে। এবার তোমরা যেতে পারো। মহাগুরুর সামনে সব সাধু উঠে দাঁড়ালো, বকরীর ছবিকে করজোড়ে প্রণাম জানালো, তারপর কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

বে-আদব রাষ্ট্রদূত

[ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর দফতরে একটা চেয়ারে উপবিষ্ট। সামনের টেবিলে কাগজপত্র ও ফাইল ছাড়া গান্ধীজী ও বকরীর ছোট ছোট সোনালী মূর্তি। প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারী কামরায় প্রবেশ করে]।

সেক্রেটারী ঃ স্যার পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত দেখা করার অনুমতি চাচ্ছেন।

প্রধানমন্ত্রী ঃ (একটা ফাইল তুলে তার পাতা উল্টাতে উল্টাতে) আমি তোমাকে হাজারবার বলেছি যে, এই সাত সকালে আমাকে ওর মুখ দেখিও না।

সেক্রেটারী ঃ স্যার, গতকাল তিনি আপনার কাছ থেকে টেলিফোনে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী ঃ হাঁ, সে তখন দেখা করার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল।

www.pathagar.com

যাও ওকে নিয়ে এসো। কিন্তু রাখো, ওর নাম আমি আবার ভুলে গেছি। অদ্ভুত আর বিদঘুটে নাম ওদের। কি যেন ওর নাম, আবু—জহির—আসাদ—মালিক দৌলা—কি বলেছিল সে?

সেক্রেটারী ঃ জী ও'র নাম? (তাড়াতাড়ি একটা ফাইলের পাতা উল্টিয়ে) এই যে লিখেছে, ফখরুদৌলা এহ্‌তেশামুল মুলক এমাদ উদ্দিন আবুল আসাদ জহির উদ্দিন বাবর ইবনে সায়েফ উদ্দিন ইউসুফ আব্বাস কাশেমী।

প্রধানমন্ত্রী ঃ হতভাগাদের শিরা উপশিরায় ধূর্তামী ভর করে আছে, এখন তো দেখা না করেও উপায় নেই। ওরা এমন ধূর্ত যে, বিদেশী ভাষার শব্দ নামের মধ্যে ঠেসে দিয়ে আমাদের ভাষাকে ভ্রষ্ট করতে চায়। আচ্ছা, ওকে নিয়ে এসো।

(সেক্রেটারী বাইরে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর তার সাথে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের এক যুবক কামরায় প্রবেশ করেন। তার পরণে তুর্কী টুপি, কালো আচকান, ও চোস্ত পাজামা। যুবক করমর্দনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দিকে হাত বাড়ান। প্রধানমন্ত্রী সেক্রেটারীর প্রতি তাকান এবং কিছুক্ষণ ইতস্তত করে তার সাথে করমর্দন করেন। যুবকের হাতে একটা কাগজের প্যাকেট। বকরীর মূর্তি এক পাশে সরিয়ে যুবক তার প্যাকেটটি টেবিলের উপর রাখেন এবং সাচ্ছন্দ ভঙ্গিতে একটা চেয়ারে বসেন। প্রধানমন্ত্রীও বসে পড়েন।)

প্রধানমন্ত্রী ঃ হাঁ মিয়া আবু তাহের, এ্যাঁ—মাফ করবেন, আপনার নাম প্রায়ই আমার ভুল হয়ে যায়।

জহির ঃ আমার নাম ফখরুদ্দৌলা এহ্‌তেশামুল মুল্‌ক এমাদ উদ্দিন আবুল আসাদ জহির উদ্দিন বাবর ইবনে সায়েফ উদ্দিন ইউসুফ আব্বাস কাশেমী। কিন্তু আপনার সুবিধার জন্য আমাকে শুধু জহির বলে সম্বোধন করলে আমি কিছু মনে করব না।

প্রধানমন্ত্রী ঃ (স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে) ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। তো, কাল টেলিফোনে আপনকে খুবই ক্রুদ্ধ অবিনীত মনে হচ্ছিল! কি ব্যাপার?

জহির ঃ ব্যাপার কিছুই নয়। এই যে দেখুন, পাকিস্তান সরকার তার-বার্তার মাধ্যমে এ চিঠির জবাবের জন্য আমাকে তাগিদ

www.pathagar.com

দিয়েছেন। (তাড়াতাড়ি প্যাকেট খুলে একটা কাগজ বের করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন।)

প্রধানমন্ত্রী ঃ আমি বুঝতে পারছিনা, আপনাদের সরকার কেন মনে করে বসে আছেন যে, আমাদের দেশের সব আইন তাদের মর্জি মাফিক তৈরী করতে হবে?

জহির ঃ আমরা শুধু সে সব আইনের ব্যাপারেই আগ্রহী যে সব আইনের প্রভাব সরাসরি আপনাদের দেশের মুসলমানদের উপর পড়বে। পাকিস্তানে হিন্দু নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি আমরা যথেষ্ট সম্মান দিয়েছি। আপনাদেরও উচিত ভারতের মুসলিম নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করা। মুসলমানরা গাভী-বকরী পালন করতে পারবে না, আপনাদের এ আইন নেহায়েত হাস্যকর। সাপ তাদের ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে কামড় দেবে অথচ মারা তো দূরে থাক সাপকে ভয় ও দেখাতে পারবে না, এর চেয়ে উদ্ভট ব্যাপার আর কি হতে পারে? সবচেয়ে লজ্জার ব্যাপার হলো আপনাদের দেশে একটা কুকুর মানুষকে কামড়াবে অথচ সে কুকুরকে আক্রান্ত ব্যক্তি আঘাত করতে পারবে না।

প্রধানমন্ত্রী ঃ দেখুন সাহেব, আমাদের দেশের আইন সবার জন্য এক সমান। দেশের কল্যাণকামী বলেই সরকার এ আইন প্রণয়ন করেছেন। এ আইনের উপর আপত্তি করার কোন অধিকার আপনাদের নেই। তবে হাঁ, মুসলমানদের গাভী-বকরী পালন করার উপর আমরা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছি, এ আইনের ব্যাপারে আপনারা আপত্তি করতে পারেণ। কিন্তু আপনারা সম্ভবত জানেন না যে এ আইনও আমরা মুসলমানদের কল্যাণের জন্যই প্রণয়ন করেছি।

জহির ঃ সে কি রকম?

প্রধানমন্ত্রী ঃ গাভী ও বকরী হত্যার শাস্তি আমরা মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করেছি। এদের উত্যক্ত করার শাস্তি সাত বছর কারদণ্ড। এ শাস্তি সবার জন্যই এক সমান। কিন্তু গান্ধী ভক্তদের জন্য এ উভয় পশু বর্তমানে দেবতুল্য। এজন্য গান্ধী ভক্তরা এদু'টি পশুকে রক্ষা করবেই। মুসলমানদের মনে এখনো গরুর প্রতি

www.pathagar.com

শত্রুতা রয়েছে, বকরীর গোশতের জন্য তো তারা জবীন দিতেও প্রস্তুত। এ জন্য আমরা আশঙ্কা করেছি যে এ দু'টি পশু দেখে মুসলমানরা ঠিক থাকতে পারবে না। যে কোন সময় ওদের গলায় ছুরি বসিয়ে দিতে পারে। ফলে আইনের মর্যাদার খাতিরে আমরা গরু-বকরী হত্যা কারীদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করেছি। যদি সরকারী ভাবে আমরা গরু-বকরী হত্যাকারী-দের অপরাধের প্রতি মনযোগ নাও দেই তবু গ্রাম এবং শহরের গান্ধী ভক্তরা সে সব অপরাধীদের জীবিত থাকতে দেবেনা। কাজেই যে আইনকে আপনারা মুসলমানদের অধিকার খর্ব করা বলে মনে করেন সে আইন আসলে তাদের নিরাপত্তার জন্যই তৈরী করা হয়েছে। এখন আপনাদের সরকার ইচ্ছা করলে আপনাদের কাছে পবিত্র ও দেবতুল্য প্রাণী পালনে হিন্দুদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারেন। যেমন উট।

জহির ঃ আপনারা ভাল করেই জানেন যে উটকে আমরা একটা পশু ছাড়া কিছু মনে করি না। গরু-বকরীর মতোই আমরা তাকে সানন্দে আহার করি। আর যে জিনিস আমরা নিজেদের জন্য হালাল মনে করি সেটা অন্যের জন্য হারাম করতে পারি না।

প্রধানমন্ত্রী ঃ সেটা সম্পূর্ণ আপনাদের নিজস্ব ব্যাপার। আমরা তাতে হস্তক্ষেপ করতে চাইনা।

জহির ঃ তাহলে এর অর্থ হলো, আপনারা মুসলমানদের দুধ এবং মাখন থেকে বঞ্চিত করতে চান। আপনারা সম্ভবত জানেন যে, আপনাদের দেশের মুসলমানদের মতোই আমাদের দেশের গান্ধীভক্তদেরও দুধ-মাখনের প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজন হলে আমরাও আপনাদের মত একটা বাজে আইন প্রণয়নে বাধ্য হব।

প্রধানমন্ত্রী ঃ (চমকে ওঠে) সে কি? পাকিস্তানের হিন্দুদের গরু-বকরী পালন করতে আপনারা নিষেধ করবেন নাকি?

জহির ঃ আপনি এতো তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরেছেন এতে আমি খুশী হয়েছি। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই আপনারা মুসলমানদের উপর থেকে পাগলা কুকুর, বিষধর সাপ, বিচ্ছু এবং ভয়াবহ জন্তুদের মারার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবেন, নাকি পাকিস্তানী হিন্দুদের এসব অধিকার আমরা কেড়ে নিব?

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী ঃ আপনারা ওখানের হিন্দুদের এ সব অধিকার কেড়ে নিলে আমরা খুশী হব। কারণ আমরা কোন অবস্থায়ই জীবহত্যা সমর্থন করতে পারি না। মাংস খেকো হিন্দুদের আপনারা মৃত্যুদণ্ড দিন, আমরা আপত্তি করব না। এতে করে ওরা আমাদের মত সত্যিকার গান্ধীভক্তে পরিণত হতে পারবে।

জহির ঃ পাকিস্তানের হিন্দুরা সম্মিলিত ভাবে এ রকম আইন প্রণয়ন করলে আমরা কোন আপত্তি করব না। কিন্তু মুসলমানদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও রকম আইন তৈরীর কোন অধিকার আপনাদের নেই। আপনারা সাপকে ও একটা দেবতা মনে করেন। কিন্তু মুসলমানরা তাকে শত্রু মনে করে। আপনারা বকরীর পূজা করেন। কিন্তু মুসলমানরা তাকে একটা উপকারী পশু মনে করে। কাজেই ও রকম আইন তৈরী করা ধর্মীয় স্বাধীনতার সুস্পষ্ট অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রধানমন্ত্রী ঃ আপনাকে আমি কি করে বোঝাব যে, মাছি থেকে হাতী পর্যন্ত যতো প্রাণী এ দেশে রয়েছে তারা সবাই আমাদের পূর্ব পুরুষদের বিবর্তিত চেহারা। আমাদের চোখের সামনে মুসলমানরা তাদের গলায় ছুরি চালাবে এটা হতে পারে না। যদি আমরা এখন সংখ্যাগুরু হয়ে ও ওদের রক্ষা করতে না পারি তবে আমাদের জীবন বৃথা। জীবহত্যা সম্পর্কে পাকিস্তানী হিন্দুদের প্রতি ও আপনারা অনুরূপ আইন তৈরী করুণ আমরা আপত্তি করব না, বরং এটাও হবে গান্ধীধর্মের মহান বিজয়।

জহির ঃ খোদার শুকরিয়া যে, আমরা এমন আজে বাজে বিষয় চিন্তা করতে পারি না। এ সব ব্যাপার নিয়ে আমাদের সরকার আপনাদের সরকারের সাথে সংঘাত বাধাতে চাইবেন না। আমাদের সরকার জানেন যে, এ ধরনের প্রকৃতি বিরুদ্ধ আইন কোন দেশে বেশীদিন চালু থাকতে পারে না। আপনারা যে সমুদ্রে নৌকা ভাসিয়েছেন তার শেষ পর্যন্ত আমরা দেখে নেব। প্রাকৃতিক আইন তার বিদ্রোহীদের নিজেই সঠিক পথে নিয়ে আসে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আপনাদের ঘর সাপ, বিচ্ছু প্রভৃতি বন্য জন্তুর আবাস ভূমিতে পরিণত হয়েছে। এই ভূখণ্ডে এ সব জন্তুর সংখ্যা এমন বৃদ্ধি পাবে যে, আপনাদের নিঃশ্বাস নেয়াই কষ্ট হবে।

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী ঃ আমরা তার এতটুকু তোয়াক্কা করি না। আমরা তাদেরকে নিজেদের প্রতি গ্রাস অন্নের অংশীদার মনে করি।

জহির ঃ (উঠতে উঠতে) খুব ভাল। আমাদের সরকারকে আমি আপনাদের চিন্তাধারা সম্পর্কে অবহিত করব। আগামী পরশু নাগাদ আমাদের সরকারের জবাব আপনি পেয়ে যাবেন। তবে হাঁ আইনের যে ধারার অধীনে আপনারা মুসলমানদের গরু বকরী পালনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন সে আইন পাকিস্তান সরকার সহ্য করতে পারবেন না। এ আইনের উদ্দেশ্যে শুধু মুসলমানদের গরু-বকরীর দুধ-মাখন থেকে বঞ্চিত করাই নয় বরং এর উদ্দেশ্য হলো তাদের কৃষিকাজ থেকে বঞ্চিত করা, যাতে তারা নিজেদের যায়গা জমি গান্ধী-ভক্তদের কাছে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। আপনি বলছেন, পাকিস্তানের হিন্দুদের গোশত খেতে নিষেধ করলে আপনি খুশী হবেন। কিন্তু আমরা যদি পাকিস্তানী হিন্দুদের গরু-বকরী পালনের অধিকার কেড়ে নেই তবে কি আপনি খুশী হবেন? এতে তো তারা কৃষিকাজ করার সুযোগ থেকে ও বঞ্চিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী ঃ (উদ্বিগ্ন হয়ে) না না সেটা কি করে হয়। আমাদের আইন ধর্ম রক্ষার জন্য আর আপনাদের আইন হবে প্রতিশোধমূলক। পক্ষান্তরে পাকিস্তানের হিন্দুরা শতকরা একশত ভাগ গান্ধীভক্ত না হলে সে জন্য আমরা উদ্বিগ্ন হব না।

জাহির ঃ আপনি যেটাকে ধর্মরক্ষা বলছেন আমি দেখছি সেটা মুসলমানদের ধর্মের প্রতি একটা আঘাত। আপনি তো জানেন, হটকারিতার জন্য প্রকৃতি থাপ্পড়ের ব্যবস্থা রেখেছেন। আচ্ছা আমি এখন চলি। (জহির প্যাকেট হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যান)।

প্রধানমন্ত্রী ঃ দাঁড়ান মিস্টার মওলানা, মিয়া আব্বাস দীন—একটু অপেক্ষা করুন। (জহির ফিরে আসেন এবং গান্ধীর মূর্তি এক পাশে সরিয়ে হাতের প্যাকেট রাখেন। প্রধানমন্ত্রী এবং সেক্রেটারীর চেহারায় উদ্বেগের ছাপ ফুটে ওঠে)।

জহির ঃ (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) নামাজের সময় হয়ে আসছে। আমি বড়জোর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে পারি।

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী ঃ আমরা প্রতিবেশীদের সাথে অনর্থক কলহ-বিবাদ করতে চাই না। কিন্তু আপনিতো জানেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ যোগ্য বিবেচনা করা হয়। পাকিস্তান সরকারকে যেমন সংখ্যাগুরু মুসলমানদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হয় আমাদেরও সংখ্যা গুরু গান্ধী-ভক্তদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হয়।

জহির ঃ খোদার শুকরিয়া যে পাকিস্তানের মুসলিম সংখ্যাগুরু জনগণ এ ধরনের বাজে এবং অর্থহীন সিদ্ধান্ত করে না।

প্রধানমন্ত্রী ঃ দেখুন আপনি বার বার এ শব্দটি ব্যবহার করছেন। (মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির প্রতি তাকিয়ে) মহাত্মাজী যদি আমাদেরকে অহিংসার শিক্ষা না দিতেন তাহলে আপনাকে এ সব দুঃখজনক শব্দ প্রত্যাহার করতে আমি বাধ্য করতাম।

জহির ঃ এটা যার যার বোঝার ভুল। আমরা যাকে খারাপ মনে করি তাকে খারাপ বলি। কালো আমাদের কাছে কালোই, আর সাদা সাদাই। বাজে এবং অর্থহীন ব্যাপার বোঝানোর জন্য আমাদের অভিধানে অন্য কোন শব্দ নেই।

প্রধানমন্ত্রী ঃ এ ব্যাপারে আমি ঝগড়া করতে চাইনা। আপনাকে আমি ক্ষমা করছি।

জহির ঃ কিন্তু আমিতো আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছিনা। আপনার সম্পর্কে আমি কিছু বলিনি। আমি সেই আইন সম্পর্কে বলেছি যে আইনকে আমরা হাস্যকর মনে করি। বিবেকবান প্রত্যেক মানুষ যে আইনকে হাস্যকর মনে করে। আমরা এ রকম বাজে ও অর্থহীন আইন তৈরী করলে আপনাদের রাষ্ট্রদূতই শুধু নয়, আমাদের মুসলিম নাগরিকরা ও সে আইনকে অর্থহীন ও হাস্যকর অখ্যায়িত করতে পারবেন।

প্রধানমন্ত্রী ঃ যাকগে ও প্রসঙ্গ রাখুন। আপনাকে বলছি, আপনি আপনাদের সরকারের জবাবী পত্রের জন্য ব্যস্ত হবেন না। আমি মুসলমানদের জন্য একটা ব্যবস্থার কথা ভেবেছি। আশা করি সেটা আপনার কাছে গ্রহণ যোগ্য হবে।

জহির ঃ আপনার দেশের মুসলমানরা যদি সে ব্যবস্থার প্রতি সম্মতি জানায় তাহলে আমি তাতে আপত্তি করব না।

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী ঃ মুসলমানরা এ প্রস্তাব গ্রহণ করবে বলেই আমার বিশ্বাস। শুধু গ্রহণ নয় সানন্দে গ্রহণ করবে বলা যায়। শুনুন, আমরা মুসলমানদের কৃষিকাজের জন্য গরুর বদলে ঘোড়া, গাধা, উট এবং মহিষ দিতে পারব। যে সব মাঠে এ সব পশু দিয়ে কাজ হবে না সে সব স্থানে কৃষি কাজের জন্য মেশিন সরবরাহ করা হবে। আমরা পরিকল্পনা করেছি যে দশ বছরের মধ্যে দেশের সব কৃষি-কাজে আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করব। পশুদের কষ্ট দেয়া আমাদের সহ্য হবে না। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি হিন্দুদের আগে আমরা মুসলমানদের সরবরাহ করব। আমার ধারনা, তিন বছরের মধ্যেই মুসলমানদের প্রয়োজন অনুযায়ী মেশিন তৈরী করা যাবে।

জহির ঃ মেশিন কেনার মত সঙ্গতি কি তাদের আছে?

প্রধানমন্ত্রী ঃ তাদের স্বল্পমূল্যে সে সব সরবরাহ করব। মুসলমানরা নিজেদের গাধা, ঘোড়া, মহিষ, উট বিক্রি করে সে সব মেশিন ক্রয় করতে পারবে। তবু যে মূল্য বাকি থাকবে সেটা কিস্তিতে পরিশোধ করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জহির ঃ ও সব অতিরিক্ত পশুদের দিয়ে আপনারা কি করবেন?

প্রধানমন্ত্রী ঃ ওদের সরকারী চারণ ভূমিতে স্বাধীন ভাবে ছেড়ে দেয়া হবে।

জহির ঃ দুধ মাখন সম্পর্কে আপনার কি প্রস্তাব?

প্রধানমন্ত্রী ঃ সে সম্পর্কে আমি যা ভেবেছি শুনলে আপনি নিশ্চয়ই খুশী হবেন। প্রত্যেক গ্রামে এবং শহরে সরকারী ব্যয়ে গো-শালা ও বকরী-শালা নির্মান করা হবে। মুসলমানদের নিকট থেকে নিয়ে নেয়া গরু-বকরী সে সব গো-শালায় রাখা হবে। গান্ধী-ভক্ত সরকারী কর্মচারীরা ওদের দেখা-শোনা করবেন। সে সব গরু-বকরীর দুধ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হবে, তবে তাদের খাবার মুসলমানদের সংগ্রহ করে দিতে হবে। এ ছাড়া মুসলমানদের নিজ বাড়ীতে মহিষ পালনের অনুমতি দেয়া হবে। কিন্তু সরকারী ডাক্তার প্রতি সপ্তাহে সে সব মহিষ পরীক্ষা করবেন, যদি মহিষের দেহে আঁচড়ের চিহ্নও পাওয়া যায় তবু মুসলমানদের শাস্তি দেয়া হবে।

www.pathagar.com

জহির ঃ আপনার এ প্রস্তাব আমি পাকিস্তান সরকারকে জানিয়ে দেব এবং সরকারের জবাব সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করবো।

প্রধানমন্ত্রী ঃ আমার তো মনে হয় এবার আর আপনাদের সরকারের আপত্তি থাকবে না।

জহির ঃ আপনাদের এ আইনকে পৃথিবীর সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন কোন লোক নিষ্ঠুর কৌতুক ছাড়া কিছু ভাববে না। তবু আমার বিশ্বাস আপনাদের দেশের অধিকাংশ মুসলমানদের মতামত না জেনে আমাদের সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না। (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) ওহো আমার দেরী হয়ে গেছে। নামাজের সময় যাচ্ছে। আমি এখানেই নামজ পড়ে নিচ্ছি। (প্রধানমন্ত্রী উদ্বিগ্নভাবে সেক্রেটারীর প্রতি তাকান।)

সেক্রেটারী ঃ কিন্তু—আপনি—ওজু—।

জহির ঃ আমার ওজু আছে। (টেবিলের প্রতি পিছন ফিরে) সম্ভবত কেবলা এদিকে হবে। (গায়ের আচকান খুলে নীচে বিছিয়ে নেন। প্রধানমন্ত্রী সেক্রেটারীর কানে কানে কি যেন বললেন। সেক্রেটারী বকরী এবং গান্ধীর মুর্তি তুলে বাইরে নিয়ে যান। জহির সেক্রেটারীর প্রতি তাকিয়ে বলেন,) শুকরিয়া।

প্রধানমন্ত্রী ঃ (চমকে উঠে) কিসের? কি জন্য?

জহির ঃ আপনারা আমার নামাজের কারনে কামরা থেকে মুর্তি সরিয়ে নিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী ঃ (আতঙ্কিত স্বরে) আপনি কিছু মনে করবেন না, প্রতিদিন এ সময়ে এ মুর্তিগুলোকে গঙ্গাজলে পবিত্র করা হয়।

জহির ঃ ধাতুর জন্য পালিশই ভাল, পানিতে ও গুলোর উজ্জলতা নষ্ট হয়ে যায়। (নামাজের নিয়ত করে দাঁড়িয়ে যান।)

প্রধানমন্ত্রী ঃ অস্থিরতার সাথে কামরায় পায়চারী করেন। জহির নামজ শেষ করে জুতা এবং আচকান পরে নেন। টেলিফোনের ঘন্টা বেজে ওঠে। (প্রধানমন্ত্রী রিসিভার কানে লাগিয়ে জহিরের প্রতি তকোন।)

প্রধানমন্ত্রী ঃ আপনার সেক্রেটারী আপানার সাথে কথা বলতে চান। (জহির প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে রিসিভার নিয়ে কানে লাগিয়ে মুর্তি দুটি সরিয়ে বসে পড়েন।)

www.pathagar.com

জহির ঃ (টেলিফোনে) আমি এক্ষুনি আসছি। আমার সফরের সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখার ব্যবস্থা করো। (রিসিভার রেখে প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে) সরকারের পক্ষ থেকে আজ সন্ধ্যার আগেই আমাকে লাহোর পেঁছুতে বলা হয়েছে। আমি আজই বিমানযোগে লাহোর যাচ্ছি। (জহির প্রধানমন্ত্রীর সাথে করমর্দন করে কামরা থেকে বেরিয়ে যান।)

প্রধানমন্ত্রী ঃ (সেক্রেটারীর প্রতি তাকিয়ে ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে) আজব বেকুব তুমি! যতক্ষন সে এ কামরায় ছিল তুমি মূর্তিগুলো ততক্ষণের জন্য অন্য কামরায় রাখতে পারতে না? তুমি গঙ্গাজলে পবিত্র করার পর আবার ও গুলো এখানে কেন নিয়ে এসেছ? এখন আবার ওদের অপবিত্র করে গেছে।

সেক্রেটারী ঃ (বিনয় বিগলিত স্বরে) স্যার, আমি আবার ওদের ভ্রষ্ট ···না না পবিত্র করে নিয়ে আসছি।

প্রধানমন্ত্রী ঃ (গর্জন করে) সে আমার কামরায় নামাজ পড়ছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কামরায়। আর তুমি কিনা উল্লুকের মত নীরব দাঁড়িয়েছিলে।

সেক্রেটারী ঃ স্যার তো আমকে মুর্তি ধোয়ার জন্য বাইরে পাঠিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী ঃ কিন্তু সে কি মনে করেছে জান?

সেক্রেটারী ঃ কি মনে করেছে স্যার?

প্রধানমন্ত্রী ঃ (ক্রোধে কেঁপে কেঁপে) তোমার মাথা মনে করেছে। সে ভেবেছে তার নামাজ পড়ার জন্যই তুমি মূর্তিগুলো বাইরে নিয়ে গেছ।

সেক্রেটারী ঃ কিন্তু স্যার এতে আমার কি দোষ? আপনি আদেশ করলে আমি মুর্তিগুলো বাইরে রেখে আসতাম।

প্রধানমন্ত্রী ঃ তা তুমি আছো কি জন্য? অমন গাধাকে আমার কামরায় নিয়ে আসার আগে বুঝিয়ে নিয়ে আসা কি তোমার দায়িত্ব নয়? এ সব পবিত্র মূর্তি খেলনা নয়, আর এটা প্রধানমন্ত্রীর অফিস—মসজিদ নয়।

সেক্রেটারী ঃ স্যার আমি ক্ষমা চাচ্ছি, ভবিষ্যতে এ সব ব্যাপারে লক্ষ্য রাখব।

প্রধামমন্ত্রী ঃ আর এ সব লোককে নামাজের আগে নামাজের সময় মনে

www.pathagar.com

করিয়ে দেয়াও তোমার দায়িত্ব। আজ আমার কামরায় গঙ্গাজল ছিটানোর ব্যবস্থা করো। আর হাঁ, কি নাম যেন সেই উল্লুকের ?

সেক্রেটারী ঃ (হেসে) জহির।

প্রধানমন্ত্রী ঃ (রুক্ষ সুরে) সেটুকু তো আমার ও মনে আছে। আমি পুরো নাম জিজ্ঞেস করছি।

সেক্রেটারী ঃ পুরো নাম স্যার, তার পুরো নাম—(ফাইলের পাতা উল্টাতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী তার হাত থেকে ফাইল ছিনিয়ে নেন)।

প্রধানমন্ত্রী ঃ ফাইল আমি ও পড়তে পারি। (কয়েক পাতা উল্টিয়ে স্বগতস্বরে) এর নাম হলো ফখরুদ্দৌলা এহতেসামুল মুলক্ এমাদ উদ্দিন আবুল আসাদ জহির উদ্দিন বাবর ইবনে সায়েফ উদ্দিন ইউসুফ আব্বাস কাসেমী।

(কয়েক বার নামের শব্দগুলো উচ্চারণের পর সেক্রেটারীর দিকে তাকিয়ে) পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে জানাও যে, এই দূত দুষ্ট প্রকৃতির। কথায় কথায় আমাদের উত্যক্ত করে। এ জন্য তার স্থলে অন্য কাউকে যেন রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো হয়। তাড়াতাড়ি করো। ওর প্রত্যাবর্তনের আগেই এ চিঠি সেখানে পৌঁছাতে হবে।

সেক্রেটারী ঃ জি স্যার, এক্ষুনি লিখে পাঠাচ্ছি। (দরজার দিকে পা বাড়ায়) প্রধান মন্ত্রী দাঁড়াও, আমি লেখাচ্ছি।

(সেক্রেটারী টেবিলের সামনে বসে পড়ে এবং কাগজ কলম নিয়ে প্রধান-মন্ত্রীর ডিক্টেশনের অপেক্ষা করে।)

প্রধানমন্ত্রী ঃ এ চিঠি আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের পক্ষ থেকে লেখো। আজই কিন্তু দস্তখত করিয়ে পাঠিয়ে দেবে। হাঁ লেখো, "আপনা-দের দূতের স্বভাব অত্যন্ত রুক্ষ। তিনি আমাদের প্রধান মন্ত্রীর সাথে এমন ভাবে কথা বলেন যেন প্রধান মন্ত্রী তাঁর বাল্যবন্ধু। তিনি প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি না নিয়েই তার কামরায় প্রবেশ করেন এবং পবিত্র মূর্তি সমূহ ভ্রষ্ট করে দেন। তিনি প্রধান মন্ত্রীর দফতরে নামাজ ও পড়েন। আজান ও দেন। আজ তিনি হাসতে হাসতে প্রধানমন্ত্রীর টেবিলের উপর একটি কালির দোয়াত উল্টে দেন। তিনি জুতো সমেত প্রধানমন্ত্রীর টেবিলের উপর পা তুলে দেন। তিনি সিগারেট খেয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখে ধোঁয়া ছাড়েন। প্রধান মন্ত্রী

www.pathagar.com

যেহেতু পাকিস্তানের সাথে আমাদের সম্পর্কের অবনতি চান না এ জন্য এ সব কিছু সহ্য করেন। কিন্তু একটি দায়িত্ব পূর্ণ পদে এ রকম দায়িত্বহীন লোকের নিযুক্তি আমাদের জন্য বড় যন্ত্রনাদায়ক। আপনাদের ও এতে কল্যাণ হবে না। কাজেই উক্ত পদে একজন দায়িত্বশীল লোক নিয়োগ করার জন্য আমরা বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। তা না হলে অমন লোকের তৎপরতা আমাদের রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক প্রমাণিত হতে পারে।"

এবার তুমি যাও, এ চিঠিতে পররাষ্ট্র দফতরের স্বাক্ষর নিয়ে এসো। তার-পর মূর্তিগুলো এবং আমার কামরা পবিত্র করে দাও।

(সেক্রেটারীর প্রস্থান)

চল্লিশ বছর পর

রাম রাজত্বের চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে তথ্য মন্ত্রণালয় এক রিপোর্ট প্রকাশ করে। রিপোর্টের ভূমিকায় বলা হয় ঃ

"ভারতের অধিবাসীদের আসল চেহারা লোপ পেয়ে বিবর্তিত চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এই বিবর্তনের গতি ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। কোন কোন চিন্তাবিদের মতে এদেশে বিগত শতকে নির্বান লাভ-কারী সকল আত্মা পশুদের আকৃতি ধারণ করেছে। এ সব কিছুই রাম রাজত্বের রূপ দর্শনে মুগ্ধ কোটি কোটি দেব দেবীর অপার আশীর্বাদে সম্ভব হয়েছে।"

রিপোর্টে বলাহয়, "গত চল্লিশ বছরে ভারতে জীবজন্তুর সংখ্যা বেশুমার বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের জনগণের মধ্যে সে গুলো সমভাবে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকের ভাগে একশত গাভী, তিনশত বকরী, পঞ্চাশটি গাধা, ত্রিশটা ঘোড়া, একশত মহিষ, এক হাজার সাপ, চারশত কুকুর, পঞ্চাশটি বানর, পাঁচটি করে অন্যান্য বন্য জন্তু, একটি হাতি, ত্রিশটি উট, দুইশত বিড়াল, পনের শত মুরগী, এবং দুই শত ভেড়া পড়বে। এ ছাড়া পাখী, ইঁদুর, ও মশা-মাছির কোন হিসেব নেই।"

ভারতে রাম রাজত্বের চল্লিশ বছর পূর্তি উৎবের পর জনৈক পাকিস্তানী সাংবাদিক মিয়া আবদুস শুকুর ওয়ার্ধায় কয়েক মাস অবস্থানের পর ভারত

www.pathagar.com

সম্পর্কে একটি তথ্য বহুল প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মিয়া আবদুস শুকুর রিপোর্টে অনেক তথ্য অতিরঞ্জিত করেছেন। কিন্তু তার রিপোর্ট প্রকাশের পাঁচ বছর পর একজন ভারতীয় উদ্বাস্তু পাকিস্তানে পৌঁছে যে বিবৃতি দেন, তাতে মিয়া আবদুস শুকুরের প্রদত্ত তথ্যের যথার্থতা স্বীকৃত হয়।

আবদুস শুকুরের রিপোর্ট

মিয়া আবদুস শুকুর তাঁর প্রতিবেদনে বলেন ঃ "ভারতে একটি প্রশস্ত চারণ ভূমি রয়েছে, সেখানে দুধের ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। কিন্তু পান করার লোক খুবই কম। জীব-জন্তুকেই সেখানকার আসল বাসিন্দা বলে মনে হয়। মানুষ যেন একটা কৌতুককর জীব ছাড়া আর কিছু নয়। সাপ ও অন্যান্য জংলী প্রাণী অসংখ্য মানব বসতি শুন্য করে ফেলেছে।

বড় বড় শহরে ট্রাম চলাচল করছে, লোকজন দোকানে বেচাকেনা করছে, বাজারে কোন মোড়ে মাদারীর খেলা দেখতে জনতা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। এমন সময় হঠাৎ যদি একটা হরিণ বা নীল গাভী বাজারে প্রবেশ করে, তার পরক্ষণে মনে হয় যেন হাজার হাজার অশ্বারোহী দ্রুতবেগে শহরে প্রবেশ করছে। জনগণ ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্দ করে দেয়। ট্রাম চলাচল বন্দ হয়ে যায়। গাড়ী চলাচল থেমে যায়। ছুটে আসা পশুদের পদভারে চারিদিক কেঁপে কেঁপে ওঠে। একের পর এক পশুদের দল শহরে প্রবেশ করে, বাঘ-ভালুকের গর্জন শোনা যায়। কোন কোন দিন এ রকম ঘটনা একাধিকবার ঘটে। অবস্থা দেখে মনে হয় পশুরা যেন শহরকে কানামাছি খেলার চমৎকার জায়গা বেছে নিয়েছে।

সে দেশের বানররা জোর করে নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি আদায় করেছে। একদিন আমি হোটেলের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় এক পাল বকরী শহরে প্রবেশ করলো, কিন্তু বিস্ময়ের সাথে চেয়ে দেখি প্রত্যেক বকরীর পিঠে একটা করে বানর লাঠি হাতে তাদের তাড়া করে শহরে এসেছে।

আরেক দিনের কথা। হোটেলের কামরায় বসে খবরের কাগজ পড়ছি। হাতে সিগারেট। হঠাৎ কে যেন আমার হাত থেকে সিগারেট

www.pathagar.com

কেড়ে নিলো। পাশ ফিরে দেখি একটা বানর আমার বিছানায় বসে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। তার দিকে যেই তাকিয়েছে, কে যেন হাত থেকে খবরের কাগজটা ছিনিয়ে নিল। ফিরে দেখি সিগারেট কেড়ে নেয়া বানরের সাথী টেবিলের উপর বসে গভীর মনযোগের সাথে খবরের কাগজ দেখছে। টেবিলের নীচে আর একটি বানর আমার কালির দোয়াত থেকে অর্ধেক কালি খেয়ে ফেলল। বাকী অর্ধেক টেবিলের কাগজ পত্রের উপর ঢেলে দিল। তারপর আমার মাথার টুপি নিজের মাথায় দিল। খবরের কাগজ হাতে রাখা বানরটি তখন হাত থেকে কাগজ ছুড়ে ফেলে সেই টুপি নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করলো। আমি তাদের ভয় দেখানোর জন্য হাত তুললাম। কিন্তু ধূমপানরত বানর এক লাফে ছুটে এসে আমার চশমা খুলে নিয়ে নিজের চোখে এঁটে দিল। ততক্ষণে বাকি দুটি বানরের মধ্যে টুপির কলহ মিটে গেছে। তারা টুপিটি অসমভাবে ভাগ করে নিয়েছে। তৃতীয় বানর বিছানার উপর থেকে টেবিলের উপর বসে চশমা কপালে তুলে নিয়ে আমার জামার প্রতি মনোযোগ দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই জামাটি পরে নিল। অন্য এক বানর জামার বোতাম ধরে টানাটানি শুরু করল। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেয়ে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে হাতে ছড়ি তুলে নিলাম। কিন্তু এ দেশে বানররা মানুষকে তাদের মোকাবিলায় অতি তুচ্ছ জীব মনে করে। বানররা তাই ভয় পাওয়ার পরিবর্তে আমার প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমি একটা বানরকে ছড়ি দিয়ে আঘাত করলাম। বানরটি চীৎকার করে এক কোণে গিয়ে বসলো। আমি তখন বাকি দুটি বানরের প্রতি মনযোগী হলাম। তারা আমার জামা নিয়ে তখনো কাড়াকাড়ি করছিল। ছড়ির আঘাত করতেই তারাও এদিক ওদিক ছুটোছুটি শুরু করলো। কিন্তু হঠাৎ ব্যালকনিতে এবং ছাদে অসংখ্য বানরের দাপাদাপি ও চীৎকার শোনা গেল। দুর্ভাগ্য ক্রমে একটা জানালা ছিল খোলা। বাহির থেকে একটা বানর সে জানালায় উঁকি দিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়লো। তার অল্পক্ষণের মধ্যে পনের বিশটা বানর আমার কামরায় প্রবেশ করলো। আমি তাড়া তাড়ি এগিয়ে যেয়ে জানালা বন্ধ করে এক কোনে দাঁড়িয়ে সব বানরকে ভয় দেখাতে লাগলাম। হঠাৎ কাপড় পোড়া গন্ধ পেয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে বুঝলাম প্রথম বানরটির ফেলে দেয়া সিগারেটের আগুনে বিছানার চাদর পুড়তে শুরু করেছে। আমি চাদর

www.pathagar.com

একদিকে ছুড়ে ফেললাম। ঘটনাক্রমে একটা বানর সে চাদরে জড়িয়ে গেল। কয়েকটি বানর টানাটানি করে চাদর সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছিল, বাকি বানর গুলোর নজর আমার প্রতি। ইত্যবসরে চাদরে জড়িয়ে যাওয়া বানরের গায়ে আগুনের তাপ লাগায় সে চীৎকার জুড়ে দিল। ততক্ষনে অন্য বানররা চাদর খুলে ফেলেছে। একটা বানরের মাথায় আঘাত লাগলে সে আকাশ মাথায় তুলল। সে কি বিকট চীৎকার! অন্য বানররা তখন আমার কাছে আসতে সাহস পাচ্ছিল না। তারাও চীৎকার করছিল। ব্যালকনি এবং ছাদে তখন শুধু বানর আর বানর। তারা দরজা জানালা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিল। হোটেলের ম্যানেজারের ডাকে দরজা খুলে দেখি, ম্যানেজার ছাড়াও কয়েকজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। বানররা তাদের দেখে হৈ-চৈ জুড়ে দিল।

আশ্চর্যের বিষয়, ভারতের অধিবাসীরা বানরের ভাষা বুঝতে পারে। আমি যে বানরটিকে আঘাত করেছিলাম সম্ভবত সেটি একজন পুলিশের কাঁধের উপরে উঠে বসলো এবং তার মাতৃভাষায় চীৎকার করে কি যেন বলতে লাগল। অন্য একটা বানর দারোগার হাত ধরে আমার প্রতি ইঙ্গিত করল। এটি সম্ভবত সেই বানর, যার প্রতি আমি জলন্ত বিছানার চাদর নিক্ষেপ করেছিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই সব বানর হুড়মুড় করে পুলিশের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। দারোগা আমার দিকে তাকিয়ে রুক্ষস্বরে বলল, আপনি দেশভক্ত বানরদের অনেক উত্যক্ত করেছেন। আপনি বানরদের ঘরে রেখে দরজায় খিল এটে দিয়েছেন। এটা আপনার প্রথম অপরাধ।

আমি এ দোষ স্বীকার করে নিয়ে জবাব দিলাম, আপনাদের দেশভক্তরা আমাকে ইতিমধ্যেই সে অপরাধের শাস্তি দিয়েছে। আমার চশমা ভেঙ্গে ফেলেছে, টুপি ও জামার সর্বনাশ করেছে। বিছানার চাদর পুড়েছে, টেবিলের উপর রাখা সব কাগজ পত্র নষ্ট করে ফেলেছে।

দারোগা বলল, আপনার দ্বিতীয় অপরাধ, অপনি বানরদের উপর অত্যাচার করেছেন, চড়াও হয়েছেন। আপনাকে কোর্টে হাজির করা আমার দায়িত্ব। এই বলে আমার জবানবন্দী শোনার জন্য দারোগা একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

আমি বললাম, আমি বানরদের উত্যক্ত করেছি, নাকি তারা

www.pathagar.com

আমাকে উত্যক্ত করেছে ? বানরেরা আমার কামরায় প্রবেশ করেছে, নাকি আমি তদের কামরায় প্রবেশ করছি ?

দারোগা বেপরোয়া ভাবে বলল, এ দেশের সকল জিনিস সবার জন্য। সে আমার জবানবন্দী লিখে আমাকে তার সঙ্গে যেতে বলল।

হোটেলের বাইরে বেরোলে বানরগুলো আমাকে দেখে চীৎকার জুড়ে দিল। তিনটি বানর (সম্ভবত আমি যাদের ধোলাই করেছিলাম) আমাদের সঙ্গ নিল। এক ঘনটা পর আমাকে একটা আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো। বানর তিনটি আমার পাশে চেয়ারে বসলো। আদালত পুনরায় আমার জবানবন্দী নেয়ার প্রয়োজন মনে করেন নি। সরকারী উকিল বানরদের পক্ষ থেকে আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন। পনের মিনিট পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখে আদালত মামলার রায় দিলেন। আমার তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বিচারক অনুগ্রহ করে আমাকে এক বছর দুই মাস তিন দিনের শাস্তি দিলেন। বিচারক চিন্তা করে দেখেছেন, একে তো আমি পাকিস্তানী, তদুপরি আমি যা করেছি উদ্বেগ এবং ভয়ের কারনেই করেছি। তা ছাড়া আমার আক্রমণ ছিল আত্মরক্ষা মূলক। আমাকে হাত কড়া পরানোর পর একটা বানর বিচারকের সামনে টেবিলের উপরে উঠে বসলো, এবং তার গলা জড়িয়ে ধরে মুখে চুমু খেতে লাগল। একটা বানর খুশীর আতিশয্যে বিচারকের টুপি খুলে নিজের মাথায় দিল।

আমাকে যে কারাগারে অন্তরীণ করা হয়েছিল সেখানে সব কয়েদীই জীব হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত, তাদের শতকরা ৯৯জন মুসলমান। সম্মানিত পশুদের জবাই করে খাওয়ার অপরাধে তাদের কেউ কেউ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছিল। তাদের মধ্যে অনেকে আবার সাপ মারার অপরাধে অভিযুক্ত ছিল। গান্ধী-ভক্তরা সাপকে দেবতা মনে করে। কিন্তু যারা নিছক আত্মরক্ষার্থে বাঘ, চিতা, ভালুক প্রভৃতি জংলী প্রাণী হত্যা করেছে তাদেরকেও কারাগারে দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। পাগলা কুকুর হত্যার অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত লোক ও সেখানে ছিল।

কয়েদীদের সম্পর্কে আমি অনেক কিছু লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু জেলে যাওয়ার তৃতীয় দিন একজন অফিসার এসে আমাকে মোবারকবাদ

www.pathagar.com

দিয়ে বললেন, এবার আপনি মুক্ত। আমার বিস্ময় প্রকাশ দেখে তিনি একটা কাগজ বের করে বললেন, এটা আপনার সম্পর্কে আদালতের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত। আমি দেখলাম কাগজে লেখা রয়েছে, 'আমরা অভিযুক্ত আবদুস শুকুরকে বানরদের উত্যক্ত করার অপরাধে এক বছর, দুই মাস তিন দিনের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলাম। এখন আমরা সেই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে তাকে সসম্মানে মুক্তি দিচ্ছি।' নীচে বিচারকের স্বাক্ষর ছিল।

গাড়ীতে করে আমাকে হোটেলে পৌছে দেয়া হলো। হোটেলের দরজায় পাকিস্তানের সহকারী রাষ্ট্রদূতের সেক্রেটারী আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর মুখে আমার মুক্তির রহস্য জানতে পারলাম। আমার গ্রেফতার হওয়ার দিন তিনি আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। হোটেলের ম্যানেজারের কাছ থেকে আমার গ্রেফতারী ও কারাদণ্ডের খবর শুনে তিনি তার অফিসে সহকারী রাষ্ট্রদূতকে এ খবর জানান। অন্যদিকে তিনি পাকিস্তানের সংবাদপত্র অফিসগুলোতে টেলিগ্রাম করেন। পাকিস্তান বেতার থেকে আমার গ্রেফতারী ও কারাদণ্ডের খবর বিশেষ গুরুত্ব সহকারে প্রচার করা হয়। মস্কো, পিকিং লণ্ডন ও ওয়াশিংটন বেতার কেন্দ্র থেকেও এ খবর ফলাও করে মন্তব্য সহ প্রচার করা হয়। তৃতীয় দিন সকালে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর টেবিলের উপর পাকিস্তানের সব সংবাদপত্রে প্রধান খবর হিসেবে আমার কারাদণ্ডের খবর দেখা গেল। একটি পত্রিকা তো কার্টুন ও প্রকাশ করলো। ফলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূতের সাথে টেলিফোনে আলাপ করার পর আমার মুক্তির আদেশ দেলেন।

মানুষের প্রতি বানরের ক্রমবর্ধমান হৃদ্যতার টানে অতিষ্ঠ হয়ে সরকার কতিপয় আত্মরক্ষা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়। যেমন সরকার নিজ অর্থব্যয়ে জনগণের ঘরের দরজা জানালায় লোহার জাল লাগিয়ে দেয়। প্রত্যেক ঘরের দরজায় আপনা আপনি বন্দ হওয়ার মত একটি ছিটকিনি লাগিয়ে দেয়া হয়। বানরদের গৃহে প্রবেশ বন্ধ করার স্বার্থেই এটা করা হয়।

কিন্তু ইঁদুরের প্রবেশ কিভাবে রোধ করা যাবে ? প্রত্যেক ঘরে এক পাল ইঁদুর বাস করে। তারা মানুষদের এমন সঙ্গপ্রিয় হয়ে পড়েছে যে, মানুষদের সঙ্গেই খেতে বসে। তাদের ভয় দেখানো যাবে কিন্তু বধ

www.pathagar.com

করার অনুমতি নেই। কিন্তু শুধু ধমক খেয়ে তারা ভয় পায়না। ধমক তাদের গা সওয়া হয়ে গেছে। এ কারনে জনগণ খেতে বসলে পাশে ইঁদুর নিয়ে বসে। শহরে সাপের সংখ্যা খুব বেশী নয়। কিন্তু আমি শুনেছি, গ্রামে সাপের অত্যাচারে অনেক লোক বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়েছে।

সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে বানরদের নিয়ে। রেলষ্টেশনে যাত্রীরা দীর্ঘ-সময় হয়তো ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে। এক সময়ে ট্রেন এলে দেখা যাবে কোন কামরায় লোক গিজ গিজ করছে, তিল ধারণের ঠাঁই নেই, আবার কোন কোন কামরায় একজন ও মানুষ নেই, শুধু বানর বোঝাই। বানররা সফর শুরু করলে আর শেষ করতে চায় না। জনগণের সাধ্য নেই যে জোর করে তাদের নামতে বাধ্য করবে। অনেক ভেবে চিন্তে ষ্টেশনের কর্মচারীরা হালুয়া রান্না করে রাখতে শুরু করেছে। হালুয়া দেখলে বানররা লোভে ছুটে এসে কামরা খালি করে দেয়। ততক্ষণে মানুষ যাত্রীরা ট্রেনে উঠে কামরার দরজা জানালা বন্দ করে দেয়। কিন্তু ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার ভেঁপু পড়লে বানররা হালুয়া বাকি থাকলেও সে গুলো রেখে ছুটে আসে এবং কামরায় প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়ে ছাদের উপর উঠে বসে। দ্রুত গতিতে ট্রেন চললে বানররা নীচে পড়ে যাবে, এজন্য সরকার ট্রেন এবং অন্যান্য যানবাহনের জন্য ঘন্টায় পনের মাইল গতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কোথাও যাওয়ার সময় আপনি আপনার গাড়ীর ছাদে দশ পনেরটা বানর অবশ্যই দেখতে পাবেন। সে দেশে বানরদের অত্যাচারে সাইকেল চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। হয়তো একজন সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে, কিছুক্ষণের মধ্যে একটা বানর তার কাঁধে চড়ে বসবে, একটা হ্যাণ্ডেলে বসবে তৃতীয় আরেকটা তার বাহুতে ঝুলতে চেষ্টা করবে এমতাবস্থায় সাইকেল চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। সাইকেলের চাকার মধ্যে বানরের লেজ আটকে কেঁটে গেলে সে সাইকেল আটক করে আরোহীকে জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

সাধারণ কুকুরদের মতো পাগলা কুকুর হত্যা করাও অপরাধের শামিল। কোন এলাকায় পাগলা কুকুরের উপদ্রব হলে জনগণ পুলিশে খবর দিবে। পুলিশ ঘটনাস্থলে যাওয়ার জন্য কোন সরকারী চিকিৎসককে টেলিফোন করবে। চিকিৎসক কুকুরটির চালচলন লক্ষ্য করে পাগল হওয়া সম্পর্কে মত প্রকাশ করলে আবার জনগণ পুলিশকে খবর দেবে। পুলিশের অনেকগুলি স্কোয়াডকে পাগলা কুকুর ধরার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

তারা এমন পোষাক পরিধান করে যাতে কুকুরের কামড় ক্রিয়া করতে পারে না। কুকুরকে তাড়া করলে এক সময়ে কুকুর আক্রমণ কারীদের কামড়াতে আসে, পুলিশরা তখন কুকুরটিকে একটা খাঁচায় আবদ্ধ করে রাখে। সে সব কুকুরকে ট্রেন যোগে বোম্বে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমি শুনেছি বোম্বে থেকে সে সব কুকুরকে নৌকায় করে একটা ছোট সামুদ্রিক দ্বীপে পাঠানো হয়। পাগলা কুকুর ধরা পড়ার আগে তার স্বজাতীয় এবং কিছু সংখ্যক নিরীহ লোককে কামড় দিয়ে থাকে। ফলে তারাও পাগল হয়ে যায়। এ জন্য বড় বড় শহরে ফায়ার ব্রিগেড এর মত পাগলা কুকুর ধরার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পুলিশ বাহিনীও উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

মাছি-মশা মারার অনুমতি নেই। তবে সরকার ঘরের কামরায় এমন সব জিনিস জ্বালিয়ে রাখার অনুমতি দিয়েছে যার গন্ধে মশা-মাছি দূরে সরে যায়। সবচেয়ে মুশকিল হলো এখানে গরমের দিনেও দরজা জানালা বন্দ করে ঘুমুতে হয়।

ভারতের উন্নতির বর্তমান গতিধারা অব্যাহত থাকলে বিচিত্র নয় যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে মানুষ জীবজন্তুর ভয়ে লোকালয় ছেড়ে গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে। সে সব জনশুন্য অঞ্চলে তখন কুকুর, বিড়াল, বানর, সাপ, ব্যাঙ, বাঘ-ভল্লুক রাজত্ব করবে। তিনমাস থেকে আমি এদেশে আছি। সৌভাগ্য বশত এ সময়ের মধ্যে আমাকে কোন পাগলা কুকুর বা সাপ দংশন করেনি। যে সব হাতী, বাঘ, চিতাবাঘ এবং অন্যান্য বন্য জন্তু শহরে হাওয়া খেতে আসে তাদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কখনো কখনো আমার মনে হয় ভারতের রাজধানী আফ্রিকার কোন জঙ্গলের একটা অংশ বৈ নয়। আর এখানের অধিবাসীরা ইদুর থেকে শুরু করে হাতী পর্যন্ত সব ছোট বড় জন্তুর খোশামোদ তোষামোদ করতে বাধ্য।

সাম্প্রতিক অবস্থা দেখে আমার মনে হয়, সম্ভবত ভারতের সামনে নতুন সম্ভাবনাময় দিন সমাগত। ক'দিন আগের ঘটনা। আধমাইল লম্বা মিছিলের রূপ ধরে এক পাল বকরী শহরে প্রবেশ করলো। পঞ্চাশ ষাটটা চিতাবাঘ বকরী গুলোকে তাড়া করছিল। শহরের অন্যদিক দিয়ে বাঘের তাড়া খাওয়া একপাল গরু প্রবেশ করলো। এসব গরু বকরীগুলোকে নির্বিচারে পদদলিত করে সামনে এগিয়ে গেল। ব্যঘ্রমণ্ডলী তখন গরুদের কথা ভুলে বকরীর পালের উপর আক্রমন চালালো।

www.pathagar.com

ও দিকে গরুর পাল শহরে চিতাবাঘের সামনে পড়ায় চিতাবাঘ তাদের উপর হামলা করলো। গরুর পাল উল্টোমুখে ফেরার সময় আবার বহু বকরী তাদের পায়ের তলায় চাপা পড়ে প্রাণ দিল। অল্প কিছু সংখ্যক বকরী এদিক ওদিকের গলিতে ছুটে গিয়ে প্রাণ বাচালো। তারপর বাঘ এবং চিতাবাঘ উভয়ে মিলে গরুর পালের উপর আক্রমণ করলো। গরুর পালের বহু গরুও বাঘের শিকার হলো। বাকি সবাই শহরের বাইরে আত্মরক্ষার্থে ছুটে পালালো। চিতাবাঘ এবং বাঘও তাদের অনুসরণ করলো। পরে দেখা গেল যে, বাজারে পনের হাজার বকরী ছাড়াও পাঁচশত গরুর লাশ দাফন কাফন বিহীন অবস্থায় পড়ে আছে। কুকুর, শিয়াল ও চিল-শকুনের উপদ্রবে দুদিন বাজার বন্দ থাকলো। তৃতীয় দিন সকালে সামরিক বাহিনীর লরীতে গরু বকরীর লাশ অপসারণ শুরু হলো। বিকেল ৪টা পর্যন্ত এ অভিযান অব্যাহত থাকলো। রাতে শহরের বড় বাজারে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হলো। জাতীয় পরিষদের একজন তরুণ সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করেন। বক্তাগণ পনের হাজার বকরী মাতা এবং পাঁচশত পবিত্র গরুর দুর্ঘটনা জনিত অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করলেন এবং সর্ব সম্মতিক্রমে নিম্নরূপ প্রস্তাব গৃহীত হলো ঃ

"শহরের অধিবাসীদের এ বিরাট সভা চিতাবাঘ এবং বাঘের ধ্বংসাত্মক তৎপরতার নিন্দা জ্ঞাপন করছে। তাদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতার কারনেই পনের হাজার বকরী-মাতা এবং পাঁচশত গো-মাতার মৃত্যু হয়েছে। এই সভা এ ধরণের তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবী জানাচ্ছে।"

সভার সকল কর্মকাণ্ড ছিল নিতান্ত হাস্যকর। কিন্তু সভাপতির বক্তৃতা সভার রং বদলে দিল। যদিও তার বক্তৃতাকে বিদ্রোহাত্মক আখ্যায়িত করে পরদিন সরকার তাকে গ্রেফতার করেছে তবু আমি মনে করি তার বক্তৃতা ভারতের ভবিষ্যতের উপর অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করবে। আমি বক্তার পুরো বক্তৃতা উদ্ধৃত করতে পারছিনে বলে দুঃখিত, তবু আমার যতটুকু মনে আছে সে টুকু এখানে উল্লেখ করছি ঃ "ভাইয়েরা আমার, আমি তোমাদের বক্তৃতা শুনেছি, তোমাদের গৃহীত প্রস্তা সম্পর্কেও ভেবে দেখেছি। কিন্তু আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, তাতে তোমাদের যন্ত্রণা এবং বেদনার উপশম হবে না। তোমা--

www.pathagar.com

দের গৃহীত প্রস্তাব চিতাবাঘ ও বাঘের স্বভাব বদলাতে পারবে না। আর সরকার যদি জীবহত্যা সম্পর্কিত আইন পরিবর্তন না করে তাহলে সরকার ও তোমাদের জন্য কিছু করতে পারবে না। পশুকে আমারা যেদিন দেবতা বলে মেনে নিয়েছিলাম সেদিন ছিল আমাদের ইতিহাসের নিকৃষ্টতম দিন। স্বাভাবিক প্রকৃতির সাথে এটা একটা রসিকতা ছাড়া কিছু নয়। প্রকৃতি আমাদের সে রসিকতার শাস্তি দিচ্ছে। এ দেশের মানুষ বিড়াল ইঁদুরের চেয়েও অধিক অসহায়, অধিক মজলুম। এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কি হতে পারে? সরকার সাপ, কুকুর এবং অন্যান্য বন্য জন্তুর বংশ বৃদ্ধিও রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা করছে অথচ ওদের কারণে ধ্বংস হয়ে যাওয়া মানুষদের সম্পর্কে তাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। একটা সাপ কিংবা একটা কুকুর মানুষকে কামড়ালে তাকে মারা যাবে না, পাপ হবে। আমি জানতে চাই বিষ দাঁত ওয়ালা সেই কুকুর ও সাপ যে মানুষ হত্যা করছে, তা কি পাপ নয়?

সাপ, কুকুর, বাঘ ইত্যাদি বন্য জন্তুর কারণে আজ আমাদের জনবসতি শতকরা পঞ্চাশ ভাগে নেমে এসেছে। এতে বোঝা যায়, আগামী পঞ্চাশ বছরে আমাদের দেশে শুধু বন্য জন্তু দেখা যাবে। ভগবানের এই ভূখণ্ডকে পাকিস্তানের গোশত-খোর অধিবাসীরা তখন একটা চমৎকার শিকার ক্ষেত্র মনে করবে। (এ সময় কিছু সংখ্যক লোক ক্রুদ্ধ হয়ে চীৎকার শুরু করে, কিন্তু বক্তা ক্রুদ্ধস্বরে বলেন) তোমাদের মধ্যে যারা কৃষকরা রয়েছো তাদের বহু পল্লী আজ বিরান হয়ে গেছে, এটা কি সত্যি নয়? কৃষকরা মাঠে বীজ বপন করলে মুরগী, কাক ইত্যাদি পাখীরা এসে খেয়ে যায়। চারা গাছ দেখা দিলে পশুদের অত্যাচারে বড় হতে পারে না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উর্বর জমির মালিক হয়ে ও তোমাদের ঘরে ভাত-রুটি নেই। এখনো এ দেশে প্রচুর চারণ ভূমির সতেজ সবুজ ঘাস রয়েছে, তোমারা প্রয়োজনাতিরিক্ত দুধ মাখন পাচ্ছ, কিন্তু যেদিন এ দেশের ক্রমবর্ধমান পশুরা সব ঘাস খেয়ে ফেলবে এবং তারা ঘাসের অভাবে আর তোমারা দুধ-মাখনের অভাবে মারা যাবে সেদিন কি হবে?

একব্যক্তি চীৎকার করে বলল, তাহলে আমাদের কি করতে হবে?

বক্তা বললেন, আমি বলছি শোন, তোমাদের সামনে বর্তমানে দুটো পথ খোলা রয়েছে। যদি তোমরা এভাবে পশুদের পবিত্রতার

www.pathagar.com

প্রবক্তা সেজে থাকো তাহলে তোমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যদি তোমরা বেঁচে থাকতে চাও তবে পশুদের সংখ্যা কমানোর চেষ্টা করো। অন্যথায় তোমরা এ দেশ ছেড়ে এমন একটা দেশে চলে যাও যে দেশের সরকার তোমাদেরকে সাপ, পাগলা কুকুর, বানর, বাঘ, ইত্যাদি বন্য জন্তুর অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। সে সব লোকের প্রতি আজ আমার হিংসা হচ্ছে যারা গোশত খাওয়া সত্ত্বে ও শান্তিপূর্ণ ভাবে জীবন কাটাচ্ছে। আমরা পশুদের পূজা করি, তবু ও পশুদের কারণে এ দেশে শ্বাস নেয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

এ বক্তৃতা উপস্থিত প্রতিটি শ্রোতার মনের কথারই প্রতিধ্বনি ছিল। সভা শেষে আমি বক্তৃতা সম্পর্কে জনগণের মতামত সংগ্রহ করেছি। কিছু সংখ্যক শ্রোতা শুধু অন্যের উপর নিজের ধর্মীয় প্রভাব খাটানোর জন্যই বক্তার নিন্দা করছিল। অধিকাংশ শ্রোতাই বলাবলি করছিল, সরকারের কিছু একটা করা উচিত। পরদিন সব সংবাদপত্রে মোটা অক্ষরে পুরো বক্তৃতা প্রকাশিত হলো। কোন কোন সংবাদপত্র বক্তৃতার উপর সম্পাদকীয় লিখলো। সে সব নিবন্ধে বক্তব্যের প্রতি আধা সমর্থন ও আধা বিরোধিতা প্রকাশ পায়। কিন্তু সব পত্রিকাই বক্তাকে বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করে। ফলে পরদিন তাকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু সে বক্তৃতা বৃথা যায়নি। আজ সকালে রেডিওতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন ঃ "ভবিষ্যতে বন্য জন্তুদের আক্রমণের আগে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে উভয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হবে। সে অধিবেশনে কয়েকটি প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হবে। সে সব প্রস্তাব পাশ হলে আশা করা যায়, শহরে এবং গ্রামে বন্য জন্তুদের আক্রমণ বন্দ হবে। আমি এ মুহূর্তে সে সব বিবেচনাধীন প্রস্তাব সম্পর্কে আলোকপাত করব না, তবে আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি যে সে সব প্রস্তাব জীব হত্যার ব্যাপারে সরকারের প্রচলিত আইনের উপর প্রভাব বিস্তার করবে না। পশুদের বিরুদ্ধে আমরা এমন কোন পদক্ষেপ নেব না, যাকে হিংসাত্মক বলা যায়। আমাদের পদক্ষেপ হবে প্রতিরোধমূলক। সে পদক্ষেপে অহিংস নীতির মর্যাদা পুরোপুরি অক্ষুন্ন রাখা হবে।"

ভারতের প্রতিরোধ ব্যবস্থা হয়ত খুবই চমক প্রদ হবে। কিন্তু পাকিস্তানের সংবাদপত্র আমার রিপোর্টের জন্য অনেক দিন থেকে প্রতিক্ষা করছে।

www.pathagar.com

আমি আমার রিপোর্ট বিমান ডাকে পাঠানোর চেয়ে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই ভাল মনে করি। এই রিপোর্ট প্রকাশের পর আমার ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষিত হবে এটা আমি ভাল করেই জানি।

আগামীকাল বিমানযোগে লাহোর যাব। পেট ভরে গোশত খাওয়া আমার সবচে বড় আকাঙ্খা, এ জন্য যাওয়ার আগে আমি বাড়ীতে টেলিগ্রাম করেছি যে, আমার পছন্দনীয় খাবর যেন অন্তত তিন প্লেট তৈরী করে রাখা হয়। টেলিগ্রাম সেন্সর হওয়ার আশাংকায় বেশী কিছু লিখতে পারিনি। পাকিস্তানে গোশত খুবই দুর্মূল্য। এখানে লক্ষ লক্ষ মুরগী, টিয়া, তিতির প্রভৃতি পাখী দেখে আমার জিহবায় পানি এসে যায়। ভারতের জনগণ পাকিস্তানের জনগণকে দাওয়াত করলে আমার বিশ্বাস, ভারতীয়রা তাদের মেহমানদের কমপক্ষে বিশ বছর দুবেলা গোশত খাওয়াতে পারবে।"

পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদপত্রে এ রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর ভারতে মিয়া আবদুস শুকুরের পুন প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। তবে এ রিপোর্ট বিভিন্ন দেশের পর্যটক এবং সাংবাদিকদের ভারতের প্রতি খুব বেশী আগ্রহী ও উৎসাহী করে তোলে।

পবিত্র ইঁদুরের কাহিনী

রাশিয়ার একটি বিজ্ঞান প্রতিনিধিদল ভারত সফর করেন। সফর শেষে মেস্কো পৌঁছে প্রতিনিধিদলের নেতা রেডিও বক্তৃতায় বলেন ঃ

"বর্তমান অবস্থা সরে-জমিনে প্রত্যক্ষ করার পর আমদের এ ধারণা হয়েছে যে, ভারত জীবরক্ষা আইনের কোন পরিবর্তন না করলে পঞ্চাশ বছর পর সেখানে মানুষের বসবাস অসম্ভব হয়ে পড়বে। দিনে দিনে সেখানে সাপ এবং বন্যজন্তুই শুধু বৃদ্ধি পাচ্ছেনা, ইঁদুর ও মশা-মাছি এতো বেড়ে গেছে যে, তাদের দ্বারা সৃষ্ট রোগে প্রতি বছর কোটি কোটি লোক আক্রান্ত হচ্ছে। আমরা সেখানে সবচেয়ে চমকপ্রদ যে জন্তু দেখেছি সেটি হলো বানর। বানরের মানসিক অগ্রসরতা দেখে আমার অনেক সাথী ডারউইনের রিবর্তনবাদের কথা বলতে শুরু করেছেন। এখন থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সে দেশের মানুষ উন্নতির যে

www.pathagar.com

পর্যায়ে অবস্থান করেছিল, বর্তমানে সে দেশের বানর সে পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু গত সত্তর-আশি বছরে এই প্রাণী যে উন্নতি করেছে, তা দেখে কোন কোন ডাক্তারের ধারণা যে এই প্রাণী খুব শীঘ্র মানুষের মর্যাদা লাভ করবে।

আমরা ওয়ার্ধায় পৌঁছে দেখি পদস্থ কয়েক জন সরকারী কর্মকর্তা আমাদের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। একজন সামনে এগিয়ে এসে আমার সাথে করমর্দন করলেন। আমার একজন সাথী সেই কর্মকর্তার সাথে করমর্দন করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ হুড়হুড় করে একদল বানর ছুটে এসে তাঁকে একদিকে ঠেলে দিয়ে আমাদের সাথে করমর্দন করতে শুরু করল। বানরদের সংখ্যা ছিল দু'শোর মত। এদের করমর্দন শেষ না হতেই আর একটি দল এসে হাজির হলো, তারা সংখ্যায় ছিল অগনন। আমরা তাদের কবল থেকে রেহাই পেতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু এদের যেন করমর্দনের জেদ চেপে বসলো। পুলিশ ঘুষ হিসেবে তাদের সামনে খাবার তুলে ধরলো। কিন্তু তাতেও আমাদের প্রতি বানরদের আকর্ষণ কিছু মাত্র কমলো না। বানরদের সাথে ক্রমাগত করমর্দনে আমাদের হাতে দাগ বসে গেল। তারা এমন সন্তর্পণে আমাদের টুপি এবং চশমা খুলে নিল যে আমরা টের ও পেলাম না। আমার এক সাথী রেগে গিয়ে পকেট থেকে পিস্তল বের করে ব্লাঙ্ক ফায়ার করলেন। এতে সব বানর নিমেষে উধাও হয়ে গেল। আমরা এতোটা আশা করিনি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কিন্তু পুলিশ আমার সাথীর এ কাজকে বে আইনী আখ্যায়িত করলো এবং আমাদের প্রত্যেকের পিস্তল কেড়ে নিল। পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে আমাদেরকে পিস্তল ফেরত দেয়া হলো। তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রী জানালেন যে, অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে কোন প্রাণী বিশেষত বানরদের ভয় প্রদর্শনের শাস্তি অত্যন্ত কঠিন। এ থেকে আমাদের মনে হয়েছে যে ভারতীয় জনগণের মানসিক পাশ্চাদ পদতা শুরু হয়েছে। তারা উন্নতির উল্টো পর্যায়ে বানরদের শ্রেণীতে পৌঁছে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ততোদিনে বানরদের মধ্যে মানবিক গুণাবলী সংযোজিত হবে। শিল্প সাংস্কৃতিতে বানরদের আগ্রহ দেখে আমরা আরো বিস্মিত হলাম। সিনেমা হলগুলোর দরজা এমন ভাবে তৈরী যে বানরদের পক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু চিত্র

www.pathagar.com

প্রদর্শনী বন্দ না হওয়া পর্যন্ত তারা হলের বাইরে অপেক্ষমান থাকে। ভেতরে নাচ-গান হলে তারা বিশেষ ভাবে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ পর নাচতে শুরু করে। নাচের ব্যাপারে তারা তাল এবং লয়ের প্রতি যথেষ্ট লক্ষ রাখে। সঙ্গীতের উপর ভারতের কুকুর এবং গাধাদেরও সম্পৃক্তি রয়েছে। বিকেলের দিকে তারাও গিয়ে সিনেমা হলের পাশে ভিড় করে। হলের ভেতর জাতীয় সঙ্গীত বাজতে শুরু করলে গাধা উৎকর্ণ হয়ে সঙ্গীত শোনে। তারপর একপাশে গিয়ে নাচের তালে তালে সে সঙ্গীত গাইতে শুরু করে। সে সময় গাধার চোখে মুখে যে ভাবের উদয় হয় সেটা দেখার মত। ঠিক যেন পশুত্ব থেকে মানবতায় অথবা বন্যতা থেকে সাংস্কৃতিতে উত্তরণের প্রথম ধাপ। কিন্তু হলের ভেতরের সুরের সাথে কুকুর এমন চমৎকার সুর মেলায়, যা একটা দেখার মত ব্যাপার। আমার ধারণা ভারতে সঙ্গীত প্রেমিকদের মধ্যে কুকুরের স্থান সর্বোচ্চে, গাধা তার একধাপ নীচে। বানর সঙ্গীতের সুর, তাল বোঝে এবং ঠিক মানুষের মতোই নাচতে পারে। কিন্তু সে গাইতে পারে না।

আমরা এসব পশুর মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের উদ্দেশ্যে একটা গাধা, একটা কুকুর ও একটা বানর সঙ্গে আনতে চাইলাম। কিন্তু ভারত সরকার আমাদেরকে অনুমতি দিলেন না। প্রতিটি প্রাণীর জন্য আমরা এক হাজার রুবল দিতে চাইলাম, কিন্তু আমাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়েছে। বিজ্ঞানের উন্নতির স্বার্থে আমরা আবেদন জানালাম। তাতে ও আমাদের হতাশ করা হলো। তবু আমরা ভারত থেকে খালি হাতে ফিরে আসিনি। আমরা এমন একটি প্রাণী নিয়ে এসেছি যা সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের বিস্ময়ের উদ্রেক করবে। এটি একটি সাধারণ ঘরোয়া ইঁদুর। মানুষের সাথে মেলামেশার কারণে এ ইঁদুর উন্নতির উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এই ইঁদুরটির বৈশিষ্ট্য আমি পরে বর্ণনা করব। কিন্তু এই মূল্যবান প্রাণীকে আমারা ভারত থেকে কিভাবে অপহরণ করেছি সেটা শুনলে আপনারা নিঃসন্দেহে চমৎকৃত হবেন।

ওয়ার্ধা থেকে ফিরে আসার দিন একটি ইঁদুর আমার থলের ভেতর ঢুকে পড়ে। আমি সঙ্গে সঙ্গে থলের মুখ বন্দ করে ফেলি। কিন্তু থলের ভেতর তার ছুটোছুটি দেখে ভাবলাম এতে কেউ সন্দেহ করতে পারে। এজন্য এটিকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ছিলাম। ইঁদুরটি বেহুশের মত ঘুমুতে লাগল। সীমান্ত অতিক্রমের সময় শুল্ক বিভাগে আমাদের তল্লাসী

www.pathagar.com

নেয়া হলো। এই তল্লাসী কোন জিনিসের চোরাচালানের জন্য নয় বরং কেউ উকুন নিয়ে যায় কিনা সেটা দেখার জন্যই এটা করা হয়। পরনের পোষাকের পরিবর্তে আমাদের নতুন পোষাক সরবরাহ করা হয়। আমাদের মাথার চুল এমন মেসিনে পরিষ্কার করা হয় যে মেসিন বিদ্যুৎ গতিতে উকুন বাছাই করতে পারে। ভারতে অবস্থানকালে আমাদেরকে সাবান এবং চিরনি ব্যবহার করতে দেয়া হয়নি। কারণ এতে উকুন মরে যওয়ার আশঙ্কা ছিল। শুল্ক দফতরে আমাদের মাথায় অনেক উকুন পাওয়া গেল, সব উকুন সরকার বাজেয়াপ্ত করলো। তবে আমার থলেটি খোলা হয়নি। ফলে এ ইঁদুরটি নিরাপদে মস্কো পৌঁছে যায়।

এবার আমি এ ইঁদুরটির কয়েকটি গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করব। এটা দেখতে আমাদের দেশের ইঁদুরের চেয়ে বড়, মানুষকে একটু ও ভয় পায় না। আমি ভারতীয় গানের কয়েকটি রেকর্ড সঙ্গে নিয়ে এসেছি। রেকর্ডগুলো বাজানোর সময় ইঁদুরটি লেজ উপরে তুলে পেছনের পায়ে খাড়া হয়ে নাচ শুরু করে দেয়। কিন্তু তার সামনে রুশীয় গান গাওয়া হলে একটুও নড়াচড়া করে না। সে মাখন দুধ এবং তাজা ফল ছাড়া কিছু খায় না। কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত আয়নার সামনে বসে নিজের চেহারা দেখে। গতকাল আমি তার গোঁফ ছেঁটে দিয়েছিলাম। এখন তার সামনে আয়না রাখলে সে চোখ বন্দ করে ফেলে। আমাদের দেশের ইঁদুরদের প্রতি তার ভীষণ ঘৃণা। আমাদের দেশের ইঁদুরের সঙ্গে তার দেহ ছুঁয়ে গেলে সে সঙ্গে সঙ্গে পানিতে নেমে নেয়ে-ধুয়ে উঠে আসে। পরীক্ষা মূলক ভাবে আমরা তখন আমাদের দেশীয় আর একটা ইঁদুরের সাথে তার দেহ ছুঁইয়ে দেই। তখন আবার সে পানির পাত্রে লাফিয়ে পড়ে অবগাহন করতে শুরু করে।

রাশিয়ার সব বড় বড় বৈজ্ঞানিক এ ইঁদুরটিকে পরীক্ষা করেছেন। তাদের মতে এটি সেই ইঁদুর গোত্রের সদস্য যারা উন্নতির চরম পর্যায়ে অবস্থান করছে। পৃথিবীর সকল ইঁদুরের চেয়ে এদের মর্যদা অনেক উর্ধে। আমরা তিনচারদিনের মধ্যে তার মস্তিস্কে অস্ত্রোপচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইউরোপ এবং এশিয়ার বহু বিজ্ঞানী বর্ত্তমানে মস্কোতে অবস্থান করছেন। আমেরিকার দশজন বিজ্ঞানী আমাদেরকে তারবার্তায় তাদের আগমন পর্যন্ত এ তৎপরতা মূলতবী রাখতে অনুরোধ করেছেন। এ অস্ত্রোপচারে বিভিন্ন দেশের ১৮০ জন

www.pathagar.com

বৈজ্ঞানিক অংশ গ্রহণ করবেন। এরা সবাই আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন। আমরা ভারতীয় প্রাণী বিজ্ঞানীদের ও আমন্ত্রণ জানিয়েছি। কিন্তু এখনো তাদের তরফ থেকে কোন জবাব পাওয়া যায় নি। এই ইঁদুর সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। মস্তিস্কে অস্ত্রোপচারের ঘটনা উপলক্ষে বর্ত্তমানে মস্কোতে ষাটজন সাংবাদিক সমবেত হয়েছেন। আরো কিছু সংখ্যক সাংবাদিকের আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আজ হঠাৎ করে ইঁদুরটির অসুস্থ্যতা আমাদেরকে বিব্রত করে তোলে ডাক্তাররা অনেক পরীক্ষার পর মত প্রকাশ করেন যে, ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করার কারণে ইঁদুরটির সর্দি হয়েছে। সর্দির ওষুধ খেয়ে বর্তমানে ইঁদুরটি সম্পূর্ণ সুস্থ্য রয়েছে।"

মস্কো রেডিওতে এ বক্তৃতা শুনে ভারতের সরকার এবং জনগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। বড় বড় নেতাদের মতে এই ইঁদুরের মধ্যে কোন মহাপুরুষের আত্মা রয়েছে। সেই আত্মার বলিদান ভারতীয় জনগণের জন্য অসহ্য। সংবাদপত্রে ভারতীয় শুল্ক বিভাগের তীব্র সমালোচনা করা হয়। তাদের অমনোযোগিতার কারণেই মস্কোর বিজ্ঞানীরা এই পবিত্র ইঁদুরটি অপহরণে সক্ষম হয়েছেন। সংবাদপত্র গুলো এ ব্যাপারে অবিলম্বে সরকারী হস্তক্ষেপ দাবী করে।

শুল্ক বিভাগের পনের জন কর্মকর্তাকে সরকার বরখাস্ত করলেন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে নির্দেশ দেয়া হলো, ইঁদুরের প্রাণ রক্ষার জন্য যেন প্রচেষ্টা চালানো হয়। মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসকে এ দায়িত্ব না দিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্বয়ং বিমানযোগে মস্কো পৌঁছেন। কিন্তু মস্কো সরকার জানান যে বর্তমানে ইঁদুরটি বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক পরিষদের মালিকানায় রয়েছে। সরকারের পক্ষে এ জন্য কিছু করা সম্ভব নয়। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিজ্ঞান পরিষদের সকল বিজ্ঞানীর সাথে ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু তাঁরা কেউই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আবেদনকে গ্রাহ্য করেন নি।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হতাশ হয়ে ফিরে এলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর লোক সভার জরুরী অধিবেশন আহ্বান করা হলো। তিন দিনের গরম বিতর্কের পর লোক সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, রুশ সরকারকে মারকলিপি প্রেরণ করা হবে। এ লিপি পেয়ে রাশিয়া যদি ইঁদুর ঠায় তবে তো ভালোই, অন্যথায় ভারত রাশিয়ার সাথে কুটনৈতিক

www.pathagar.com

সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হবে। এই সিদ্ধান্তের অনুলিপি ও সব সরকারকেও পাঠাতে হবে যাদের দেশের বিজ্ঞানীরা একটি ভাষাহীন অসহায় ইঁদুরকে কষ্ট দিয়ে জীবহত্যার পাপে অংশ গ্রহণ করছে।

প্রায় এক সপ্তাহ পর রুশ সরকারের একজন বিশেষ দূত একটি বিরাট বিমান নিয়ে ওয়ার্ধায় এসে পৌঁছেন। তারপর প্রধানমন্ত্রীর অফিসে গিয়ে রুশ সরকারের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের স্মারকলিপির জবাব দেন। সে জবাবের মূল বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

আপনাদের সরকারের পক্ষ থেকে ইঁদুর সম্পর্কে প্রেরিত স্মারকলিপির জন্য রুশ সরকার গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন। সে ইঁদুরটি বর্তমানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মালিকানায় রয়েছে। আজ সেই ইঁদুরের মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা হবে। অস্ত্রোপচার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের জন্য মস্কোতে বিভিন্ন দেশের দুশো পঞ্চাশ জন বিজ্ঞানী সমবেত হয়েছেন। এ সব বিজ্ঞানীর মধ্যে একশত আশিজন বিজ্ঞানী আন্তর্যাতিক খ্যাতি সম্পন্ন। আমাদের সরকারর সব দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অটুট রাখতে আগ্রহী। আপনাদের সরকার আরো আগে যদি উক্ত ইঁদুর সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতো তবে অবশ্যই আমরা সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম কিন্তু বর্তমানে ইঁদুরটির মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের সকল ব্যবস্থা চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আন্তর্যাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিজ্ঞানীরা যদি হতাশ হয়ে ভগ্ন-হৃদয়ে ফিরে যান তাহলে আন্তর্যাতিক পর্যায়ে রাশিয়ার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। বিজ্ঞানীরা মস্কোতে সমবেত হওয়ায় আমরা গর্ব বোধ করছি। তাছাড়া আপনাদের সরকারের চাপে পড়ে আমরা বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে দূরে সরে যাব এটা কি করে সম্ভব? রুশ সরকার যেহেতু ভারত সরকারের সাথে অহেতুক বিবাদ করতে চায় না এ জন্য আমরা বিশেষ দূতের মাধ্যমে একটি ইঁদুরের পরিবর্তে এক হাজার ইঁদুর পাঠিয়ে দিচ্ছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রুশ সরকারকে এই ইঁদুর সংগ্রহে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। চিকিৎসকদের তৎপরতার ফলে আমাদের দেশে ইঁদুর নেই বললেই চলে। তবুও আমাদের সেনাবাহিনী এবং পুলিশ প্রায় দশ হাজার গ্রামে তল্লাশী অভিযান চালিয়ে এই সামান্য সংখ্যক ইঁদুর সংগ্রহে সক্ষম হয়েছে। আপনাদের সরকারের প্রতি আন্তরিকতার নিদর্শন স্বরূপ ে ইঁদুরগুলো আমরা একটি বিশেষ বিমানে বিশেষ দূতের মাধমে দিলাম। অনুগ্রহ পূর্বক এগুলো গ্রহণ করুন।

www.pathagar.com

এই চিঠি পড়ে প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘ সময় দুহাতে মাথা চেপে ধরে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েন। তারপর মস্কোর দূতের প্রতি তাকিয়ে বলেন, 'সেই এক হাজার ইঁদুর কোথায় ?' দূত জবাব দিলেন, 'আমার বিমানে একটি খাঁচায় আবদ্ধ রয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী বেল বাজালেন। সেক্রেটারী কামরায় প্রবেশ করলে কিছুক্ষন আলাপের পর দূতকে বললেন, আপনার এ চিঠির জবাব আগামীকাল পাবেন।

[দুই]

রাতে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জরুরী কেবিনেট মিটিং বসলো। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের ইঁদুর সম্পর্কে রুশ সরকারের জবাব সম্পর্কে অবহিত করেন। কিন্তু কোন কোন মন্ত্রী এ জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাদের মতে রাশিয়ার ইঁদুরে রাশিয়ানদের আত্মা রয়েছে, এ জন্য এ সব ইঁদুর ফিরিয়ে দেয়া হোক। তারা তখনো কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন নি, এমন সময় প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারী এসে জানালেন যে মস্কো রেডিওতে ইঁদুরের মস্তিষ্কে সফল অস্ত্রোপচারের খবর প্রচার করা হয়েছে। এ খবর শুনে সভায় অংশগ্রহণকারীরা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। অবশেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী দাঁড়িয়ে বক্তৃতায় বললেন, এ খবর আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কিন্তু এখন আমাদেরকে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। বর্তমানে পাকিস্তান আমাদের বুকে পিস্তল উঁচিয়ে আছে, এমতাবস্থায় রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক নষ্ট করা আমাদের জন্য নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হবে। তাছাড়া আমাদের এটা ও ভেবে দেখতে হবে যে, রাশিয়া আমাদের প্রতি কতটা মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করেছে। তারা একটি ইঁদুরের বদলে এক হাজার ইঁদুর পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার বিশ্বাস, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুর্নাম হওয়ার আশংকা না থাকলে আমাদের ইঁদুরটিও পাঠিয়ে দিতো।

সমরমন্ত্রী এ বক্তৃতার পরে বললেন, এখন যা হবার হয়ে গেছে, আমরা বা রুশীয়রা কেউই আর সেই ইঁদুরকে জীবিত করতে পারব না। এখন আমাদের দেশের জনগণকে কিভাবে শান্ত করা যাবে এটাই বড় সমস্যা। জনগণ ক্ষেপে উঠেছে। পার্লামেন্টে আমাদের বিরোধী দল নিশ্চয়ই এ পরিস্থিতির সুযোগ নেবে এবং নতুন সরকার গঠনের চেষ্টা করবে। বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলায় তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়

www.pathagar.com

থেকে ঘোষণা করা হোক যে, রাশিয়া পরাজয় স্বীকার করেছে, একটি ইঁদুরের পরিবর্তে এক হাজার ইঁদুর পাঠিয়ে দিয়েছে। আমরা এখন একটি ইঁদুরের বদলে রাশিয়ার এই এক হাজার ইঁদুরের মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করব। তারা আমাদের একজন মানুষের আত্মার খাঁচা ভেঙেছে, আমরা তাদের এক হাজার মানুষের আত্মার খাঁচা ভেঙে দেব।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন, রাশিয়ার মত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র তাদের সম্পর্কে এ প্রোপাগাণ্ডা কি করে সহ্য করবে যে সে পরাজয় মেনে নিয়েছে?

সমর মন্ত্রী বললেন, রাশিয়ার সরকারকে গোপনে এ তথ্য পাঠাতে হবে যে আমরা জনগণকে শান্ত করার জন্যই এ ঘোষণা করছি।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিতৃপ্ত হয়ে আসন গ্রহণ করলে প্রধান পুরোহিত দাড়িয়ে বললেন, জীবহত্যা একটা পাপ, তাই কিছুতেই সেই পাপের অনুমতি দেয়া যায় না। আমি এর তীব্র বিরোধিতা করব। আপনারা জনগণকে শান্ত করার জন্য কোন উপায় বের করুন।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, আমার মতে জননগণকে শান্ত করার জন্য অন্য কোন উপায় নেই। আপনি যদি পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে। এতে বিরোধী দল নতুন সরকার গঠন করবে। নতুন সরকারের পুরোহিত ও হবেন নতুন এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়।

প্রধান পুরোহিত উদ্বেগের সাথে বললেন, আমাকে একটু চিন্তা করতে দিন, আমি নিশ্চয়ই একটা উপায় বের করতে পারব।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন, আপনি একটু বাইরে দেখুন পুরোহিতজী, বাইরে প্রায় দু'লক্ষ মানুষ জড় হয়েছে। তারা আমাদের সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষা করছে।

সভাকক্ষে অখণ্ড নীরবতা। বাইরে জনতার গোলমাল হৈ চৈ। কিছুক্ষণ পর টেলিফোন বেজে উঠলো। প্রধান মন্ত্রী কানের সাথে রিসিভার লাগিয়ে, সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, চীফ মেডিক্যাল অফিসার কথা বলছেন, ঐ ইঁদুর সম্পর্কে কি যেন বলতে চাচ্ছেন। সভাকক্ষের সবাই প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে। কি এক কথার জবাবে প্রধানমন্ত্রী রুক্ষ স্বরে বললেন, তাহলে আমি কি করব? সব ইঁদুর বাচ্চা দিলে যেখানে খুশী রাখ। এই বলে তিনি ধড়াম করে টেলিফোন রেখে দিলেন।

www.pathagar.com

পুরোহিত জিজ্ঞেস করলেন, কি বলছিলেন তিনি ?

রাষ্ট্রপতি জবাবে বললেন, ডাক্তারদের মাথার একটা অংশ উল্টা থাকে। সে বলছে, ইঁদুরের সংখ্যা এক হাজার বারোতে দাঁড়িয়েছে। কয়েকটি ইঁদুর বাচ্চা দিয়েছে, বড় ইঁদুররা তাদের উত্যক্ত করছে। ওদের রাখবে কোথায় জানতে চাচ্ছে।

প্রধান পুরোহিত খুশীতে নেচে উঠে বললেন, ভগবানের দয়ায় এ সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। এবার আমরা বলতে পারব যে আমদের ইঁদুরের আত্মা রুশীয় ইঁদুরের গর্ভে জন্ম নিয়েছে। আমি এক্ষুনি বাইরে আপেক্ষমান জনতাকে এ সুসংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি। চীফ মেডিক্যাল অফিসার একটা মহিলা ইঁদুর এবং তার সন্তান একটা খাঁচায় আবদ্ধ করে এখানে পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়। আমি তাহলে জনতাকে দেখাতে পারব।

রাষ্ট্রপতি টেলিফোন তুলে বললেন, কিন্তু আপনি জনগনকে শান্ত করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন ? পুরোহিত বললেন, আমার শতকরা একশত ভাগ বিশ্বাস রয়েছে।

পরদিন ওয়ার্ধার সকল সংবাদপত্রে 'ভারতের গৌরব জনক বিজয়' শিরোনামে মোটা অক্ষরে খবর প্রকাশিত হলো। খবরের সাথে একটি মহিলা ইঁদুর এবং তার নবজাত শিশুর ছবিও রয়েছে। খবরে পুরোহিতের বক্তব্য ও প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, এই ইঁদুর এবং তার শিশুর মধ্যে ভারতীয় ইঁদুরের আত্মা রয়েছে। জনগণ এদের দেখে আনন্দে শ্লোগান দিয়েছে। পুরুষ এবং মেয়েরা ইঁদুরের খাঁচার পাশে টাকা পয়সা এবং অলঙ্কার স্তপীকৃত করেছে। সব মিলিয়ে দেখা গেল যে সাত লক্ষ বিশ হাজার, সাত শত শঞ্চাশ টাকা সাত আনা ছয় পাই হয়েছে। সরকার আনন্দের সাথে ঘোষণা করলেন যে এই অর্থের অর্ধেক ভারতীয় ইঁদুরদের উত্তম খাদ্য সরবরাহে ব্যয় করা হবে, বাকি অর্ধেক অর্থে ওয়ার্ধায় এমন একটি ভবণ তৈরী করা হবে যেখানে কমপক্ষে দশ লক্ষ ইঁদুর নির্বিঘ্নে বসবাস করতে পারবে।

www.pathagar.com

প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা

ইঁদুর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ায় কয়েক বছর পর বন্য জীবজন্তুর ব্যাপারে জনগণের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ এবং অসন্তোসের মুখে সরকার দৃষ্টি দিতে বাধ্য হলেন। গ্রামের বিপদগ্রস্ত জনগণ পার্লামেন্ট সদস্যদের মাধ্যমে নিজেদের অভিযোগ সরকারের কানে পৌঁছালো। শহরে জন-সভা হচ্ছিল, সংবাদপত্রে লেখালেখি চলচিল। সবার মুখে একই কথা সরকার কিছু করছেনা কেন? সরকার কি ভাবাছে? গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন হাজার হাজার লোক সাপের কামড়ে মারা যাচ্ছে। বন্য জন্তুর আক্রমণে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। হাতী, গরু, ঘোড়া অসংখ্য মানুষকে পদতলে পিস্ট করছে। পাগলা কুকুরের কামড়ে প্রতিদিন শত শত মানুয মারা যাচ্ছে, বানররা মানব শিশু তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ইঁদুরের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার কারণে বিভিন্ন এলাকায় মহামারী দেখা দিচ্ছে। এই অবস্থায় কিছু একটা করা উচিত।

কিন্তু কি করা উচিত?

এ প্রশ্নের জবাব সরকার কিংবা জনগণ কারো কাছে নেই। সকল অবস্থায় সরকার ও জনগণ উভয় পক্ষই ভাবছে যে, কিছু একটা হতেই হবে। কয়েক মাস পর্যন্ত রেডিওতে কিছুক্ষণ পরপরই ঘোষণা করা হচ্ছিল যে, আজ এতো ঘন্টা পার্লামেন্টের যুক্ত অধিবেশন বসেছে, এতো ঘন্টা মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক চলেছে। জনগণের দুরাবস্থায় সরকার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। শীঘ্রই জীব-জন্তুর অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার মত ব্যবস্থা করা হবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সভার সকল সদস্য একটি ব্যবস্থার ব্যাপারে একমত হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। সরকার ভাবছেন এতো অর্থ কি ভাবে সংগ্রহ করা যাবে? তবু সরকার যে কোন মূলে এ সমস্যার একটা সন্তোষ জনক সমাধান করতে বদ্ধপরিকর। কিছু দিনের মধ্যেই এ ব্যাপারে সুনির্দিস্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সরকার এই মুহূর্তে জনগণকে ধৈর্যধারণ করার অনুরোধ জানাচ্ছে। সরকার জানেন দেশের কিছু লোক বিদেশী ইঙ্গিতে কাজ করছে, এবং জনগণকে জীব হত্যায় প্ররোচিত করছে। এ সব লোক থেকে জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে। একদিন সরকার রেডিওতে জনগণকে সুসংবাদ দিলেন যে, সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়ন সমাপ্ত হয়েছে

www.pathagar.com

আগামীকাল দুপুর বারোটায় প্রধানমন্ত্রী ওয়ার্ধা বেতার কেন্দ্র থেকে সে পরিকল্পনা ঘোষণা করবেন।

পরদিন এগারটা পঞ্চান্ন মিনিটে ওয়ার্ধা বেতার কেন্দ্র থেকে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেনঃ "আমার প্রিয় দেশবাসী, পুণ্যকাজের জন্য মানুষকে কোন না কোন কষ্ট সহ্য করতেই হয়। এই পুণ্যের কাজ যতো বড় হবে কষ্টের পরিমাণও ততো বেশী হবে। জীব রক্ষা একটা বিরাট কাজ। এই কাজে তোমরা এমন সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছ যা শুধু দেবতারাই করতে পারেন। এ জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বর্তমানে তোমাদের দুঃখ-কষ্ট বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তা সত্ত্বেও জীব রক্ষা করা তোমাদের দায়িত্ব, আর সরকারের দায়িত্ব তার প্রজাদের রক্ষা করা। আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন করেছো, এবার সরকার তোমাদের জন্য কিছু করতে চান। আমার ধারণা এতে ও দেবতারা সন্তুষ্ট হবেন। তোমরা পশুদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতার ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপ কামনা করেছো। তোমাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার একটি সার্থক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। আমি তোমাদের জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন মনে করছি যে, মহাঋষী গান্ধীজী মহারাজের পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য না করলো এ রকম পরিকল্পনা তৈরী করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তোমরা এই পরিকল্পনার ঘোষণা শোনার জন্য অধীর হয়ে উঠেছো। আমি পরিকল্পনার সংক্ষিপ্তসার তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে কয়েক দিনের মধ্যে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। কিন্তু এটা বলে দেয়া প্রয়োজন মনে করছি যে আমরা এই পরিকল্পনা জীব রক্ষা এবং অহিংসা পরমধর্মের সোনালী নীতির উপর ভিত্তি করেই প্রণয়ন করেছি। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পঞ্চাশ হাজার ষাট কোটি টাকা ব্যয় হবে। এই অর্থের অর্ধেক সরকার বহন করবেন, বাকি অর্ধেক জনগণকে বহন করতে হবে। এবার আমি পরিকল্পনার সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরছি। গ্রামে প্রত্যেক লোকালয়ের চারিদিকে বিশ ফুট উঁচু দেয়াল তৈরী করা হবে। দেয়ালের নিরাপত্তার জন্য পনের ফুট গভীর ত্রিশ ফুট চওড়া পরিখা খনন করা হবে। জনগণের যাতায়াতের জন্য দেয়ালে একটী গেট এবং পরিক্ষার উপর একটি সেতু নির্মান করা হবে। সেতুটি এমনভাবে তৈরী করা হবে যেন বিপদের সময় উপরে তুলে রাখা

www.pathagar.com

যায়। যে সব গ্রামে জনসংখ্যা দু-হাজার সেখানে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। ছোট গ্রামের জনগণ অন্যত্র বসতি স্থাপন করে দু-হাজার সংখ্যা পূর্ণ করতে পারলে এ সুযোগ ভোগ করতে পারবে।

শহর রক্ষার জন্য পাকা ইটের দেয়াল তৈরী করা হবে। সে দেয়াল হবে ত্রিশ ফুট উঁচু। পরিখা সমূহ বিশ ফুট গভীর এবং চল্লিশ ফুট চওড়া হবে। বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় গেট খোলা ও বন্দ করা এবং সেতু ওঠানো-নামানো হবে।

এটি পৃথিবীর বৃহত্তম ব্যয়বহুল পরিকল্পনা। সরকার এক বছরের মধ্যে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আশা করেন। জনগণের পূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমেই এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব। সেনা-বাহিনীর যোয়ান ও বেসামরিক সরকারী কর্মচারী ছাড়াও জনগণকে এ কাজে অংশ নিতে হবে। সরকার তাদের প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম বিনামূল্যে সরবরাহ করবেন। আমি অবিলম্বে এ কাজ শুরু করার জন্য জনগনের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি। জনগণের সর্বাত্বক সহযোগিতা থাকলে এক বছরের কাজ ছয় মাস সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এ কাজ অনেক বিরাট, আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন তোমাদের সাহায্য করেন।"

প্রধানমন্ত্রীর এ ভাষণ ভারতীয় জনগণের মনে চীনের প্রাচীর নির্মা-তাদের সাহস সঞ্চার করলো। হতাশ, দুরবস্থার শিকার জনগণ জীবনের হারানো আনন্দের সন্ধানে পাহাড়ের বুক চিরে সমুদ্রের গভীরতা সৃষ্টির সাহসিকতা প্রকাশ করতে লাগলো। অসাধারণ মনোবল এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছাড়াও স্বর্গবাসী মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র আত্মা জনগণের পৃষ্ঠপোষকতা করছিল। দিনে দিনে দেয়ালের উচ্চতা এবং খন্দকের গভীরতা বেড়ে চললো। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে লক্ষ্য করা গেল যে জীবজন্তুরা মানুষের এ তৎপরতায় অত্যন্ত সতর্ক হয়ে উঠেছে।

শতাব্দীকাল পর জীব জন্তুরা তাদের প্রগতিশীল ভাইদের সাক্ষাৎ পেয়েছে। এ সাক্ষাতের পর আবার তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া কিছুতেই তাদের কাম্য হতে পারে না। এ জন্য দেয়াল নির্মাণ এবং খন্দক খননকে তারা ভাল চোখে দেখতে পারল না। তারা অখণ্ড ভারতকে হাজার খণ্ডে বিভক্ত হতে দেখে ধৈর্য হারাতে লাগলো। সবচে বেশী বিস্মিত এবং ধৈর্যহীন হয়ে উঠলো বানর। তারা মস্কোর বিজ্ঞানীদের মতে

www.pathagar.com

বিবর্তনের সোনালী যুগে উত্তীর্ণ হয়ে মানুষের মতই বাড়ীঘরের মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখছিল। তারা দীর্ঘদিন মানুষের সঙ্গে অবস্থানের সুযোগ পেয়েছে। ভারতীয় জনগণের উপর থেকে তাদের আধিপত্য লোপ পেতে বসেছে এটা ভেবে তারা সজাগ হয়ে উঠলো এবং নিজেদের শক্তির প্রদর্শনী শুরু করে দিল। মানুষ পরিখা খনন করতো আর বানর সে গুলো ভরাট করে দিতো। ইটের দেয়াল তুললে সে দেয়ালের ইট খুলে ফেলতো, নির্মাণ কাজ এক হাত অগ্রসর হলে সে কাজ পূর্বাবস্থায় রেখে দেয়া হতো। দুতিন মাস পর্যন্ত দেয়ালের উচ্চতা এবং পরিখার গভীরতার কোন পরিবর্তন হলো না।

গ্রামবাসীদের লং মার্চ

সরকারী এ পরিকল্পনার ব্যর্থতায় গ্রামের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। চারিদিক থেকে দলে দলে তারা শহর অভিমুখে লংমার্চ শুরু করলো। শহরের সঞ্চিত খাদ্যভাণ্ডার কয়েক মাসের মধ্যে উজাড় হয়ে গেল। দুগ্ধবতী প্রাণীর অভাব ছিল না। কিন্তু দেশের বিভিন্ন এলাকার চারণ ভূমির ঘাস পাতা শেষ হয়ে যাওয়ায় দুধের অভাব দেখা দিল। পশুরা দীর্ঘদিন বন্ধনহীন বন্য জীবন যাপনের কারণ মানুষের হাতে ধরা দিতে চাইতোনা। অনেক চেষ্টার পর দুধ দোহন করা সম্ভব হতো। বকরীর পাল লোকালয়ে এলে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুধ দোহন করা হতো। বকরীর দুধ দোহন সম্ভব হলেও গাভীরা ধরা দিতে চাইতো না। আত্মরক্ষার জন্য তারা শিং এবং পিছনের দুই পা ব্যবহার করতো। অনেক সময় সামান্য কিছু দুধ দোহনের পর দোহনকারীকে আঘাত করে গাভী ছুটে পালাতো।

বানরের দুগ্ধপ্রেম সমস্যাকে আরো দুরহ করে তুললো। বকরী, ভেড়া ইত্যাদি ছোট প্রাণীরা ছিল বানরের সামনে অসহায়। দুতিনটি বানর একটা বকরীকে ধরে পিছনের পায়ের ফাঁকে মুখ গলিয়ে দুধ পান করতো। দুবিণীত গাভীকে কাবু করার জন্য তারা দল বেধে অক্রমন চালাতো। অনেক সময় মানুষের সাথে তাদের মোকাবেলা হয়ে যেতো এবং ক্রুদ্ধ হয়ে বানররা তাদের প্রতিপক্ষকে খামচে কামড়ে দিত, জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলত, চুল ছিঁড়ে দিত এবং দুধের পাত্র কেড়ে নিত।

www.pathagar.com

বানরের তুলনায় দুগ্ধবতী গরু, ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যা ছিল অধিক। বানররা তৃপ্ত হয়ে খেয়ে যাওয়ার পর যে দুধ বাকি থাকতো তাতে মানুষের প্রয়োজন মিটতো। কিন্তু গ্রামের ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত জনগণ শহরে গিয়ে ভিড় জমালে শহরে দুধের অভাব দেখা দিল। শহরের লোকেরা ধীরে ধীরে বুঝতে বাধ্য হলো যে, ক্ষুধায় অসহ্য হলে গ্রামের মানুষ অহিংসার বুলি-বচন মানে না। ক্ষুধার সময় বানরদের সাথে মোকাবিলা হলে তারা বানরদের হাড় ভাঙ্গতে ও দ্বিধা করে না। অনেক সময় এ মোকাবিলায় কিছু সংখ্যক শান্তিপ্রিয় বানর দূরে সরে থাকে। মোকাবিলায় জয়ী হলে গ্রামের মানুষ যে দুধ লাভ করে তা নিজেরাই খেয়ে ফেলে। শহরের লোকদের কথা তাদের মনে থাকে না। ঘুষ হিসেবে পুলিশদেরও তারা দুধের কিছু অংশ দেয়। এ জন্য পুলিশ গ্রামবাসীদের হিংস্রতার ব্যাপারে নীরব থাকে।

কিছুদিন পর আর একটা নতুন সমস্যার উদ্ভব হলো। গ্রামের লোকদের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে বানরের দল শহরের প্রবেশ পথের গাছে গাছে উৎ পেতে বসে থাকতো। দুগ্ধবতী বন্য পশুদের ভীত সন্ত্রস্ত কোন দল শহর অভিমুখে রওয়ানা হলে তারা তাদের পিঠে লাফিয়ে পড়তো। গতি পরিবর্তন করে সে গুলোকে তারা শহরের বাইরে নিরাপদ কোন জায়গায় নিয়ে দুধ দোহন করতো। এর ফলে দুগ্ধবতী পশুরা শহরেও প্রবেশ করতে পারতো না। করলেও তাদের স্তনে দুধ থাকতো না। শহরের অধিবাসীরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করলো যে, গ্রামের অধিবাসীরা যতদিন শহরে থাকবে ততোদিন বানরদের প্রতিশোধমূলক তৎপরতা অব্যাহত থাকবে।

সরকারের পতন

গ্রামবাসীদের উপদ্রবেরর বিরুদ্ধে শহরবাসী জোর প্রতিবাদ জানালো। সংবাদপত্রগুলোতে লেখালেখি হলো। লিখিত অনুমতি ছাড়া গ্রামের লোকদের শহরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হলো। ইতিমধ্যেই যারা প্রাণ রক্ষার্থে শহরে আশ্রয় নিয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে গ্রামে ফেরত পাঠানোর জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেয়া হলো।

সরকারের নতুন নির্দেশের প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা মিছিল করলো। লাঠির আঘাত খেলো। অবশেষে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সম্মিলিত

www.pathagar.com

ঠেঙ্গানীর মুখে শহর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলো। গ্রামে তাদের অধিকাংশেরই বাড়ীঘর তখন বিভিন্ন বন্য জন্তু ও সাপের দখলে চলে গেছে। তাদের আশ্রয় নেয়ার মতো কোন ঠাঁই রইল না। গ্রামের জনগণের দুর্দশা দেখে সরকার পার্লামেন্টের জরুরী বৈঠক তলব করলেন। দীর্ঘ আট ঘন্টার তুমুল বাক-বিতণ্ডার পর পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ মত প্রকাশ করলেন যে, সরকার পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়েছে। নতুন সরকার গঠণের স্বার্থে তাই তাদের পদত্যাগ করা উচিত। পরদিন সকল সংবাদপত্রে সরকারের পদত্যাগ এবং নতুন সরকার গঠণের খবর প্রকাশিত হলো। নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম ঘোষণার সাথে সাথে নিম্নলিখিত সরকারী ঘোষণাও প্রকাশিত হলো ঃ

"বন্য প্রাণীদেরকে বন্দুক ও তোপের শব্দে ভয় প্রদর্শন করা যাবে। এ উদ্দেশ্যে পটকা ও আতশবাজি ব্যবহার করা যাবে। প্রয়োজনবোধে বানরজাতীয় হঠকারি জন্তুদের ভয় দেখানের জন্য অন্যবিধ শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, এই সব শব্দ সৃষ্টি নিছক ভয় প্রদর্শনমূলক হতে হবে। কোন জন্তু কেউ অনিচ্ছকৃত ভাবে আহত করলে ঐ জন্তুকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তুলতে তিনি বাধ্য থাকবেন। ইঁদুরদের ধরার জন্য জাল জাতীয় খাঁচা ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু শর্ত হলো এ সব ইঁদুরকে জীবিতাবস্থায় জঙ্গলে নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। সাপের ব্যাপারে সরকার একটা ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তা করছেন। বিবেচনাধীন সে সিদ্ধান্ত অবিলম্বে ঘোষণা করা হবে।"

এই ঘোষণা প্রকাশের তিন মাস পর প্রত্যেক গ্রামে এবং শহরে ছোট ছোট তোপ বসিয়ে দেয়া হলো। তোপের বিকট শব্দে জীব-জন্তুরা সব দূরে পালিয়ে যেতো। পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর জোয়ানরা তোপ চালানোর দায়িত্ব পালন করতো। দূর থেকে জীব-জন্তুদের আসতে দেখেই তারা তোপের শব্দ করতো। এতে জীব-জন্তু সব ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতো। ফসলের মাঠ রক্ষার জন্য কৃষকদের মধ্যে পটকা, আতসবাজি ইত্যাদি বিতরণ করা হলো। এ সময়টি ভারতের ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়। কিন্তু এ সময় বেশীদিন স্থায়ী হলো না। কয়েক মাসের অভিজ্ঞতাতেই হিংস্র পশু ও জীব-জন্তুরা বুঝতে পারলো যে, ও সব শব্দ তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বানররা প্রথমে সাহসিকতার পরিচয় দিল। অন্য পশুরা তাদের অনুসরণ করলো। কিন্তু এই কয়েক মাসের বিরতির

www.pathagar.com

সুযোগে জনগণ পূর্ববর্তী সরকার ঘোষিত পরিখা খনন সম্পন্ন করে ফেললো। বানররা সে সব পরিখা অতিক্রম করার জন্য সেতু নির্মান করতে পারলো না বটে, তবে তারা একটা বুদ্ধি বের করলো। রাতের বেলায় উটের পিঠে আরোহণ করে এক দল বানর সে উটকে পরিখার কাছে নিয়ে যেতো। তারপর দিশেহারা উটকে পরিখার ভেতর ফেলে দিয়ে, একের পর এক উটের উপর পা রেখে পরিখা অতিক্রম করতো। অন্যান্য পশুরাও মানুষকে আর ভয় করতো না। তারা নির্ভীকভাবে লোকালয়ে ঘুরে বেড়াতো। কিছু কিছু মাঠে তারের দেয়াল দিয়ে ফসল রক্ষা করা হয়েছিল। বাকি মাঠের সব ফসল বন্য পশুরা নিশ্চহ্ন করে ফেলল। কাঁটাঘেরা দেয়াল হাতীদের অভিযান বন্দ করতে পারল না। তারা শুড়ের সাহায্যে সে সব দেয়াল নষ্ট করে ফসলের মাঠ ও লোকালয় তছনছ করে ফেলতো।

বন্য জন্তুরা শহর ও গ্রামের পরিখা গুলোকে অভাবনীয় ভাবে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করলো। বাঘ, ভেড়া, শৃগাল, চিতবাঘ তাদের শিকারকে পরিখার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতো এবং বিপজ্জক পরিস্থিতির মুখে তাদের ঘাড় মটকাতো। বহু দিশেহারা পশু পরিখায় লাফিয়ে পড়তো এবং সেখানেই প্রাণ হারাতো। তার পর কাক, চিল, শকুনির আহারে পরিণত হতো। এ ভাবে দিনে দিনে মৃত জন্তুদের দুর্গন্ধে বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠলো, নিঃশ্বাস নেয়া কঠি হয়ে পড়লো। দিশেহারা জনগণ যতো তাড়াতাড়ি পরিখা খনন করেছিল ততো তাড়াতাড়ি সে গুলো মাটি ভরাট করার কাজে লেগে গেল।

রাক্ষস আত্মার আছর

২০১৫ সালের দিকে ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা যখন মারিখ পৌঁছার আপ্রাণ চেষ্টায় নিয়োজিত ভারতের মাথাওয়ালা লোকেরা তখন শুধু জীব-জন্তুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত। পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকার অধীবাসীদের সম্পর্কে দীর্ঘদিন যাবত ভারত সরকারের ধারণা ছিল যে, কোন গোপন আন্দোলনের মতলবে জন্মভূমি ছেড়ে তারা পাকিস্তানে বসতি স্থাপন করছে। সীমান্ত অতিক্রম বন্ধ করার ব্যাপারে সরকারের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছিল।

আসল ব্যাপার হলো, সীমান্ত এলাকার অধিবাসীরা পাকিস্তানের সাথে গোপনে ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছিল। পাকিস্তানে জীবন

www.pathagar.com

যাত্রার অন্যান্য উপকরণ সুলভ হলেও গোশত ছিল দুর্মূল্য। পাকিস্তানের গোশত খোর অধিবাসীরা একটা মুরগী দশ টাকা এবং একটা হাল্টপুষ্ট ভেড়া-বকরী একশ টাকা দিয়ে ক্রয় করতো। ভারতের সীমান্ত এলাকার জনগণ বেশ কিছুদিন 'জীব হত্যা পাপ' এ নীতি মেনে চলেছিল কিন্তু জীব-জন্তুর ক্রম বর্ধমান সংখ্যার কারণে সাক-সবজী, খাদ্য দ্রব্য সবকিছুর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে সীমান্তের জনগণ পশুদের বেধে নিয়ে সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানীদের কাছে বিক্রি করে দিতো। বিনিময়ে খাদ্য দ্রব্য নিয়ে আসতো। এই অবৈধ উপার্জনের কিছু অংশ তারা সীমান্ত রক্ষীদের হাতে তুলে দিত। ক্রমে ভারতের সীমান্ত এলাকার বিপুল সংক্ষক অধিবাসী এই অবৈধ ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়লো। পশু পাচার ক্রমে বেড়ে চললো। সে সব পশুদের নিয়ে তাদের পাকিস্তানের শহরে বা বাজারে যেতে হতো না। সীমান্ত এলাকায়ই পাকিস্তনীরা এসে আকর্ষণীয় মূল্যে ক্রয় করে নিয়ে যেতো। স্বল্প মূল্যে খাদ্য দ্রব্য দেয়া ছাড়াও পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরা পশু পাখী শিকারের জন্য জাল, রশি, খাচা ইত্যাদি বিনামূল্যে সরবরাহ করতো। সীমান্ত রক্ষীদের কেউ কেউ সরকারের কিছু সংখ্যক পদস্থ কর্মকর্তাকে এ ব্যাপারে অংশীদার করে নিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের এ সব কর্মকর্তা কিছুদিন সুযোগ সুবিধা আদায়ের পর এক সময় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হলেন। কেননা কিছু কিছু তীক্ষ্ণ অনুভূতি সম্পন্ন প্রাণী ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করেছিল যে, সীমান্ত এলকার জনগণ তাদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করছে। যে সব পশু ওদিকে যাচ্ছে তাদের আর দেখতে পাওয়া যায় না। সীমান্তের জনগণ জীবরক্ষার স্বর্গীয় বিধানের বিরোধিতা করছে।

সীমান্তের চোরা কারবারীরা ও জানতো যে, একদিন তারা সরকারের কোপানলে পড়বেই। হলোও তাই, সরকার সীমান্ত ঘাটি সমূহে পূর্বতন প্রহরী-কর্মচারীদের বদলী করে তাদের স্থলে নতুন লোক নিয়োগ করলেন। নতুন কর্মকর্তারা সীমান্তবর্তী এলাকার ঘরে ঘরে তল্লাশী অভিযান শুরু করলে সঞ্চিত অর্থ সম্পদ সঙ্গে নিয়ে জনগণ পাকিস্তানে বসতি স্থাপনের জন্য পাড়ি জমাতে লাগলো। দূরদর্শী চোরা কারবারীরা আগে থেকেই পাকিস্তানে বাড়ী-ঘর জায়গা-জমি ক্রয় করে রেখেছিল।

তাছাড়া দীর্ঘদিনের আশা যাওয়ায় পাকিস্তানের সীমান্ত রক্ষীদের সাথে ও অনেকের হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। এ জন্য পাকিস্তানে যাওয়ার পথে তাদের তেমন কোন অসুবিধা হলো না।

www.pathagar.com

২০১৩ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ধার বিখ্যাত সংবাদপত্র 'আমাদের দেশ'-এ একজন পর্লামেন্ট সদস্যের একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

"সীমান্তের অধিবাসীদের মধ্যে রাক্ষসদের আত্মা ভর করছে। দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার গত পনেরো বছর এ সম্পর্কে বেখবর ছিলেন যে, সীমান্তের জনগণ লক্ষ লক্ষ পশু পাকিস্তানীদের কাছে বিক্রয় করছে। এই অবৈধ উপার্জন দিয়ে তারা পাকিস্তানে ঘরবাড়ী জায়গা-জমি ও ক্রয় করেছে। সরকারী প্রতিরোধের মুখে তারা এখন পাকিস্তানে গিয়ে বসতি স্থাপন করছে। এ যাবত তিনলাখ ভারতীয় নাগরিক পাকিস্তানে চলে গেছে। এ ছাড়া আরো দু'লাখ ভারতীয় নাগরিক পাকিস্তানে জায়গা-জমি কিনে রেখেছে। তারা ও পালানোর সুযোগ খুঁজছে। সরকারের উচিত, পালিয়ে যাওয়া লোকদের বাড়ীঘর সহ স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। আর যারা এখনো পালানোর চেষ্টা করছে তাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। এ ছাড়া যে সব ভারতীয় নাগরিক পাকিস্তানে ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করেছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তার মূল্য আমাদের ফিরিয়ে দেয়ার জন্যও পাকিস্তান সরকারের কাছে দাবী জানাতে হবে।

এ সময়ে প্রগতিশীল নেতা শ্রী জয়রাম নীরব থাকতে পরলেন না, তিন-বার কারাভোগের পর সদ্য মুক্ত হয়ে পঞ্চাশ হাজার জনতার এক সমাবেশে তিনি জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন ঃ "সীমান্তের জনগণ আমাদের বেচে থাকার পথ নির্দেশ করেছে। এবার সরকারের উচিত দেশের সব মানুষকে পশু, জীব-জন্তুর ব্যবসায়ের অনুমতি দেয়া, এতে ক্ষুধাতুর জনগণ গোশত খেতে না পারলেও অন্তত খাদ্যদ্রব্য খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারবে।"

শ্রী জয়রাম পাকিস্তান সরকারের কাছে মানবতার নামে আবেদন জানালেন ঃ "যেসব লোক পাকিস্তানে পালিয়ে গেছে তাদের সর্বাত্মক নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন। তাদের ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে কোনক্রমেই সরকারের হাতে তুলে দিবেন না।"

সীমান্তের জনগণকে তিনি সরকারী হস্তক্ষেপের তোয়াক্কা না করে পাকিস্তানের সাথে ব্যবসা অব্যাহত রাখার আহবান জানালেন। পশুর

www.pathagar.com

বিনিময়ে যে সব খাদ্যদ্রব্য সীমান্তের জনগণ লাভ কর সে খাদ্য-দ্রব্য দিয়ে অন্যান্য এলাকার ক্ষুধাকাতর জনগণকে সাহায্য করার জন্যও তিনি মানবতাব্র নামে আবেদণ জানালেন।

উদ্বাস্তুদের জীবন-পন

জয়রামের বক্তৃতার কয়েক দিন পর ভারতের সব সংবাদপত্রে এ খবর প্রকাশিত হলো যে সীমন্তবর্তী জেলাগুলো থেকে আরো দু'লাখ মানুষ পাকিস্তানে পাড়ি দিয়েছে। যাওয়ার সময় তারা দশ লাখ ভেড়া ও বকরী, দেড় লাখ গাভী ও মহিষ এবং বিশ হাজার ঘোড়া ও গাধা নিয়ে গেছে। তাদের সাথে কয়েকজন সীমান্ত রক্ষী সৈন্য ও পাকিস্তানে চলে গেছে। ঘোড়া গাধার পিঠে তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ও নিয়েছে। এ সব জিনিষপত্রের মধ্যে মুরগী সহ বিভিন্ন রকম পাখীর খাঁচাও ছিল। তাদের সাথে নিয়ে যাওয়া জিনিষপত্র ও পশুপাখীর মূল্য পাকিস্তানী মুদ্রায় বারো কোটি টাকার অধিক। ভারত সরকার পাকিস্তানে পলায়ন-কারী সকল ভারতীয় নাগরিককে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর এবং পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া সম্পদ হস্তান্তরের দাবী জনিয়েছে।

কিন্তু পাকিস্তানের জনগণ বিপদগ্রস্থ ভারতীয়দের ফেরত পাঠাতে রাজি নয়। ভারতীয়দের কারণেই তারা চার টাকা সের গোশত একটাকা চার আনায় ক্রয় করতে পারছিল। পাকিস্তানের প্রায় সকল সংবাদপত্রে লেখা হলো যে, ভারত থেকে আগত অতিথিদের প্রতি আন্তরিকতার পরিচয় দেয়া পাকিস্তানীদের বিশেষ কর্তব্য।

পাকিস্তান সরকারের অস্বীকৃতির জবাবে ভারত সরকার পাকিস্তানকে স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। তাতে বলা হয়, ভারতীয় উদ্বাস্তুরা পাকি-স্তানে পশু বিক্রয়ের অর্থেই সম্পত্তি ক্রয় করেছে। সে সব পশু ভারত সর-কারের মালিকানাধীন। কাজেই অবৈধভাবে বিক্রি করা সব পশুর টাকা ভারতকে ফিরিয়ে দিতে হবে। সে অর্থের পরিমান পাঁচশত কোটি টাকা ধরা হয়।

কিন্তু পাকিস্তানের মাটিতে ভারতীয় উদ্বাস্তুরা ততোদিন শক্ত হয় বসেছে। ...স একটা পত্রিকা ও প্রকাশ করেছে। সে পত্রিকার লেখালেখিতে একটা আন্তার্জাতিক সমস্যায় পরিণত হলো।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের মুসলমান ও অমুসলমান অধিবাসীরা ভারত সরকারের দাবীতে উদ্বেগ প্রকাশ করলো। তাদের সংবাদপত্রের একটা কলম উদ্বাস্তু সমস্যার জন্য ছেড়ে দিল। সকল শহর এবং লোকালয়ে বিক্ষোভ শুরু হলো। পাকিস্তানের সরকারের কাছে বিক্ষোভ কারীরা জোর দাবী জানালো ঃ "মানুষের চেয়ে পশুকে যারা পবিত্র মনে করে তাদের হাতে উদ্বাস্তুদের হস্তান্তর করা চলবে না।"

লাহোরে এক হিন্দু সম্মেলন আহুত হলো। সম্মেলনে প্রায় দশ লক্ষ জনতা অংশ নিল। স্থানীয় হিন্দু নেতৃবৃন্দের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শেষে সম্মেলনে নিম্নরূপ কয়েকটি প্রস্তাব সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(১) এই সম্মেলন ভারতীয় উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে গৃহীত ভারত সরকারের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করছে এবং দেশের হিন্দু জনগণের ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে উদ্বাস্তুদের ভারতের কাছে হস্তান্তর না করার দাবী জানাচ্ছে।

(২) ভারতের মাটিতে গান্ধীভক্তির ক্রম বর্ধমান বিড়ম্বনার শিকার হয়ে যে সব লোক ন্যূনতম মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছ এবং নেহায়েতই জীবন রক্ষার তাগিদে পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়েছে তাদের জান মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এই সম্মেলন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানাচ্ছে। এই উদ্বাস্তুদের আশ্রয় প্রদানের ব্যপারে পাকিস্তানের জনগণের কোন প্রকার আপত্তি নেই। ভারত সরকারের আপত্তিকর দাবী নাকচ করার ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের দ্বিধান্বিত মনোভাব পাকিস্তানের সর্বশ্রেণীর--বিশেষত হিন্দু জনগণের উদ্বেগের কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্মেলন মনে করে যে, পাকিস্তান সরকার ভারত সরকারের অন্যায় দাবীর কাছে নতি স্বীকার করলে তা উদ্বাস্তু জনগণের সমূহ ধ্বংশ ডেকে আনবে।

(৩) এই সম্মেলন নিরাপত্তা পরিষদকে জানিয়ে দিতে চায় যে, ভারতে পশুদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। বিগত শতাব্দীতে ইউরোপে নাজী বাহিনী যে রকম ঝড়ের বেগে প্রবেশ করেছিল এই পশুবাহিনী তার চেয়ে কয়েক হাজার ... বিপজ্জনক। নাজীরদের বিরুদ্ধে যে রকম সম্মিলি... হয়েছিল তেমনিভাবে এসব জন্তু-জানোয়ার ও ...

www.pathagar.com

ফ্রন্ট গঠন করার জন্য এই সম্মেলন সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে আবেদন জানাচ্ছে। অন্যথায় আগামী পঞ্চাশ বছরে জীব জানোয়ার এবং পশুর সংখ্যা এতো বেড়ে যাবে যে, ভারতের মাটিতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় তারা সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতার দেয়াল ভেঙ্গে এশিয়া, আফ্রিকা, ও ইউরোপের সকল দেশ বিরান করে দেবে। ভারতীয় পশুবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক বাহিনীর যে অর্থ ব্যয় হবে তার কয়েক গুণ বেশী অর্থ সে সব পশুর গোশত, চামড়া এবং হাড় বিক্রি করে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে বলে এই সম্মেলন সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করছে।

এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের পরদিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এক বেতার ভাষণে বলেন ঃ "আমি সরকারের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেয়া প্রয়োজন মনে করছি যে, জাতীয় পরিষদ পাকিস্তানের জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাবশত উদ্বাস্তুদের সমস্যার সমাধানের জন্য পরিষদের হিন্দু সদস্যদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেছে। কমিটি যে সিদ্ধান্ত নেবে মুসলমান সদস্যরা তা মেনে নেবেন বলে তাদের পক্ষ থেকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি। পরিষদের হিন্দু সদস্যবর্গ ছাড়াও উক্ত কমিটিতে চারজন হিন্দু পুরোহিত, চারজন হিন্দু জজ ও দুজন হিন্দু সাংবাদিক অন্তর্ভুক্ত থাকছেন। ভারত সরকারের স্মারকলিপির যথার্থ জবাব এই কমিটি তৈরী করবে।" কয়েকদিন চিন্তা ভাবনা ও বিবেচনার পর কমিটি সরকারের কাছে যে প্রস্তাব পেশ করে তার সারকথা নিম্নরূপ ঃ

এই কমিটি পাকিস্তান সরকারের কাছে সুপারিশ করছে, সরকার যেন ভারতীয় উদ্বাস্তুদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত না করেন। পাঁচ শত কোটি টাকা মূল্যের যে সম্পত্তি উদ্বাস্তুরা পাকিস্তানে ক্রয় করেছে সে অর্থ ফেরত চেয়ে ভারত সরকার যে দাবী করেছে তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলে এই কমিটি মনে করে। উদ্বাস্তু কৃষকদের জমির ফসল খেয়ে লালিত পালিত পশুদের বিক্রি করে জীবন ধারন করা বা সে অর্থ অন্য কাজে লাগানোর পূর্ণ অধিকার উদ্বাস্তুদের রয়েছে।

পাকিস্তানে বসতি স্থাপনের পর উদ্বাস্তুদের ৩২,৮৪,৭৫০ একর জমি ভারত সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। সেই জমির মূল্য ভারত সরকার কি পরিশোধ করবে? পাকিস্তানী জমির মূল্যমান হিসেবে উল্লিখিত

www.pathagar.com

পরিমাণ জমির মূল্য প্রায় তিন শত কোটি টাকা। ভারত সরকার সেই জমির ব্যাপারে দুটি উপায় গ্রহণ করতে পারেন। প্রথমত উদ্বাস্তুদের সেই জমির মূল্য দিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয়ত পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকায় সেই পরিমান জমি উদ্বাস্তুদের ছেড়ে দিতে হবে। উদ্বাস্তুরা ভারতে ফিরে যেতে রাজি না হলে তারা সেই এলাকাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে নেবে।

এই রিপোর্ট প্রকাশের এক বছর পর আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, উদ্বাস্তুরা-ভারতে ফিরে যেতে রাজি হলে বাজেয়াপ্তকৃত জমি অথবা জমির মূল্য সরকার দিয়ে দিবেন। সেই জমির একর প্রতি মূল্য হবে দশটাকা আট আনা তিন পয়সা। এর বেশী মূল্যে সে জমি ক্রয় করতে ভারতের কোন কৃষক রাজি নয়।

এই ঘোষণার ছয়মাস পর জাতিসংঘের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত তিনজন প্রতিনিধির সামনে উদ্বাস্তুরা ভারতে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে নিম্নোক্ত শর্তাবলী পেশ করে ঃ

(১) নিজেদের কৃষি ভূমি থেকে জীব-জন্তুদের মেরে তাড়ানোর অধিকার দিতে হবে।

(২) বিদেশে জীব-জন্তু, পশু বিক্রির অনুমতি দিতে হবে।

(৩) উদ্বাস্তুরা পনরায় ভারতে যেতে বাধ্য হলে পাকিস্তানে ক্রয়করা পাঁচ শত কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি বিক্রি করে যাবার সুযোগ দিতে হবে। ভারতে যাওয়ার পর এই অর্থে ভারতের নিজস্ব জমি সরকার ঘোষিত একর প্রতি দশ টাকা আট আনা তিন পয়সা দরে সরকারের কাছ থেকে ক্রয় করার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

(৪) এই তিনটি শর্ত ভারত সরকারের জন্য গ্রহণ যোগ্য না হলে বাজেয়াপ্তকৃত ৩২,৮৪৭,৫০ একর জমি উদ্বাস্তুদেরকে ছেড়ে দিতে হবে। সে জমিকে পাকিস্তানের একটা জেলা ঘোষণা কিংবা অন্য যে কোন ভাবে ভোগ দখলের স্বাধীনতা উদ্বাস্তুদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে।

ভারত সরকার এ সব শর্তাবলী মেনে না নিলে উদ্বাস্তুরা যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে জীবনপণ প্রস্তুত রয়েছে। জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক প্রতিনিধিগণ নিরাপত্তা পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনে উদ্বাস্তুদের সমস্যা উত্থাপনের আশ্বাস দিয়ে বিদায় নিলেন।

www.pathagar.com

পশু দেবতাদের নিয়ে আরেকটি মিছিল

জাতিসংঘ অধিবেশন শুরুর মাত্র তিন মাস আগে ভারত সরকার আর একটি বিপদের সম্মুখীন হলেন। মধ্য প্রদেশ থেকে দশ লাখ কৃষকের একটি কাফেলা দেড় কোটি গৃহপালিত পশুর বিশাল মিছিল নিয়ে দৈনিক প্রায় বিশ মাইল পথ অতিক্রম করে পাকিস্তানের দিকে রওনা হলো। পুলিশ এবং সেনাবাহিনী তাদের বিরত রাখাতে ব্যর্থ হলো। কাফেলার যাওয়ার পথে যে সব লোকালয় পড়ছিল সেখানকার জনগণ ও জিনিসপত্র গুছিয়ে যতোটা সম্ভব পশু সঙ্গে নিয়ে মিছিলে শামিল হলো।

পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণকারী উদ্বাস্তুরা তাদের নবাগত ভাইদের জন্য ফুলের মালা হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। দূরে বালুরাশির ঝড় দেখে তারা ভাবছিল এই বুঝি কাফেলা এলো। উত্তেজনা আনন্দের যেন সীমা-পরিসীমা নেই। সীমান্ত সৈন্যরা উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলো। পরে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতীয় কন্সাল জেনারেলকে এ সম্পর্কে জানালে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী সীমান্তে এক ডিভিশন সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন।

কয়েকদিন পর দেখা গেল সীমান্তে মানুষ আর পশুদের ঢল নেমেছে। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। পাকিস্তানের একজন কবি সে দৃশ্য দেখে লিখেছেন-

দেখুন সাহেব চতুষ্পদ পশুদের পাল এসেছে
সমুদ্রের ঢেউ যেন কূলে কূলে আছড়ে পড়ছে
আকাশের বারিধারা যেন নেমে এসেছে
এতো পশু এতো পাখী এলাহীকাণ্ড দেখছি
মান্না সালওয়া, যেন খোদার রহমত
এর চেয়ে বড় রহমত কিবা আর চাও ?

ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের বাধা জনস্রোতের সামনে টিকতে পারল না। উত্তাল জনস্রোত এক সময়ে পাকিস্তানের সীমান্তে গিয়ে পৌঁছুল। পাকিস্তানের জনগণ তাদের সাহায্যের জন্য পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত ছিল। সীমান্তের কাছাকাছি পৌঁছে ভেড়া, বকরী, গরু, ঘোড়া, গাধা, মুরগী প্রভৃতি পশু পাখী নিজ নিজ ভাষায় বিচিত্র কন্ঠস্বরে ডাকতে শুরু করলো। যেন একে অন্যকে কিছু বোঝাচ্ছে।

www.pathagar.com

সীমান্তের কৃষকরা উদ্বাস্তুদের স্বাগত জানানোর জন্য একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করলো। পাকিস্তানে খাদ্যদ্রব্যের চেয়ে দুধ মাখন, গোশতের মূল্য বেশী। উদ্বাস্তুদের এ নাবাগত বিরাট কাফেলা সে অভাব পূরণে যথেষ্ট সহায়তা করলো। তবে সব মিলিয়ে প্রায় তিন কোটি পশু পাকিস্তানী কৃষকদের ফসলের প্রচুর ক্ষতি করলো। অভ্যর্থনা কমিটি উদ্বাস্তুদের সঙ্গে এ ব্যাপারে অভিযোগ করলে উদ্বাস্তুরা কৃষকদের মধ্যে তিনলক্ষ পশু বিতরণ করলো। এতে কৃষকদের অনেকটা ক্ষতিপূরণ হলো।

নবাগত উদ্বাস্তদের আগমন সংবাদ শুনে চারিদিক থেকে পশু ক্রয় করার জন্য দলে দলে লোক ছুটে এলো। পাকিস্তানে গোশত চার আনা সের দরে বিক্রি হতে লাগল। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ভেবে দেখলেন যে, উদ্বাস্তুরা যদি পশুদের ন্যায্য মূল্য না পায় তবে তাদের জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়বে। এজন্য উদ্বাস্তু প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর শতকরা ত্রিশভাগ পশু বিদেশেই রফতানীর ব্যবস্থা করলেন। পাকিস্তান সরকারের অনুমোদনক্রমে আমেরিকা ও বৃটেন দ্বিগুণ মূল্যে শতকরা ত্রিশভাগ পশু ক্রয় করলো।

রহস্যজনক সীমান্ত দেয়াল

পাঁচ বছর পর পাকিস্তান-সীমান্তবর্তী ভারতীয় এলাকায় স্বাধীন ভারত নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হলো। সেখানে ভারতীয় উদ্বাস্তুরা বসবাস করতো। নব গঠিত এই প্রদেশ ছিল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। ভারত সরকার পাকিস্তানের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করলো। উভয় দেশে লোক যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল। সীমান্ত এলাকার বিশ মাইলের মধ্যে বিদেশীদের পর্যবেক্ষণ ও অবস্থানের উপর ভারত সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করলো এবং পাকিস্তান সীমান্তে দশ বছর মেয়াদী পরিকল্পনার অধীনে একটি দেয়াল তৈরী করতে লাগলো। এ উদ্দেশ্যে আমেরিকার কাছ থেকে নয় হাজার কোটি ডলার ঋণ গ্রহণ করলো। দেয়াল নির্মানের পর পাকিস্তান সরকার গোপন সূত্রে খবর পেল যে, দেয়ালের এক মাইল দূরে ভারতের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বড় বড় গুদাম তৈরী করছে। একজন মার্কিন বিশেষজ্ঞ এ এলাকায় পর্যবেক্ষণ শেষে সংবাদ সংস্থা গ্লোবাক জানান, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের

www.pathagar.com

মতে পাকিস্তানের উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যেই ভারত এ সব গুদাম তৈরী করছে। পাকিস্তানী আক্রমণ প্রতিহত করাই এর উদ্দেশ্য বলে যে খবর প্রকাশিত হচ্ছে সেটা সত্য নয়। সব গুদামে বিপুল পরিমাণে ঘাস পাতা ও অন্যান্য পশুখাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। তবে এটা উদ্দেশ্যহীন নয়। সব গুদাম নির্মান শেষ হলে সে গুলোতে এক মিলিয়নের অধিক লোক বসবাস করতে পারবে। শীত ও বৃষ্টির মওসুমে বন্য পশুদের আশ্রয়ের উদ্দেশ্যেই মূলত এ সব গুদাম তেরী করা হচ্ছে। আমেরিকা এ ধরনের একটি ফালতু কাজে ভারতকে এতো অর্থ ঋণ দিয়েছে এটা যে কোন বিবেকবান মানুষকে ব্যথিত করবে বলে উক্ত মার্কিন বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেন।

কয়েক মাসের পরিশ্রমে গুদাম নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর পাকিস্তানের সীমান্ত ঘাঁটির একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা কয়েকজন পাকিস্তানী সৈনিকের প্রশ্নের জবাবে জানান যে, দেয়ালের উপর থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর পশুর হরেক রকমের আওয়াজ শোনার কথাটা মিথ্যা নয়। কয়েকজন পাকিস্তানী সাংবাদিক সীমান্ত এলাকা সফর করেন। তারা জানান যে, সীমান্ত ঘাঁটি থেকে অসংখ্য শৃগাল, হাতী, বাঘ প্রভৃতির বিচিত্র চীৎকার স্পষ্টত শোনা যায়।

একটি মার্কিন প্রতিনিধি দল নয়াদিল্লীতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে সীমান্ত প্রতিরক্ষা ঘাঁটি পরিদর্শনের আবেদন জানালে কর্তৃপক্ষ সে আবেদন নাকচ করে দেন। পরে প্রতিনিধি দল সমুদ্র পথে করাচি আগমন করেন এবং দূর থেকে শব্দ শোনা যায় এ রকম যন্ত্রপাতি দিয়ে সীমান্ত দেয়ালের ওপাশ থেকে আসা রকমারী জীবজন্তুর শব্দ স্পষ্টত শুনতে পান। প্রতিনিধিদলের একজন সদস্য বিভিন্ন পশুর মিলিত আওয়াজ শুনে মন্তব্য করেন যে, ভারতের হিংস্র পশুরাও মনে হয় অহিংসা পরম ধর্ম নীতিতে দীক্ষা গ্রহণ করেছে। তা না হলে একই স্থানে এভাবে বাস করা কি করে সম্ভব?

মারিখের প্রথম পয়গাম

একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব মারিখের অনুসন্ধান। ২১৩০ সালে প্রথম মহাশূন্য যান মারিখ পৌঁছুল। পর্যটকরা মারিখের আবহাওয়ায় মুগ্ধ হয়ে সেখানেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। তারা জানান যে, মারিখের মাটি অষ্ট্রেলিয়ার মাটির চেয়ে উর্বর। এই উপগ্র-

www.pathagar.com

হের সব অধিবাসীরা অন্য একটি উপগ্রহে বসতি স্থাপন করেছে। তাদের বাড়ীঘর এবং খাবার প্লেট দেখে বোঝা যায় যে, তাদের উচ্চতা ছিল বড় জোর দেড় ফুট। কিন্তু মনে হয় যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা মাটির পৃথিবীর অধিবাসীদের চেয়ে এক হাজার বছর অগ্রগামী। বিস্ময়কর যন্ত্রপাতির সাহায্যে তারা পৃথিবীর অধিবাসীদের কর্মতৎপরতা ভালভাবে লক্ষ্য করছিল এবং আমাদের মারিখ পৌঁছার খবর তারা জেনে ফেলছিল। কিন্তু মারিখ ছেড়ে অন্য কোন উপগ্রহে পৌঁছা থেকে তাদেরকে পৃথিবীর অধিবাসীদের যুদ্ধংদেহী মনোভাবে ভীত বলে মনে করা যায় না। তাদের আবিষ্কার শুধু মারিখের বাইরে অনুসন্ধানের জন্যই যথেষ্ট ছিল না বরং ঘরে বসে তারা আমাদের পৃথিবীর সকল বিমান ও অস্ত্রসস্ত্র ধংস করতে সক্ষম ছিল।

মারিখ থেকে আকস্মিক ভাবে তাদের অন্য কোন উপগ্রহে পৌঁছে যাওয়া থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাদের যন্ত্রপাতি ছিল বিপুল। মারিখ ত্যাগের আগে তারা বিপজ্জনক উদ্দেশ্যে মানুষ যে সব অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে সে গুলি ধ্বংস করে গিয়েছে। তবু আমাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু এখানে মওজুদ ছিল। এখানে একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কেন্দ্র অন্যান্য নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে বিদ্যুৎ আহরণ করে। মারিখের সর্বত্র বিদ্যুৎ লাইন পরিব্যাপ্ত। সর্বত্র বিদ্যুতের সাহায্যে কৃষিকাজ করা হয়। এখানে এক একর জমির উৎপাদন পৃথিবীর দুই একরের অধিক। মারিখে ফসলের ক্ষেতের আধিক্য এবং বাগ বাগিচার প্রাচুর্য দেখে মনে হয় এখানের অধিবাসীরা ফল খেতেই বেশী পছন্দ করতো। ফসলের মাঠ গুলোতে এক প্রকার সবুজ নরম সুবাসিত ঘাস উৎপন্ন হয় এবং ফুলের ঝাড় দেখা যায়। এ সব ঝাড়ে মৌমাছির জন্য ছোট ছোট গৃহ তৈরী করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, মধু ও তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের একটা অংশ। বাগান ও ফসলের মাঠের পাশে নদী প্রবাহিত রয়েছে। পাখীগুলো দেখতে খুবই সুন্দর। ছোট ছোট দুধেল পশুর সাথে ভারতীয় বকরীর চমৎকার মিল রয়েছে। তবে দৈহিক আকৃতিতে এরা কিছুটা ছোট। এদের শিং কালো, দেহ দুধের মতো সাদা। এখানে সংখ্যায় এরা খুব বেশী নয়। এদের কেউ দু'আউন্সের বেশী দুধ দেয় না। মারিখের অধিবাসীরা অন্য গ্রহে যাওয়ার সময় এ সব পশুদের বেশ কিছু সঙ্গে নিয়ে গেছে। আমরা এখন এ সব পশুর মূল্য বুঝতে পারি। মারিখ পৌঁছার পর কি এক অসুখে

www.pathagar.com

আমাদের চুল ঝরে পড়তে শুরু করে। চুলকানি ও দেখা দেয়। পৃথিবী থেকে আমরা যে সব ওষুধ সঙ্গে এনেছিলাম সে সবে কোন কাজ হচ্ছিল না। গাছের ছাল-বাকলে তৈরী ওষুধ খেয়ে ও এখানে কোন উপকার হচ্ছিল না। আমাদের একজন সাথী সেই পশুর দুধ খেতে শুরু করলে চুলপড়া বন্ধ হয়ে যায়। সেই পশুর গোশত খাওয়ার পর চুলকানি ও সেরে যায়।

আমরা এখন এ সীদ্ধান্তে পৌঁচেছি যে, এ পশুর দুধের চেয়ে গোশত অধিক উপকারী। আমরা বহু খোঁজাখুঁজি ও চেষ্টা-তদ্বিরের পর দেড়শত পশু সংগ্রহে সমর্থ হলাম।

আমাদের একজন সঙ্গীর মতে এ পশু মূলত ভারতের বকরীরই বংশধর। উভয় পশুর গোশতের মধ্যে আশ্চর্যরকম মিল রয়েছে।

আমাদের সাথী, একজন ডাক্তারের মতে মারিখের অধিবাসীদের জন্য ভিটামিন এক্স এবং জেড থাকা প্রয়োজন। এই ভিটামিন মারিখের এই পশু এবং ভারতের বকরীদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে।

আমাদের ধারণা, পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক যদি এখানে পাঠিয়ে দেয়া হয় তবু এক হাজার বছর পর্যন্ত তাদের স্থানাভাব হবে না। তবে মানুষের আগমনের পূর্বে বিপুল সংখ্যক বকরী আমদানী করতে হবে। একলক্ষ বকরী এনে আবদ করলে এক শ বছরের মধ্যে তাদের যে সংখ্যা-বৃদ্ধি পাবে তাতে কোটি কোটি মানুষ জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে।

আমরা সম্মিলিত ভাবে মত প্রকাশ করছি যে, এ ধরনের বকরী ভারতে বেহিসাব রয়েছে। মারিখে এই পশুর বংশ বৃদ্ধির জন্য গান্ধীভক্ত ভারতীয় বকরীই সবচেয়ে উত্তম। দু'চার লাখ গান্ধীভক্ত যদি বকরী সমেত এখানে এসে বসতি স্থাপন করে তাহলে শতাব্দীকালের মধ্যে তারা এই নতুন দেশকে বকরীত পূর্ণ করে দিতে পারবে। এখানে গোশত দুষ্প্রাপ্য বলে পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মানুষ এখানের বকরীদের বংশ বৃদ্ধির ব্যাপারে সচেষ্ট হবে না। নিরাপত্তা পরিষদ যদি এখানে মানব বসতি স্থাপন করতে চায় তবে সর্ব প্রথম এখানে ভারতীয় বকরী এনে আবাদ করতে হবে। সেখানে বর্তমানে এতো বকরী রয়েছে যাদের সংখ্যা বিলিয়নের হিসাবেই গণনা করা যেতে পারে।

মারিখের এই পয়গাম প্রকাশিত হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর জানা গেল যে, জাতিসঙ্গে নিযুক্ত ভারতীয় প্রতিনিধি মারিখে বকরী সরবরাহ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ভার-

www.pathagar.com

তের কোন নাগরিক বকরী মাতা বা কোন প্রাণী দেশের বাইরে পাঠাতে রাজি নয়। তবে হ্যাঁ, একটা প্রাণী আমরা দিতে পারি, সেটা হলো উট।

পশু দেবতাদের সমর প্রস্তুতি

২০৫০ সালের ১০ই মার্চ পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর অফিসে বসে জরুরী কাগজপত্র দেখছিলেন। এ সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। তিনি রিসিভারে কান লাগিয়ে কিছু শুনার সাথে সাথে বললেন, এক্ষুনি তাঁকে ভিতরে নিয়ে আসুন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখে মুখে ব্যাস্ততার অভিব্যক্তি নিয়ে এক যুবক কক্ষে প্রবেশ করলো। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামনে এগিয়ে এসে আন্তরিক ভাবে তাকে স্বাগত জানালেন। এই যুবক সদ্য ভারত প্রত্যাগত মিঃ সূর্য নারায়ণ।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী একটু থেমে কোন ভূমিকা ছাড়াই কথা বলতে শুরু করলেন ঃ আমার স্থলে আপনি হলে আমার অস্থিরতা আন্দাজ করতে পারতেন। আপনার প্রেরিত কাগজখানা পড়ার পর কোন ভূমিকা ছাড়াই পাকিস্তানের উপর আপতিত সীমান্তের অভিসাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনিতো সীমান্ত অতিক্রম করেছেন, সে সম্পর্কে কি জানেন?

যুবক বললেন, চার পাঁচদিন আগে আমি সীমান্ত অতিক্রম করেছি। আমার উপর দিয়ে যে বিপদ গেছে সে সম্পর্কে পরে বলব। এখন শুধু বলতে চাই যে, স্বদেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি পাকিস্তানে আসিনি। পাকিস্তানের বন্ধুদের জন্য আমি যে জরুরী খবর বয়ে এনেছি তা অপনারা আমাদের উদ্বাস্তুদের সাথে উদার আচারণের প্রতিদান হিসেবে পাওয়ার দাবি রাখেন। তাছড়া এর সাথে আমাদের উদ্বাস্তু ভাইদের অস্তিত্বের প্রশ্ন ও সমভাবে জড়িত। আমি জানানো প্রয়োজন মনে করছি যে, আমার দাদা সাপ ও হিংস্র জন্তুদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করছেন। আমার বাবা বলেছিলেন উদ্বাস্তুদের বিদেশে পশু বিক্রির অধিকার রয়েছে। এই 'অপরাধে' তিনি বারো বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। আমি একটা পাগলা কুকুর ও বিশটা সপে মেরে পালিয়ে এসেছি। যাক্, এসব আপনার কাছে ব্যাক্ত করতে চাই না। এমুহূর্তে আপনাদের চিন্তা ও কাজের জন্য খুব কম সময় রয়েছে

www.pathagar.com

আমি সঠিক তারিখ বলতে পারব না, তবে এটা জানি যে, বর্ষা মওসুম শুরুর আগেই ডিনামাইট দিয়ে সীমান্তবর্তী দেয়ালগুলো ধসিয়ে দেয়া হবে। এতে পাকিস্তান এমন এক ঝড়ের সম্মুখীন হবে যে ঝড় ভূমধ্য সাগরে পতিত কোন সুমদ্র জাহাজ ও দেখেনি। আপনি প্রশ্ন করবেন কি সেই ঝড় ?

সূর্য নারায়ণ কক্ষের ছাদের দিকে তাকালেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠলো।

সূর্য নারায়ণ বললেন, আমি যা বলব আপনি সম্ভবত বিশ্বাস করবেন না। যাই হোক আপনাকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই।

—হাঁ হাঁ জিজ্ঞেস করুন।

—এই ছাদের উপর যদি একটি কূপ থাকে, তারপর ছাদ ফেটে যায় তাহলে নীচে কি পড়বে ?

—এটাতো একটা শিশু ও বলে দিতে পারে যে, পানি পড়বে।

—আচ্ছা বলুন, সীমান্তে আপনাদের রক্ষীরা দেয়ালের ওপার থেকে সব রকম পশুর চীৎকার শুনতে পায় কি ?

—হাঁ হাঁ লক্ষ লক্ষ পশুর চীৎকার শোনা যায়।

—লক্ষ লক্ষ নয় কোটি কোটি বলুন।

—হাঁ পশুরা যেন দেয়ালের ওপারে নতুন করে বসতি স্থাপন করছে।

—কিন্তু আপনারা কি ভেবে দেখেন নি যে, বন্য পশুরা মিলেমিশে থাকতে অভ্যস্ত নয় এবং দেয়ালের ও পাশে এমন কোন জঙ্গল ও নেই যেখানে অগণিত জন্তু বাস করতে পারে ?

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন, আমাদের দেশে কারো কারো ধারণা, দেয়ালের ওপাশে নির্মিত গুদামগুলোতে জীবজন্তু রাখা হবে। কিন্তু কেন বা কি উদ্দেশ্যে সেটা কারো বোধগম্য হচ্ছে না।

সূর্য নারয়ণ বলল, আমি আপনাকে সেটা জানাতেই এসেছি। আপনার কি মনে আছে যে, কয়েক বছর আগে পাকিস্তান রেডিও থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, উদ্বাস্তুদের অব্যবস্থার কারণে অকস্মাৎ তিন কোটি পশু পাকিস্তানে এসে প্রবেশ করেছে এবং পাকিস্তানের বহু শস্য নষ্ট করেছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন, হাঁ হাঁ কিন্তু সে সব পশুর খুব অল্প সংখ্যাতেই কৃষকদের ক্ষতিপূরণ করেছে।

www.pathagar.com

সূর্য নারায়ণ বলল, ওরা সব ছিল উপকারী পশু। কিন্তু এখন আমাদের সরকার যে সব পশু নিয়ে আপনাদের দেশের উপর আক্রমণ করতে যাচ্চে তাদের মধ্যে ভেড়া' বকরী, গরু আছে বটে কিন্তু হিংস্র পশুও রয়েছে। বিশ্বাস করুণ, ভারত সরকার আন্দাজ করে নিয়েছে যে, পাকিস্তানকে বিরান করার জন্য কতো পশুর প্রয়োজন। সেই আন্দাজের ও দ্বিগুণ পশু তারা দেয়ালের ওপাশে গুদামে সমবেত করেছে। সে সব পশুর মধ্যে পিঁপড়া থেকে হাতী পর্যন্ত সকল শ্রণীর প্রাণীই রয়েছে। আক্রমণের কয়েক দিন আগে থেকে সব প্রাণীকে ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত করে রাখা হবে। এমনিতেও এ বিরাট বাহিনীর রসদ খুব সামান্যই বাকি আছে। আক্রমণের দিন ভারতীয় বাহিনী পটকা এবং হাউই নিয়ে গুদামের পিছনে গিয়ে দাঁড়াবে। আক্রমণকারী বাহিনী ফিরে আসবে এমন কোন সম্ভাবনা নেই, কেননা প্রত্যাবৃত্ত পশুদের জন্য কাঁটা ঘেরা তারের প্রাচীর তৈরী করা হয়েছে। তাছাড়া গুদামের পেছনে মাটিয়া তেলের একটা নালি ভর্তি করা রয়েছে।

আক্রমণ হবে এ ভাবে ঃ প্রথমে ডিনামাইট দিয়ে দেয়াল উড়িয়ে দেয়া হবে। তারপর বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে সব গুদামের দরজা একই সঙ্গে খুলে দেয়া হবে। তারপরই গুদামের পেছনের তেলের নালিতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে, যাতে করে কোন প্রাণীই ফিরে আসতে না পারে। সেই তেলের নালিতে জ্বালানোর মোটা সলতের মত অগ্নি গোলকের এ পাশে ভারতীয় সৈন্যরা তোপ, পটকা এবং হাউই এর শব্দ করবে, যেন বুভুক্ষ পশু বাহিনী দ্রুত গতিতে পাকিস্তানের দিকে অগ্রসর হয়। প্রাণীদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত যেন সৃষ্টি না হতে পারে সে ব্যাপারেও ব্যবস্থা করা হয়েছে। সর্ব প্রথম থাকবে হাতী, তাদের পেছনে হিংস্র পশু দল, তারপর গৃহপালিত পশু, শেষে সাপ।

এতটুকু বলার পর পাকিস্তানে আমার মিশন সমাপ্ত হচ্ছে। আমি অন্য কারোর সাথে এ জন্যই কথা বলিনি যে হয়তো তিনি এই গোপনীয় ব্যাপার গোপন রাখতে পারবেন না, ফাঁস করে দেবেন। আপনাদের এখানে সাংবাদপত্রের স্বাধীনতা অনেক বেশী, এ জন্য আপনার কাছে আমার আবেদন থাকবে, আপনারা যে কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থাই গ্রহণ করুণ না কেন সেটা যেন অন্য কেউই জানতে না পারে। আপনাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে ভারতের যদি কিছুমাত্র সন্দেহ ও হয় তবুও তারা

www.pathagar.com

আক্রমণ কয়েক মাস পিছিয়ে দেবে।

এই সাক্ষাতের বিশ মিনিট পর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর গাড়ী প্রধানমন্ত্রীর অফিস ভবনের সামনে গিয়ে থামলো। গাড়ী থেকে নেমে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সূর্য নারায়ণ প্রধানমন্ত্রীর অফিসে প্রবেশ করলেন। সূর্য নারায়ণের সাথে আলাপের পর পরই প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীসভার জরুরী বৈঠক আহ্বান করেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সূর্য নারায়ণ পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করার আগে সূর্য নারায়ণের মতামত জানতে চাইলেন। সূর্য নারায়ণ বললেন, আমি সম্ভবত এ ব্যাপারে আপনাকে ভাল পরামর্শ দিতে পারব না। তবে আমার ধারণা, উপকারী পশুদের না মেরে যতো বেশী সংখ্যক জীবিতাবস্থায় আটকানো যায় ততই ভাল হবে। কারণ সে সব পশুর চাহিদা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে খাদ্যাভাব চরম সংকটের রূপ নিতে চলেছে। অধিকাংশ লোক দুধ ও মাখন খেয়ে জীবন ধারণ করছে। পক্ষান্তরে সরকার প্রতিশোধ স্পৃহার কারণে আক্রমণকারী পশুদের মধ্যে গরু এবং বকরীও অন্তর্ভুক্ত রেখেছে। সে সব পশুদের অর্ধেক ও যদি আপনারা জীবিতাবস্থায় আটক করতে পারেন তবে পাকিস্তান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনী দেশে পরিণত হতে পারবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী আপনারা সে সব পশুদের দ্বারা উপকৃত হবার সুযোগ লাভ করবেন। আক্রমণকারী বাহিনীর মধ্যে একশত কোটির অধিক মুরগী রয়েছে। এতো বিরাট উপকার লাভের পর আপনাদের নৈতিক দায়িত্ব হবে আমাদের দেশের প্রতি কিছুটা সহানুভূতির পরিচয় প্রদর্শন করা। এই ঝড় কেটে যাওয়ার পর আপনারা যদি আপনাদের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য ভারতের ক্ষুধাতুর মানুষকে দান করেন তবে বিরাট উপকার হবে। আপনারা উদ্বাস্তুদের প্রতি যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে ভারতের জনগণ মুগ্ধ হয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের এ ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারতের জনগণ অবহিত নয়। অবহিত থাকলে তারা গুদাম গুলোতে আগুন ধরিয়ে দিতো। আমাদের দেশে বিপ্লবের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে। পাকিস্তান যদি ভারতের ক্ষুধাতুর জনগণের প্রতি সমবেদনার হাত প্রসারিত করে তাহলে তারা বিচ্ছু, সাপ, ও হিংস্র পশুদের পৃষ্ঠপোষকতাকারী সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটাবে।

www.pathagar.com

আক্রমণকারী বাহিনীর মধ্যে কুকুর ও বানরের সংখ্যা অসংখ্য। তাদের একটা ও যদি জীবিত ফিরে যায় তবে আমি দুঃখিত হবো। একটা পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে আমার ছোট ভাই মারা গেছে, আমার ছয়-মাস বয়সের এক ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বানররা তুলে নিয়ে গাছের চুড়া থেকে নিচে ফেলে দিয়েছে।

রাক্ষসের কবলে

(২০৫০ সালের ২৭শে জুন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর কক্ষে অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন। সেক্রেটারীর প্রবেশ।)

প্রধানমন্ত্রী ঃ (থেমে থেমে) নতুন সংবাদ কিছু আছে?

সেক্রেটারী ঃ স্যার আজ অনেক সংবাদ এসেছে। পাকিস্তানের রেডিও ও সংবাদপত্র নীরবতা ভঙ্গ করেছে। প্রথমে আপনার কাছে সীমান্তের কমাণ্ডার ইন-চীফের রিপোর্ট পেশ করছি। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, আক্রমণের ৪৮ ঘন্টা পর তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় সলতের আগুন নিভে গেছে এবং কয়েকটি আহত পশু ফিরে এসেছে।

প্রধানমন্ত্রী ঃ কয়েকটি কোন সমস্যা নয়। পরবর্তী সংবাদ বল।

সেক্রেটারী ঃ তাছাড়া পঞ্চাশ লাখ কুকুর এবং বিশ লাখ বানর ও ফিরে এসেছে। বানর ও কুকুর অধিকাংশই গুলিতে আহত হয়েছে। কিছু-ক্ষনের মধ্যেই তাদের অধিকাংশ মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু কোন কোন পশুর কান ও লেজ কেটে দেয়া হয়েছে। সত্বর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলে তাদের বাঁচান যেতে পারে। কমাণ্ডার-ইন-চীফ আহত পশুদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ডাক্তার ও ওষুধ পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছেন। আহত কুকুর ও বানররা হৃদয় বিদারক চিৎকার করছে।

প্রধানমন্ত্রী ঃ আহত বানরের সংখ্যা পঞ্চাশ লাখের স্থলে পঞ্চাশ হাজার এবং কুকুর বিশ লাখের স্থলে বিশ হাজার হবে।

সেক্রেটারী ঃ স্যার আমার ও তাই ধারণা ছিল। এ জন্য আমি পুনরায় টেলি-ফোনে জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু তিনি প্রথমে বর্ণিত সংখ্যার কথাই উল্লেখ করলেন। তিনি আরো বললেন, এ সংখ্যা কমতো নয় বরং বেশী হতে পারে। তাছাড়া আজ সকালে পাকিস্তান রেডিও থেকে ও

www.pathagar.com

কমাণ্ডার-ইন-চীফ এর উল্লিখিত সংখ্যার অনুরূপ সংখ্যাই ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ঃ আজ আমি রেডিও শুনিনি। গত চারদিন আক্রমণ সম্পর্কে পাকিস্তান রেডিও সম্পূর্ণ নীরব ছিল। আমি ভেবেছি আজ ও তারা নীরব থাকবে। এ জন্যে সকালে আমি গান্ধীজীর মন্দিরে গিয়ে ছিলাম। তাঁর মূর্তিকে আজ বেশ প্রফুল্ল মনে হচ্ছিল। সে যাক, আমাকে সকল খবর শোনাও।

সেক্রেটারী ঃ আমি সব খবরের নোট সংগ্রহ করেছি। (ফাইল টেবিলের উপর রেখে পাতা উল্টাতে থাকে।)

প্রধানমন্ত্রী ঃ রাখ, আমাকে রিপোর্ট শোনানোর আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও। আমাদের হাতীর পাল কি বীরত্ব দেখিয়েছে?

সেক্রেটারী ঃ স্যার হাতীদের সম্পর্কে পাকিস্তান রেডিওর রিপোর্ট খুবই আশাপ্রদ। তারা ঘোষণা করেছে যে, হাতী ধরার এবং মারার জন্য একটা মার্কিন ফার্মকে ঠিকাদার নিযুক্ত করা হয়েছে। সেই ফার্ম শত-করা ত্রিশ ভাগ হাতী জীবিতাবস্থায় আটক করেছে এবং শতকরা ষাট-ভাগ হত্যা করেছে। মাত্র দশ ভাগ আহত অবস্থায় ফিরে এসেছে। কিন্তু সীমান্তের কমাণ্ডার ইন-চীফ-এর মতে ফিরে আশা আহত হাতী শতকরা আট ভাগ। পাকিস্তান রেডিও আরো ঘোষণা করেছে যে, তারা মার্কিন ফার্মের কাছ থেকে প্রতিটি জীবত হাতী বাবদ পাঁচশ ডলার এবং মৃত হাতী বাবদ দেড়শ ডলার আদায় করেছে।

প্রধানমন্ত্রী ঃ আর বাঘ সম্পর্কে কি খবর?

সেক্রেটারী ঃ বাঘ সম্পর্কে পাকিস্তান রেডিও বলেছে যে, ইংলণ্ডের একটি ফার্মের সাথে তারা বাঘের চামড়ার ব্যাপারে দর-দস্তুর করেছে।

প্রধানমন্ত্রী ঃ চামড়ার দর-দস্তুর?

সেক্রেটারী ঃ জী হাঁ। পাকিস্তান রেডিও ঘোষণা করেছে যে, সারা বিশ্বে শুধু চার হাজার জীবিত বাঘের চাহিদা ছিল এ জন্য তারা বাঘ জীবিত ধরার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি।

প্রধানমন্ত্রী ঃ চিতাবাঘ, ভালুক, আর শৃগাল?

সেক্রেটারী ঃ পাকিস্তান রেডিও জানিয়েছে, চিতাবাঘ প্রায় সবই মারা পড়েছে তাদের চামড়ার চাহিদা খুব বেশী। ভালুক কিছু মারা গেছে কিছু

www.pathagar.com

ফিরে এসেছে। আর শৃগালের চামড়ার ঠিকাদারী চল্লিশ কোটি রুবলের বিনিময়ে একটা রাশিয়ান ফার্মকে দেয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ঃ আমাদের বাহিনী এখনো মনে হয় লাহোরে পৌঁছেনি, না হলে রেডিও এ রকম প্রলাপ বকতে পারতো না। তাদের কাবু করার জন্য আমাদের ইঁদুর ও বিড়ালই যথেষ্ট।

সেক্রেটারী ঃ হ্যাঁ স্যার, বিড়াল ও ইঁদুর সম্পর্কে পাকিস্তান রেডিও নিশ্চয়ই মিথ্যা প্রচার করেছে।

প্রধানমন্ত্রী ঃ কি বলেছে ?

সেক্রেটারীঃ স্যার লাহোর রেডিও ঘোষণা করেছে, পৃথিবীর কোথাও ইঁদুরের চাহিদা নেই। এ জন্য তাদের দায়িত্ব বিড়ালের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ইঁদুর শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিড়াল অতিথি হিসেবে থাকবে। তারপর বিড়াল বিনামূল্যে গ্রহণের জন্য চীন ও জাপান সম্মত হয়েছে। বাকি বিড়াল ভারতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী ঃ সব মিথ্যে, বিলকুল মিথ্যে। পাকিস্তানীদের ধ্বংস করার জন্য তো আমাদের মুরগীই ছিল যথেষ্ট।

সেক্রেটারী ঃ জী হ্যাঁ। কিন্তু মুরগী সম্পর্কে পাকিস্তান রেডিও মিথ্যে বলেছে। তারা বলেছে যে, বিদেশে মুরগীর এতো চাহিদা রয়েছে যা কি না তারা পূরণ করতে পারছে না।

প্রধানমন্ত্রী ঃ সাপ সম্পর্কে তারা কি বলেছে ?

সেক্রেটারী ঃ সাপ সম্পর্কে তারা ঢালাও মন্তব্য করেছে। তারা ঘোষণা করেছে যে, সীমান্তের দু-তিন মাইল এলাকার মধ্যে সাপ ঘোরাঘুরি করছে এবং তাদের উপর গরম পানি নিক্ষেপ করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী ঃ (ক্রুদ্ধ ভাবে) পাতকী যবন ! রাক্ষস !!

সেক্রেটারী ঃ স্যার, সীমান্তের কমাণ্ডার-ইন-চীফ জানিয়েছেন বহু সাপ ফিরে আসছে। তারা ফিরে আসার পথে অসংখ্য কুকুর ও বানরকে দংশন করেছে।

প্রধানমন্ত্রী ঃ ঘরের মধ্যে কোন্দল ? ভগবান আমাদের দয়া করুন।

সেক্রেটারী ঃ ভগবান আমাদের দয়া করুন।

প্রধানমন্ত্রী ঃ কিন্তু এ সব খবর সবই মিথ্যে প্রলাপ। গৃহপালিত পশুদের সম্পর্কে তুমি কি শুনেছ ?

সেক্রেটারী ঃ জী তারা বলেছে, গৃহপালিত পশুদের শতকরা ৯৯ ভাগ তারা

www.pathagar.com

জীবিতাবস্থায় আটক করেছে। পবিত্র বকরীদের সম্পর্কে তারা ঘোষণা করেছে যে, তাদের মারিখে অবাদ করার জন্য আমেরিকাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বকরীর বিনিময়ে আমেরিকা পাকিস্তানকে মারিখে বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করবে।

প্রধানমন্ত্রী ঃ হতভাগারা নিজেদের কোন ক্ষতির কথা স্বীকার করেনি ?

সেক্রেটারী ঃ জ্বী তারা উল্লেখ করেছে যে, পশুদের কাবু করার আগে পাঁচশো পুরুষ, মহিলা এবং শিশু পশুদের আক্রমণে মৃত্যুবরণ করেছে। কৃষকদের যে ক্ষতি হয়েছে তার বদলে তাদের চারগুণ ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে বলে সরকার ঘোষণা করেছে। তারা জানিয়েছে, পাকিস্তানের কাছে এক বছরের প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্য মজুদ রয়েছে। রাশিয়া, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া পশুদের বিনিময়ে খাদ্য শস্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাতে পাকিস্তানের কৃষকরা নিজেদের মাঠের সব শস্য পশুদের খাওয়ার জন্য পেশ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী ঃ রাতে তুমি ঘুমিয়েছিলে ?

সেক্রেটারী ঃ জ্বী না, সারা রাত আমি রেডিওর সামনে বসে কাটিয়েছি।

প্রধান মন্ত্রী ঃ (অট্ট-হাসি হেসে) এ সবই তোমার স্বপ্ন। (সেক্রেটারীর নাড়ী পরীক্ষা করে) তোমার স্বাস্থ্য ভাল নেই। তুমি ধারণা করেছ যে এ সব কথা রেডিওতে শুনেছ। (টেলিফোন তুলে) হ্যালো ডাক্তার বিদ্যাসাগর, আমার সেক্রেটারীর স্বাস্থ্য খুব খারাপ।

সেক্রেটারী ঃ (চেয়ার থেকে উঠে) স্যার, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ্য আছি।

প্রধানমন্ত্রী ঃ তোমার চোখ খুব লাল। বসে পড়ো। (সেক্রেটারী উদ্বিগ্নভাবে বসে পড়ে) আমি জানি স্বদেশের জন্য তোমার প্রেম কতো গভীর। তুমি আক্রমণের পরিণাম জানার জন্য খুবই অস্থির ছিলে। কয়েক দিন পর্যন্ত তুমি আরাম করোনি। এই বিরাট এবং গৌরবজনক অভিযানের ব্যর্থতার আশঙ্কা তোমার মনে-মগজে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তুমি যা কিছু কল্পনা করেছ, তাই কানে শুনেছ। তা না হলে এ রকম হতেই পারে না। আমার ধারণা পাকিস্তান রেডিওতে কয়েকদিন থেকে কোন ভাষ্যকার খুঁজে পাওয়া যায় নি। যদি কেউ বেচে থাকে সে-ই শেষ ব্যক্তি। সে শুধু এ কথা বলার জন্যই বেঁচে আছে, 'হে বিশ্ববাসী, পাকিস্তান ধ্বংস

www.pathagar.com

হয়ে গেছে, আমি স্বীকার করছি যে, আমরা জীবহত্যার শাস্তি পেয়েছি।'

(ডাক্তার বিদ্যাসাগরের প্রবেশ)

প্রধানমন্ত্রী ঃ (সেক্রেটারীর প্রতি ইঙ্গিত করে) ডাক্তার সাহেব, ও'র নাড়ী পরীক্ষা করুন।

সেক্রেটারী ঃ জ্বী-জ্বী আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি।

প্রধানমন্ত্রী ঃ (তিক্ত স্বরে) তুমি চুপ করো।

ডাক্তার ঃ (প্রধানমন্ত্রী টেবিলের উপর থেকে বইপত্র এক পাশে সরিয়ে রেখে) আপনি এখানে শুয়ে পড়ুন সেক্রেটারী সাহেব।

সেক্রেটারী ঃ কিন্তু আমি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী ঃ তুমি চুপ করো। ডাক্তার সাহেবের কথা শোনো।

(সেক্রেটারী টেবিলের উপর শুয়ে কিছু বলতে চায়। কিন্তু ডাক্তার তাড়াতাড়ি তার মুখে থার্মোমিটার ঢুকিয়ে দেন। তারপর নাড়ীতে হাত রেখে ঘড়ির দিকে তাকান। কিছুক্ষণ পর নাড়ী ছেড়ে দিয়ে থার্মোমিটার দেখেন। তারপর হৃৎস্পন্দন পরীক্ষা করেন। শেষে পেটের উপর হাত রেখে পাকস্থলী পরীক্ষা করেন।)

ডাক্তার ঃ তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ স্যার।

প্রধানমন্ত্রী ঃ (দুহাতে নিজের মাথা চেপে ধরে) ডাক্তার সাহেব, আপনি রোগীর পরীক্ষা উপর থেকে শুরু করুন।

সেক্রেটারী ঃ (চীৎকার করে) স্যার, আমার মাথা সম্পূর্ণ ঠিক আছে।

প্রধানমন্ত্রী ঃ তুমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতে পারনা ?

ডাক্তার ঃ বর্তমানে মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত হওয়া কারো জন্যই অস্বাভাবিক নয়। আজ সকালে পাকিস্তান রেডিওর অপ্রত্যাশিত ঘোষণা শুনে আমারই মাথা ঘুরে উঠেছিল।

প্রধানমন্ত্রী ঃ (চীৎকার করে) পাকিস্তান রেডিও ?

ডাক্তার ঃ জ্বী হাঁ, আপনি শোনেন নি ? তারা মারাত্মক প্রোপাগাণ্ডা শুরু করে দিয়েছে।

প্রধাননন্ত্রী ঃ কি শুনেছেন আপনি ?

ডাক্তার ঃ রেডিও বলেছে আগামী বিশ বছর পর্যন্ত পাকিস্তানীরা প্রতিদিন ঈদ পালন করবে।

সেক্রেটারী ঃ (টেবিল থেকে উঠে বসে) ডাক্তার সাহেব স্যারকে জানিয়ে দিন

www.pathagar.com

পঞ্চাশ লাখ কুকুর ও বিশ লাখ বানর আহতাবস্থায় ফিরে এসেছে। সাপ ও শীগগীর ফিরে আসবে। পাকিস্তানীরা শতকরা ৯০ ভাগ পশু দেবতাকে জীবিতাবস্থায় আটক করেছে। তারা মারিখে বসতি স্থাপনের জন্য পবিত্র বকরীদের সেখানে প্রেরণ করছে।

ডাক্তার ঃ আমি এ সব শুনেছি।

প্রধানমন্ত্রী ঃ আপনি ও শুনেছেন ?

ডাক্তার ঃ জী হাঁ। এখন আপনি যখন ডেকেছেন আমি পাকিস্তান রেডিওর দ্বিতীয় অধিবেশনের ঘোষণা শুনছিলাম। তারা বলছিল যে, বেলুচিস্তানে কিছু উট রাখা হবে, বাকি উট সউদী আরব, ইরাক এবং মিসরকে বিনা মূল্যে প্রদান করা হবে। শতকরা ষাট ভাগ ঘোড়া রাশিয়া ক্রয় করেছে। বাকি ঘোড়া তুরস্ক, ইরান, সউদী আরব এবং চীন ক্রয় করেছে। গাধা চীন এবং খোরাসানে পাঠানো হবে। সব রাষ্ট্রই দুগ্ধবতী পশু বেশী সংখ্যায় পেতে চাইছে। সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থার জন্য একটি কমিটি গঠণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ঃ (চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করে) ডাক্তার, ডাক্তার ! আমার নাড়ী পরীক্ষা করে দেখো। আমার মাথা ঠিক আছে কি ? স্বপ্ন দেখছি-নাতো ? আমি ও চার রাত ঘুমুই নি।

(সেক্রেটারী ও ডাক্তার একে অন্যের প্রতি তাকায়। সেক্রেটারী মাথা চেপে ধরে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিত করে ডাক্তারকে কি যেন বলে। ডক্তার তাড়াতড়ি এগিয়ে রাষ্ট্রপতির নাড়ী পরীক্ষা করেন।)

ডাক্তার ঃ স্যার, আপনি বিশ্বাস করুন, পাকিস্তানের এ প্রোপাগাণ্ডা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

প্রধানমন্ত্রী ঃ (কিছুক্ষণ চোখ বন্দ্ করে থেকে ডাক্তারের দিকে তাকান, তারপর সেক্রেটারীকে বলেন) রেডিও অন্ করো।

সেক্রেটারী ঃ (কক্ষের এক কোনে গিয়ে) স্যার কোন্ স্টেশন ?

প্রধানমন্ত্রী ঃ লাহোর।

(সেক্রেটারী নব ঘুরিয়ে দেয়, রেডিও থেকে শব্দ ভেসে আস।)

"আপনারা এখন মিস্টার সূর্য নারায়ণের বক্তৃতা শোনবেন। মিস্টার সূর্য নারায়ণ পাকিস্তানের একজন মহান হিতাকাঙ্খী। তিনি যদি সময়মত অবহিত না করতেন তাহলে ভারতের সম্ভাব্য ঝড়ের মোকাবেলা করা আমাদের জন্য দুঃসাধ্য হতো। আপনারা তাঁর বক্তৃতা শুনুন।"

www.pathagar.com

(কিছুক্ষণ নীরবতার পর বক্তৃতা ভেসে আসে।) "আমি আমার ভারতীয় ভাইদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। গত কয়েক দিনে আমাদের দেশের পশুদের শতকরা ষাট ভাগ কমে গেছে। আমাদের এ বিপদ থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য পাকিস্তান সরকার যা কিছু করেছেন সে জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। তবু আমি দুঃখিত যে, কুকুর এবং বানরের একটা অংশ আমাদের দেশে ফিরে গেছে। আমার ভারতীয় ভাইয়েরা, এখন কয়েক বছর আপনারা যে সুস্তিপূর্ণ জীবন যাপন করবেন সেটা পাকিস্তানী ভাইদের কয়েকদিনের পরিশ্রম এবং কর্মকুশলতার ফল। এবার আত্ম শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বাঁচতে শেখা আপনাদের দায়িত্ব। মনে রাখবেন, পশুদের বংশ বৃদ্ধিতে বেশী সময় লাগে না। এখনো শতকরা ৪০ ভাগ পশু আমাদের দেশে বিদ্যমান রয়েছে। এটা আমাদের প্রয়োজনের একশ গুণ বেশী। এখন এ সব ফালতু পশুদের নিঃশেষ করাই আপনাদের মুক্তির একমাত্র পথ, অন্যথা কয়েক বছর পর এ সব পশু আবার আপনাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ভারত সরকার ভারতীয় জনবসতি ধীরে ধীরে নির্মূল-নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায়েই আপনাদের শত্রুদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এই সরকার আপনাদের শত্রু। তাদের ক্ষমতাচ্যুত করুন এবং ক্ষমতার দায়িত্ব এমন লোকদের হাতে ন্যস্ত করুন যারা পাগলা কুকুর ও সাপের মাথা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দিতে জানে। আমি আপনাদের মনোবেদনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। আপনারা নিজেদের সন্তানদের বাঘ চিতাবাঘের শিকার হতে দেখেছেন আপনারা এক মুঠো অন্নের জন্য হাপিত্যেশ করছেন। আপনাদের সবুজ শ্যামল শস্যক্ষেত বন্য পশুরা উজাড় করেছে, আমাদের দেশ প্লেগের রোগে চিরতরে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। আপনারা এখন এ সব অভিশাপ থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারেন। আপনাদের জন্য দুটো পথ রয়েছে। একটা হলো সরকারের তোয়াক্কা না করে বাদবাকি পশু নির্মূল অভিযান শুরু করুন। আর যদি সুহৃস্তে পশুদের হত্যা করা পাপ মনে করেন তাহলে এমন এক সরকারকে ক্ষমতাসীন করুন যারা পশুদের পৃষ্ঠপোষক হবে না। যদি আপনারা এই দুটি উপায়ের একটি গ্রহণে সক্ষম হন তবে আমি পাকি-

www.pathagar.com

স্তান থেকে একদল দক্ষ শিকারী পাঠাবো, যারা তিন মাস সময়ের মধ্যে উপকারী পশুদের জীবিতাবস্থায় ধরে আনবে আর বিপজ্জনক হিংস্র পশুদের ধ্বংস করবে। আমি আপনাদের সাথে অঙ্গীকার করছি যে, নবগঠিত সরকারের সাথে পাকিস্তানের কূট-নৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই পাকিস্তান প্রাপ্য পশুদের বিনিময়ে এক কোটি টন খাদ্য শস্য বিনামূল্যে ভারতে পাঠাবে। হস্তগত পশুদের বিনিময়ে পাকিস্তান প্রচুর আর্থিক সুবিধা লাভ করছে। স্বাধীন ভারত সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে আমি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটি লিখিত চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। আজ রাত নয়টায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বেতার ভাষণে আমার এ বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে। আমার সম্পর্কে আপনাদের কোন প্রকার বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না। আমি কোন বিরাট পদ লাভের আকাঙ্খায় স্বদেশের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতার পরিবর্তে একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে লড়াই করা অনেক গৌরবজনক মনে করব। ভারতের নবগঠিত সরকারের সাথে পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবার পর পাকি-স্তান ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করবে।

ভাইয়েরা আমার! আমি একজন ভারতীয়। এমন একজন ভারতীয় যে নিজের দেশে জন্তু-জানোয়ারের রাজত্ব না দেখে মানুষের রাজত্ব দেখতে চাই। যদি আপনারা সাহসী ও ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন তাহলে সাপ ও বিচ্ছুর পৃষ্ঠপোষক সরকারকে আমরা উৎখাত কর-বই। হিংস্র পশুদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতায় আশ্রয় সন্ধানী কৃষক ভাইয়েরা, আপনাদের গন্তব্যস্থল হলো 'ওয়ার্ধা'। এক শতাব্দীকাল থেকে ওয়ার্ধার সরকারী ভবনে বকরীর ছবি সম্বলিত পতাকা উড্ডীন রয়েছে, এবার সেই পতাকায় কশাইয়ের ধারালো ছুরির ছবি এঁটে দেয়া উচিত। বন্ধুরা, সাহসী হোন, আপনাদের শ্লোগান হতে হবে, 'ওয়ার্ধা চলো।' আগামীকাল এই সময়েই এই রেডিও স্টেশন থেকে আমি আবার আমার বক্তব্য রাখবো।"

প্রধানমন্ত্রী ঃ পাতকী!

ডাক্তার ঃ রাক্ষস!!

www.pathagar.com

(সেক্রেটারী দুহাতে মাথা চেপে ধরে বাইরে বেরিয়ে যায়। ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী ঃ মাফ করবেন স্যার, আমি সাক্ষাতের অনুমতি না নিয়েই চলে এসেছি, কেননা ব্যপার অত্যন্ত গুরুতর।

প্রধানমন্ত্রী ঃ বলুন কি বলতে চান।

মন্ত্রী ঃ স্যার, আপনি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সাথে টেলিফোনে কথা বলুন। আহত পশু বিশেষত কুকুর ও বানরের জন্য আশি কোটি টাকার ওষুধ একান্ত প্রয়োজন। পাকিস্তান রেডিও ঘোষণা করেছে, কয়েকদিনের মধ্যেই বিড়ালের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর তাদের মেরে পিটায়ে এদিকে তাড়িয়ে দেবে। আমাদের কাছে ওষুধের পরিমাণ খুব সামান্য, আমি দেশের সব ডাক্তারকে সীমান্ত অঞ্চলে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু প্রয়োজনীয় ওষুধের অভাবে চিকিৎসা করতে পারছেনা। আপনি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করে জরুরী ভিত্তিতে বিমান যোগে ওষুধ আনার ব্যবস্থা করুন।

প্রধানমন্ত্রী ঃ আপনি কি মনে করেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পাকিস্তান রেডিওর এ সব ঘোষণা শোনেন নি?

মন্ত্রী ঃ নিশ্চয়ই শুনেছেন।

প্রধানমন্ত্রী ঃ এ নতুন দাবী পেশ করলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কি ভাববেন চল আপনার ধারণা? তিনি আমাকে কি জবাব দিবেন?

মন্ত্রী ঃ তিনি সানন্দে আপনার দাবী পূরণ করবেন।

প্রধানমন্ত্রী ঃ আপনি আমার চেয়ে বেশী বেকুব।

মন্ত্রী ঃ স্যার!

প্রধানমন্ত্রী ঃ আমি বলছি, আপনি আমার চেয়ে বেশী বেকুব। আমার এ দাবী শুনলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভয়াবহ অট্টহাসি হাসবেন, আপনি রিসিভার থেকে দশ হাত দূরে থেকে ও সে হাসির শব্দ শুনতে পাবেন।

মন্ত্রী ঃ তাহলে স্যার, আমার কি করা উচিত?

প্রধানমন্ত্রী ঃ সে কথা আপনাকে ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী বলবেন।

(প্রধানমন্ত্রী উঠে বাইরে চলে যান। মন্ত্রী উদ্বেগের সাথে ডাক্তারের দিকে তাকান। ডাক্তার নিজের মাথায় হাত রেখে দরজার দিকে ইশারা করেন।)

---সমাপ্ত---

www.pathagar.com

www.pathagar.com